স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা : প্রয়াস ও পরিণতি

অমলেন্দু দে

রত্না প্রকাশন
১৪/১, পিয়ারী মোহন রায় রোড
কলিকাতা-২৭

প্রকাশক :
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দে, রত্না প্রকাশন,
১৪/১, পিয়ারী মোহন রায় রোড,
কলিকাতা-২৭

প্রথম প্রকাশ :
৯ মে, ১৯৭৫
২৫ বৈশাখ, ১৩৮২

মুদ্রক :
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ঢাকায় পাক সেনাবাহিনী কর্তৃক নৃশংসভাবে নিহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ, প্রখ্যাত দার্শনিক

ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব

যিনি বাংলাদেশ বিভক্ত হবার পরে পারিবারিক জীবনে পালিত মুসলিম পুত্র ও মুসলিম কন্যা নিয়ে এক সুন্দর পরিবার গঠন করে বাঙালী জীবনে এক নতুন আদর্শ স্থাপন করেন, এই গ্রন্থখানি সেই মহৎপ্রাণ, উচ্চ আদর্শের অধিকারী শহীদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হল।

ভূমিকা

এই গ্রন্থে ১৯৪৬-১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত বিভাগের প্রাক্কালে অবিভক্ত বাংলার একটি বিশেষ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আরও সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকে ২০ জুন পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এই সময়ে এক অবিভক্ত, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশেম ও শরৎচন্দ্র বসু আলোচনা শুরু করেন এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০মে তাঁরা একটি দলিল রচনা করে তাঁদের কল্পনাকে রূপদান করেন। স্বভাবতই এই পরিকল্পনা কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা ও মুসলিম লীগ ইত্যাদি সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতৃত্বে এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে। কিন্তু কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্ব ভারত বিভাগের সঙ্গে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ বিভাগে সম্মত হওয়ায় স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিবেশে যখন হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে সন্দেহপ্রবণ হন এবং পরস্পরকে অবিশ্বাস করেন তখন স্বাধীন বঙ্গের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। একদিকে পাকিস্তান দাবিকে ভিত্তি করে ভারত বিভাগের দাবি ও তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন ক্রমান্বয়ে জোরালো হয়। এই অবস্থায় ভারত বিভাগ মেনে নিয়ে স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠন করা সম্ভব ছিল কিনা, এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই ওঠবে। আমি কোন বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি কিভাবে বিষয়টির সম্মুখীন হন তার ওপরেই আলোচনা নিবদ্ধ রেখেছি। আশা করি তা থেকে পাঠকবর্গ স্বচ্ছ ধারণা করতে পারবেন।

তাছাড়া আর একটি প্রশ্ন বারে বারে মনকে নাড়া দেয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে শিক্ষিত হিন্দু সমাজ গর্জে ওঠেন, তাঁদেরই একটা অংশ অথবা উত্তরপুরুষেরা কি কারণে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে জনমত গঠন করেন? ইতিহাসের এই নির্মম ও করুণ পরিহাস নিয়ে বাঙালী বুদ্ধিজীবীর আত্মবিশ্লেষণ এখনও শুরু হয়নি। এই বিষয়ের প্রতি গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন সম্প্রতি ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে অথবা হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক নিয়ে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে কোন আলোচনা

এইসব গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই অভাব কিছুটা পূরণের উদ্দেশ্যেই আলোচ্য গ্রন্থখানি রচিত।

১৯৭০-১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে যখন 'পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক' সম্পর্কে লিখতে শুরু করি তার অনেক আগেই স্বাধীনবঙ্গ গঠনের বিষয়ের ওপর তথ্য-সমূহ সংগ্রহ করি। তখনই এই বিষয়ে একখানি পুস্তিকা রচনার আগ্রহ ছিল। কিন্তু অন্য কাজের চাপে তা সম্ভব হয়নি। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বাংলাদেশের শেরে বাংলা স্মৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল খালেকের নিকট হতে 'শেরে বাংলা স্মারক সঙ্কলন গ্রন্থে' একটি প্রবন্ধ দেবার আমন্ত্রণ পত্র পাই। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ এ. এফ. সালাউদ্দিন আহমেদও আমাকে এই সঙ্কলন গ্রন্থে একটি প্রবন্ধ পাঠাতে অনুরোধ করেন। এই গ্রন্থের জন্য আমি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠাই। প্রবন্ধটির নাম হলঃ 'অবিভক্ত, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের পরিকল্পনা ও তার পরিণতি'। এই প্রবন্ধটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত এই সঙ্কলন গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি এই প্রবন্ধের বর্ধিত রূপ। সুতরাং এই গ্রন্থখানি মোহাম্মদ আবদুল খালেকের ও ডঃ এ. এফ. সালাউদ্দিন আহমেদের আগ্রহের জন্যই রচিত হল, তা বলাই বাহুল্য। এই উপলক্ষে তাঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ইউ. জি. সি. অধ্যাপক ডঃ জগদীশ নারায়ণ সরকার ও আমার বড়মামা ডাঃ সতীশচন্দ্র দে আগ্রহ প্রকাশ করায় এই গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত হয়েছি। রত্না প্রকাশনের শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দে খুব দ্রুত গ্রন্থখানি মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। আর মুদ্রণ পারিপাট্যের কৃতিত্ব তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-এর। নির্দেশিকা তৈরি করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিনয়ভূষণ রায়। প্রুফ দেখার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেন চেতলা-নিবাসী শ্রীমোহনলাল মণ্ডল (টুলু)। আর প্রচ্ছদপট অঙ্কন করেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীখালেদ চৌধুরী। তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

অমলেন্দু দে

৩রা ফাল্গুন, ১৩৮১
১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫
লেকচারার, ইতিহাস বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা-৩২

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

পটভূমিকা

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্বাচনের পর থেকেই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিক্ততা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ মার্চ লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণের পরে দ্রুতগতিতে কংগ্রেস-লীগ মতান্তর হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে জটিল করে তোলে। জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাবকে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়। অন্যদিকে কংগ্রেস ভারতবর্ষের অখণ্ড রূপকে বজায় রেখে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে। হিন্দুমহাসভা অখণ্ড হিন্দুস্তানের দাবিতে মুখর হয়ে ওঠে। মোট কথা, হিন্দু ও মুসলিম এই দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পায়। স্বভাবতই বিদেশী শাসক এই অবস্থার সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্ত হওয়ার পরে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয়দের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় নিয়ে নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত হয়। একই সময়ে ভারতের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঢেউ প্রবাহিত হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ আগষ্ট কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। একটানা চারদিন এই দাঙ্গা চলে। ২০ আগষ্ট ঢাকাতে দাঙ্গা হয়। এই অবস্থায় ২ সেপ্টেম্বর 'অন্তবর্তীকালীন সরকার' (Interim Government) গঠিত হয়। প্রথমে মুসলিম লীগ এই সরকারে যোগদান করেনি। ১২ অক্টোবর মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত করে। ১৪ অক্টোবর পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। ২৫ অক্টোবর বিহারে দাঙ্গা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। ২৬ অক্টোবর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানকারী মুসলিম লীগ সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। অবশ্য ১৪ নভেম্বর মুসলিম লীগ ঘোষণা করে যে, গণপরিষদে (Constituent Assembly) যোগদান না করার সিদ্ধান্তে লীগ অবিচল থাকবে। ৩০ নভেম্বর ভারতীয় নেতৃবৃন্দ

ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে লণ্ডনে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য যাত্রা করেন। ৯ ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে, একই সময়ে ভারতের সর্বত্র পাকিস্তান ও অখণ্ড হিন্দুস্তানের দাবিতে দুইটি সম্প্রদায় পরস্পর-বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। লীগ সদস্যরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করার পরে কংগ্রেস ও লীগ মন্ত্রীদের সম্পর্ক এতটা তিক্ত হয়ে পড়ে যে, একসঙ্গে তাঁদের পক্ষে কাজ করা কষ্টকর হয়। মন্ত্রীসভার কংগ্রেস সদস্যরা ভারত বিভাগের অনিবার্যতা উপলব্ধি করে ভারত বিভাগের মধ্যে এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও তিক্ততা অবসানের কথা চিন্তা করতে শুরু করেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারী পাঞ্জাবের ভয়াবহ দাঙ্গা অবস্থার আরও দ্রুত অবনতি ঘটায়। ২০ ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭ খ্রীঃ) ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে তারা দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করবে। একই দিনে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে ভাইসরয় পদে নিয়োগ করা হয়। ২০ ফেব্রুয়ারীর ঘোষণার পরে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাবকে কার্যকরী করতে উদ্যোগী হয়। অন্যদিকে কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভা চেষ্টা করে যাতে ভারত বিভাগ অনিবার্য হলে পাঞ্জাব ও বাংলার শিখ ও হিন্দুপ্রধান অঞ্চল হিন্দুস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।[১] যখন নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিক্ততা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সমগ্র ভারতকে গ্রাস করে ও ভারত বিভাগ প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে তখন এক অবিভক্ত, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের পরিকল্পনা রচনা করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী, আর বাংলাদেশে সোস্তালিষ্ট রিপাবলিক গঠনে প্রয়াসী হন শরৎচন্দ্র বসু। পরে এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সোহরাওয়ার্দী ও শরৎচন্দ্র বসু যুগ্মভাবে চেষ্টা করেন। তাই এই পরিকল্পনা 'সোহরাওয়ার্দী-বসু পরিকল্পনা' নামে খ্যাত। এইভাবে তাঁরা বঙ্গবিভাগ রদ করার চেষ্টা করেন।[২]

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্গভঙ্গ দাবির সময়কাল

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ আগষ্ট কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়েই এই দাবি উত্থাপিত হয়। মুসলমানদের হাত থেকে হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য হিন্দুমহাসভা বঙ্গভঙ্গের দাবি করে। এই সময় থেকেই হিন্দুমহাসভা হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যে এই দাবির সমর্থনে প্রচার শুরু করে। কয়েকজন খ্যাতনামা অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীও এই প্রচার অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।[৩]

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জী বঙ্গভঙ্গের উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠন করেন।[৪] লীগ মন্ত্রীসভা নাগরিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হওয়ায় হিন্দুদের মধ্যে এই দাবির প্রতি সমর্থন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে কংগ্রেস এই প্রচারের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে সচেষ্ট না হওয়ায় স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যেও বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের মনোভাব জাগ্রত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে হিন্দুমহাসভা 'বাংলার হিন্দুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ' গঠনের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করে এবং তারপর বিভিন্ন জেলায় হিন্দুমহাসভার নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে প্রবল আন্দোলন শুরু করে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ এপ্রিল শুক্রবার থেকে তিনদিন ধরে বঙ্গীয় হিন্দুমহাসভা কনফারেন্স তারকেশ্বরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ৪ এপ্রিল নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, যেহেতু মুসলিম লীগ বাংলাদেশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর, সেজন্য হিন্দুরাও বাংলায় একটি শক্তিশালী জাতীয় সরকারের অধীনে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করবে। বাঙালী হিন্দুদের নিকট এটা একটা জীবন-মরণের প্রশ্ন। যদি হিন্দুদের পছন্দমত কোন শাসনতন্ত্র না হয়, তাহলে তাঁদের হিন্দু-বিরোধী সাম্প্রদায়িক

শাসনের অধীনে দাসত্বের জীবন যাপন করতে হবে। তিনি তাঁর দীর্ঘ ভাষণে খুবই সুস্পষ্টভাবে বলেন, আমরা বঙ্গভঙ্গের মারফত হিন্দুদের জন্য একটি পৃথক মাতৃভূমি চাই। নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষণ থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল : "Let us declare to-day that as the Muslim League persists in its fantastic idea of establishing Pakistan in Bengal, the Hindus of Bengal must constitute a separate Province under a strong National Government. This is not a question of partition. It is a question of life and death for us, the Bengalee Hindus. Unless you can have an administration of your own choice, you shall be serfs under an anti-Hindu communal regime and you can never get out of the prevailing sense of frustration and defeatism and you can never protect your oppressed brother and sister."[৫]

৫ এপ্রিল তারকেশ্বরের এই হিন্দুমহাসভা সম্মেলনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, দেশ ভাগের মধ্য দিয়েই সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্ভব। তিনি বলেন : I can conceive of no other solution of the communal problem in Bengal than to divide the province and let the two major communities residing herein live in peace and freedom." ৪ এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বাংলাদেশ বিভাগের পক্ষে যে সিদ্ধান্ত নেয় তাকে স্বাগত জানান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।[৬]

৬ এপ্রিল তারকেশ্বরে এই সম্মেলন উপলক্ষে এক মহতী জনসভা হয় এবং ঐ দিনই সম্মেলনের মূল প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন সনৎকুমার রায়চৌধুরী ও সমর্থন করেন ঢাকার সুর্যকুমার বসু।[৭]

প্রায় একই সময়ে বাংলার কংগ্রেসও বাংলাদেশ বিভাগের দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণ করে। ৪ এপ্রিল কলকাতাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতি একটি প্রস্তাবে দাবি করে, যদি ব্রিটিশ সরকার ২০ ফেব্রুয়ারীর ঘোষণা অনুযায়ী বাংলার বর্তমান প্রাদেশিক সরকারের নিকট ক্ষমতা অর্পণ করে, তাহলে বাংলার যে অংশ ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হতে চায় সেই অংশে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করতে হবে এবং বাংলাদেশের গঠনতন্ত্র রচনায় যদি সার্বজনীন ভোটের অধিকার, যুক্ত নির্বাচন প্রথা ও সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা না গৃহীত হয় তাহলে বাংলাদেশ বিভক্ত করে তুটো প্রদেশ গঠন করতে হবে, আর যে অংশ উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র রচনা করতে চাইবে সেই অংশকে সেই অধিকার দিতে হবে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এও দাবি করে যে, ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত অবিলম্বে অন্তর্বর্তীকালীন তুটো আঞ্চলিক মন্ত্রীসভা গঠন করতে হবে। লক্ষণীয় এই যে, বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে প্রাদেশিক কংগ্রেসের এই কার্যকরী সভায় উপস্থিত ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কে. সি. নিয়োগী, এম এল. এ, ডাঃ বি. সি. রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, ডঃ পি. এন. ব্যানার্জি, কুমার দেবেন্দ্রলাল খান, এম. এল. এ (সেণ্ট্রাল), মাখনলাল সেন ও অতুল চন্দ্র গুপ্ত।[৮] বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব গ্রহণ করায় বাংলার কংগ্রেস সক্রিয়ভাবে এই দাবির সমর্থনে জনমত গঠন করে। এইভাবে কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভা একই ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং একই সঙ্গে বঙ্গভঙ্গের দাবিতে আন্দোলন পরিচালনা করে।

হিন্দুমহাসভার নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যান যে, তাঁরা একথাও বলতে শুরু করেন, যদি পাকিস্তান গঠিত নাও হয় তাহলেও বাংলায় হিন্দুপ্রধান অঞ্চল নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করতে হবে। ২২ এপ্রিল নয়া দিল্লিতে একটি জনসভায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেনঃ "পাকিস্তান

যদি গঠিত নাও হয়, মুসলিম লীগ যদি মন্ত্রীমিশন-পরিকল্পিত দুর্বল কেন্দ্রীয় ক্ষমতা মানিয়াও লয়, তাহা হইলেও বাংলার হিন্দু মেজরিটি অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করিতে হইবে।" শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভাষন থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল : "This separation must not be dependent on Pakistan. Even if Pakistan is not conceded and some form of a weak and loose centre envisaged in the Cabinet Mission Scheme is accepted by the Muslim League, we shall demand the creation of a new province composed of the Hindu majority areas in Bengal.[৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ মার্চ কলকাতাতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ৯৫তম বাৎসরিক সাধারণ সভাতে একটি প্রস্তাবে বাংলাদেশ বিভাগের দাবি এবং হিন্দুদের জন্য পশ্চিমবঙ্গে একটি পৃথক প্রদেশ গঠনের দাবি করা হয়। তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা স্যার উদয়চাঁদ মহাতব, পি. এন. সিংহরায়, মহারাজা শিরীষচন্দ্র নন্দী, মহারাজা প্রবেন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজ কুমার সীতাংশু কান্ত আচার্য চৌধুরী, অমূল্যধন আড্ডি ও অমরেন্দ্র নারায়ণ রায়।[১০]

এইভাবে বাঙালী হিন্দুর স্বতন্ত্র মাতৃভূমির দাবি উথাপিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

সোহরাওয়ার্দী—শরৎচন্দ্র বসু—আবুল হাশেম প্রচারিত পরিকল্পনা

(ক) **সোহরাওয়ার্দীর বক্তব্য**—বাংলার মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ দাবির বিরুদ্ধে প্রথম জোরালো বক্তব্য রাখেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ এপ্রিল সোহরাওয়ার্দী একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, আমি সব সময়েই এই অভিমত পোষণ করি যে, বাংলাদেশ বিভক্ত করা যায় না। আমি এক যুক্ত ও বৃহৎ বাংলাদেশ গঠনের পক্ষপাতী। যদি বাংলাদেশ বিভক্ত করা হয় তাহলে তা সমগ্র বাঙালীর আত্মহত্যার সমতুল্য হবে। সোহরাওয়ার্দী বলেন : "I have always held the view that Bengal cannot be partitioned. I am in favour of a united and greater Bengal."[১১] পুনরায় ২৭ এপ্রিল নয়া দিল্লিতে প্রেস কনফারেন্সে সোহরাওয়ার্দী এক ঐক্যবদ্ধ, অবিভক্ত ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের জন্য সকলের নিকট আবেদন করেন। তিনি একথাও বলেন, বাংলাদেশ বিভাগের দাবি এই প্রদেশের এক শ্রেণীর হিন্দুদের হতাশা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তিনি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যদি বাংলাদেশ ঐক্যবদ্ধ থাকে তাহলে বাংলাদেশ একটি মহান্ দেশে পরিণত হবে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী হবে। এখানকার অধিবাসীদের এক উন্নত জীবনযাত্রার অধিকারী করতে সক্ষম হবে। একটি মহান্ জাতি সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। যেভাবে সোহরাওয়ার্দীর বক্তব্য প্রকাশিত হয় তা এখানে উদ্ধৃত করা হল : "Partition", he said, "would be suicidal even from the Hindus' point of view." Referring to the Bengal of the future, he said that it will "be a great country, the richest and the most prosperous

in India, capable of giving its people a high standard of living, where a great people will be able to rise to the fullest height of their stature, a land that will be truly plentiful."[১২]

সোহরাওয়ার্দী বলেন, একসঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনা করে এই নতুন বাংলাদেশের জন্য এমন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে যা এখানকার সকল সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের সন্তুষ্ট করবে এবং বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করবে। তিনি একথাও বলেন, যদি হিন্দু নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ-অবিভক্ত-সার্বভৌম বাংলাদেশকে কেবলমাত্র নীতিগতভাবে গ্রহণ করেন তাহলে তিনি হিন্দুদের ইচ্ছাকে রূপায়িত করার জন্য অনেক দূর পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত আছেন। সোহরাওয়ার্দীর ভাষায় : "Surely some method of Government can be evolved by all of us sitting together which will satisfy all sections of the people and revivify the splendour and glory that was Bengal....I would go very very far indeed to meet the wishes of the Hindus in Bengal, if they would only accept the principle of a sovereign, undivided Bengal."[১৩] তাঁকে প্রেসের প্রতিনিধিরা কয়েকটি প্রশ্ন করেন, যথা—(ক) তিনি সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের বিষয়টির মীমাংসা করার জন্য কোন রেফারেণ্ডাম গ্রহণ করতে রাজী আছেন কি না? (খ) এই স্বাধীন বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবে কিনা? (গ) তিনি ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্রে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা (joint electorates) গ্রহণ করবেন কিনা? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে সোহরাওয়ার্দী বলেন, এই প্রস্তাব সম্পর্কে রেফারেণ্ডাম গ্রহণ করা আত্মহত্যাতুল্য হবে। শেষের দুটো প্রশ্ন সম্পর্কে তিনি কোনই মতামত ব্যক্ত করেন নি। তিনি শুধু বলেন, দেখা যাক স্বাধীন বাংলাদেশ কিভাবে কাজ করে। স্বাধীন বাংলাদেশ নিজেই তার শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে।[১৪]

প্রেসের প্রতিনিধিরা সোহরাওয়ার্দীকে জিজ্ঞেস করেন, এই স্বাধীন বাংলাদেশের পরিকল্পনা জিন্নার আশীর্বাদ ও মুসলিম লীগ হাই কমাণ্ডের তাঁর অন্যান্য সহযোগীদের সমর্থন লাভ করেছে কিনা ? এই প্রশ্নেরও কোন সুস্পষ্ট উত্তর না দিয়ে সোহরাওয়ার্দী শুধু বলেন, আমি নিজের পক্ষ থেকেই বলছি। আমি বাংলাদেশের পক্ষ থেকেই বলছি। আমি বিভক্ত ভারতে এক স্বাধীন, অবিভক্ত ও সার্বভৌম বাংলাদেশের চিত্র কল্পনা করেছি। সোহরাওয়ার্দী উত্তর দেন: "I speak for myself. I speak for Bengal. I am visualising an independent, undivided, sovereign Bengal in a divided India."[১৫]

সোহরাওয়ার্দীকে প্রশ্ন করা হয় যে, যদি বিভাগ অনিবার্য হয় তাহলে পূর্ববাংলা একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে পারবে কিনা ? তখন তিনি বলেন, নিশ্চয়ই টিকে থাকতে পারবে। অবশ্য তা নির্ভর করবে এই অঞ্চলের জনসাধারণ কতটা আত্মত্যাগ করতে পারবে তার ওপর। যদি পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা (আসামের যে অংশ তারা পাবেন তা সহ) প্রয়োজনীয় আত্মত্যাগ করতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহলে পূর্ববঙ্গ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অবস্থান করতে পারবে। সোহরাওয়ার্দী বলেন: "It depends upon what sacrifices the people are prepared to undergo. The people of East Bengal and whatever they might get of Assam can if they were willing to make the necessary sacrifices exist as an independent state."[১৬]

সোহরাওয়ার্দী বলেন, যাঁরা বাংলাদেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করেন তাঁদের কাছে বাংলাদেশ বিভাগের আন্দোলন বেদনাদায়ক মনে হচ্ছে। এক হতাশা ও অধৈর্য থেকে কতিপয় হিন্দু নেতা এই দাবি তুলেছেন। তাঁরা বলেন, হিন্দুরা সংখ্যা, অর্থ, যোগ্যতা ও শিক্ষা অনুযায়ী বাংলার মন্ত্রীসভায় তাঁদের যোগ্য আসন পান না। কিন্তু তাঁরা একথা বুঝতে পারেন না যে, বাংলার বর্তমান অবস্থা

ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তিনি আশা রাখেন, তাঁর কল্পিত বাংলাদেশে তা কখনই প্রযোজ্য হবে না। বর্তমানে ভারতবর্ষে আমরা এমন এক সংগ্রামে লিপ্ত যেখানে সর্বভারতীয় গুরুত্ব আছে এমন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন গ্রুপ প্রতিদ্বন্দ্বীতায় লিপ্ত। প্রতিটি গ্রুপই নিজের অভিমত অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। তাদের বিতর্ক সমস্ত প্রদেশের রাজনীতিকে প্রভাবান্বিত করছে এবং সমস্যা সমূহকে সামগ্রিকভাবে দেখা হচ্ছে। অথচ প্রতিটি প্রদেশ যখন নিজের দিকে দৃষ্টি দেবে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না হলেও কার্যকরী স্বাধীনতা অর্জন করবে তখন তারা এক সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থা দেখতে পাবে। এই অবস্থায় বাংলাদেশের জনসাধারণও পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হবে। সোহরাওয়ার্দী বলেন : "This frustration is largely the result of a failure to realize that present conditions in Bengal, which is linked to India, are not applicable, to an independent sovereign state as I hope Bengal will be. To day we are in the midst of a struggle in India between contending factions of all-India importance, each intent on enforcing its views on the other and neither willing to give way except at a price which the other is not prepared to pay. Their disputes profoundly affect the politics of all the provinces and the problems are being treated as a whole. An entirely different state of circumstances will arise when each province will have to look after itself and when each province is sure to get practical, if not total independence, and the people of Bengal will have to rely upon each other.

"It is unbelievable that under such a set of circumstances there can exist a Ministry in Bengal

which will not be composed of all the important elements in its society or which can be a communal party Ministry, or where the various sections will not be better represented than they are now."[১৭]

একথা অবিশ্বাস্য মনে হবে যে, এই পরিবর্তিত অবস্থায় বাংলাদেশে এমন এক মন্ত্রীসভা অবস্থান করতে পারে যেখানে সমাজের সকল অংশের ভূমিকা থাকবে না, অথবা যা শুধু সাম্প্রদায়িক দলের মন্ত্রীসভা হবে, অথবা যেখানে বর্তমানের চেয়ে আরও ভালোভাবে বিভিন্ন অংশের লোকেরা প্রতিনিধিত্ব করবে না। আমি মনে করি না, মুসলমানদের সংখ্যা কিছুটা বেশী থাকায় তাঁরা যদি মন্ত্রীসভায় সামান্য সংখ্যাগুরু হন তাহলে হিন্দুদের বিশেষ আপত্তির কারণ হবে। কারণ ইতিপূর্বেও এই অবস্থা সকলে মেনে নেন। কেউ কি একথা ভাবতে পারেন যে, পরিবর্তিত পরিবেশে মুসলমানেরা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করতে পারেন? অনেকগুলো কারণেই তা অসম্ভব: হিন্দুদের নিজস্ব শক্তি যে কোন শাসনব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিতে পারে। শাসনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁরা অধিষ্ঠিত আছেন। সরকারী চাকরিতে তাঁরাই সংখ্যাগুরু। সেক্রেটারিয়েটের শাসনব্যবস্থা তাঁদেরই কব্জায় আছে। স্বভাবতই হিন্দু অফিসারের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। উপরন্তু, বাংলাদেশের সীমান্তেও দুই কোটি হিন্দু থেকে যাবেন। তাঁরা সব সময়ে সমধর্মীদের অধিকার বজায় রাখতে তৎপর থাকবেন। এই অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে হিন্দুদের প্রতি অবিচার করা সম্ভব নয়। সোহরাওয়ার্দী বলেন: "I do not think that the fact that the Muslims will have a slight preponderance in the Ministry by virtue of their slender majority will be grudged by the Hindus as indeed this has hitherto been accepted by all as inherent in the nature of things in Bengal. Does any one seriously conceive

that it is possible under such a set of circumstances to visualize that one section of the people, say the Muslims, can tyranize over the majority, namely the Hindus in Bengal ?

"There are several factors which make such a thing impossible and unbelievable. There is the internal strength of the Hindus themselvs, their internal strength which can paralyse any unfair Administration. They occupy the most important places in the Administration. They are a majority in the services. The Administration in the Secretariat is in their hands. The most important and the experienced officers of the Government are Hindus. It is just ridiculous to think that their position and influence can be ignored

"Over and above this Bengal will have 20,000,000 Hindus on its frontiers who will certainly make it their cause to see that their co-religionists have a fair deal in the province. It will just be fatuous and suicidally fatuous for any Muslim Government to give an unfair deal to the Hindus of Bengal."[১৮]

সোহরাওয়ার্দী বলেন, অভিযোগ করা হয় বাংলার বর্তমান সরকার হিন্দুদের প্রতি অবিচার করছে। কিন্তু এই নিন্দাবাদ অনেকটা কল্পিত অভিযোগ ভিত্তি করেই করা হয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশ বিভাগের দাবি বাংলাদেশের বৃহৎ সংখ্যক হিন্দুদের দাবি নয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে যোগাযোগ এতই নিবিড় যে, তাঁরা এই সম্পর্ক ছিন্ন করতে সম্মত নন। এই বিভাগ তখনই করা সম্ভব যদি মুসলমান, হিন্দু, তপশীলী সম্প্রদায় ও অন্যান্য

অংশের লোকেরা তা চান। তাছাড়া অর্থনৈতিক সংহতি ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জন্যও একটি কার্যকরী রাষ্ট্র গঠন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের এই বিশেষ পরিস্থিতি মুসলমান কর্তৃক ভারত বিভাগের দাবি থেকে বাংলাদেশের সমস্যা যে স্বতন্ত্র তা উল্লেখ করছে। সোহরাওয়ার্দী মন্তব্য করেন: "I have read most fervid fulminations against the Government of Bengal on its alleged treatment of the Hindu population. These denunciations have been built on the most slender and imaginary foundations. I by no means admit that the demand for the partition of Bengal is the demand of the majority of the Hindus even of West Bengal, let alone of the majority of the Hindus of Bengal. The ties and culture of the Hindus of every part of Bengal are so much the same that it is not open to the Hindus of one part of Bengal to sever those ties in the hopes of grasping power.

"Indeed by the same analogy the wishes of all the peoples of Bengal, Muslims, Hindus and Scheduled Castes and others ought to be ascertained on the question of the partition of Bengal, which can only be undertaken if there is a substantial majority in its favour. It is these fundamental factors peculiar to Bengal which differentiate the question of partition of Bengal from the Muslim demand for the division of India, apart from such factors as economic integrity, mutual reliance and the neccessity of creating a strong workable state.[১৯]

সোহরাওয়ার্দী বলেন, বাংলাদেশ বিভাগের জন্য হিন্দু মহাসভাই

বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়ে আন্দোলন শুরু করে। তাদের উদ্দেশ্য হল বর্তমান মন্ত্রীসভাকে বাতিল করা, ৯৩ ধারা প্রয়োগ করা, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে পৃথকভাবে মন্ত্রীসভা গঠন করা। এইভাবে হিন্দু মহাসভা হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করতে তৎপর হয়েছে এবং কংগ্রেসের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করতে চেষ্টা করছে।[২০] অবশ্য গত নির্বাচনে একথা প্রমাণিত হয়েছে, কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভা কেউ তপশীলী সম্প্রদায়ের মুখপাত্র নয়। তাঁদের পক্ষ থেকে কথা বলার অধিকারী হল সিডিউলড কাস্ট ফেডারেশন।[২১] তাছাড়া বাংলাদেশ বিভাগের দাবি উচ্চবর্ণ হিন্দুদেরও সকলের দাবি নয়। তাঁদের মধ্যে এমনও অনেকে আছেন যাঁরা কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভার সমর্থক নন। স্বভাবতই তাঁরা সাধারণ মানুষের উপযোগী শাসনব্যবস্থাতেই বেশী খুশী হবেন। অন্যদিকে কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভার শক্তির উৎস হল সুবিধাভোগী শ্রেণীসমূহ। সুতরাং বাংলাদেশ বিভাগের দাবি হিন্দু-সমাজের সার্বজনীন দাবি নয়।[২২]

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী উল্লেখ করে সোহরাওয়ার্দী বলেন, এখানে এমন একটা থানা পাওয়া কষ্টকর হবে যেখানে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অবনত অংশ সহ সংখ্যাগুরু জনসমষ্টি। মুসলমানেরা অভিযোগ করেন, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী মুসলমানদের প্রতি মোটেই সুবিচার করেনি, হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছে। হিন্দুমহাসভা প্রচার করে, ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে জনসংখ্যার গুরুত্ব যথেষ্ট হবে। সুতরাং আদমসুমারীতে হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হতে হবে। এইসব কথা উল্লেখ করে সোহরাওয়ার্দী বলেন, হিন্দু অর্থনীতিবিদেরা ও পর্যবেক্ষকেরা যতই বলুক না কেন যে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা একটি ক্ষয়িষ্ণু জাতি, আর অন্যদিকে মুসলমানেরা পৌরুষপূর্ণ ও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনশীল, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের সংখ্যা অনুযায়ী উভয় সম্প্রদায়ের আনুপাতিক হার প্রায় একই রকম আছে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে এক বৃহৎ সংখ্যক হিন্দু ও হিন্দু সমাজের অনির্ধারিত গ্রুপসমূহ তাদের বর্ণ (caste) উল্লেখ

করতে অস্বীকার করে। এই সময়ে তপশীলী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার চালানো হয় যে, তাঁরা যেন নিজেদের বর্ণ উল্লেখ না করে কেবলমাত্র হিন্দু হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেন। সম্ভবত এই কারণেই যাঁরা নিজেদের বর্ণ উল্লেখ করেন নি তাঁদের মধ্যে অনেকেই তপশীলী সম্প্রদায়ের ছিলেন।[২৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, বর্ধমান জেলার বর্ণ-হিন্দুদের হার হল ৩২·৩৬ এবং অ-প্রেরিত (Non-returned Hindus) হিন্দুদের হার ১৮·৬। এই আনুপাতিক হার এই জেলার প্রতিটি মহকুমাতেই দেখা যায়। বীরভূম জেলার বর্ণ-হিন্দুদের হার হল ২৯·০৪ এবং অ-প্রেরিত হিন্দুদের হার ৯·৭১। এই আনুপাতিক হার এই জেলার তুটো মহকুমাতেই ছিল।[২৪]

তিনি বলেন, ধরে নেওয়া যাক সকল স্তরের হিন্দুরাই বা লাদেশ বিভাগের পক্ষে আছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, বর্তমান শাসনব্যবস্থায় হিন্দুদের সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষা কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তাঁরা কিভাবে চিন্তা করেন যে ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশে তাঁরা নির্যাতিত হবেন, আর তা থেকে উদ্ধারের একমাত্র পথ হল পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র অঞ্চল নিয়ে পৃথক রাজ্য গঠন করা যেখানে তাঁদের জীবন ও সংস্কৃতি রক্ষা করা যাবে ও তার সমৃদ্ধি ঘটবে? এইসব কথা উল্লেখ করে সোহরাওয়ার্দী বাঙালী হিন্দুদের পৃথক বাসভূমি গঠনের দাবিটি বিশ্লেষণ করে দেখান, হিন্দুদের দিক থেকে ভাবলেও দেখা যাবে এই দাবি তাঁদের পক্ষে আত্মহত্যাকর হবে।[২৫]

'তবুও যদি দেখা যায় (যা সোহরাওয়ার্দী সম্ভবপর মনে করেন না), ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ধীরে ধীরে মুসলমানদের হাতে চলে গেছে এবং তাঁরা হিন্দুদের ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর, তাহলেও কি এই নীতি কার্যকরী করা সম্ভব? মোটেই নয়। কারণ এই মনোভাব মুসলমানদের বাধা দেবার জন্য হিন্দুদের সজ্ঘবদ্ধ করবে। তাছাড়া সরকারকে তো তার কর্মচারীদের সাহায্যেই এই নীতি প্রয়োগ করতে হবে, আর তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই হল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত।[২৬] উপরন্তু শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিভিন্ন পেশা

ইত্যাদিও হিন্দুদের হাতে রয়েছে। হিন্দু যুবকেরা অনেক সচেতন ও অগ্রসর। তাঁরা জানেন, কিভাবে তাঁদের অধিকার বজায় রাখতে ও দাবি আদায় করতে হয়। তাই বর্তমানে হিন্দুরা বাংলাদেশ বিভাগের জন্য যে মনোভাব প্রদর্শন করছেন তা তাঁদের অস্থিরতা ও হতাশা থেকেই উদ্ভূত। এই দাবি কেবলমাত্র দূরদৃষ্টির অভাবই সূচিত করে না, এই দাবি তাঁদের পরাজিত মনের এক করুণ স্বীকৃতিও বটে। বাংলাদেশের মহান্ হিন্দু সম্প্রদায় থেকে এই মনোভাব মোটেই আশা করা যায় না।[২৭]

সোহরাওয়ার্দী বলেন, হামেশাই উল্লেখ করা হয় যে, স্বাধীন বাংলাদেশে হিন্দুদের পরিণতি কি হবে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল নোয়াখালি। কিন্তু সোহরাওয়াদী বলেন, বর্তমানের অবস্থা থেকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হাস্যকর হবে। তাছাড়া নোয়াখালি ও ঐ অঞ্চলের ঘটনাবলীকে কি আদর্শ নমুনা এবং ভবিষ্যতের আভাস বলে বিবেচনা করা যায়? এমন জেলাও রয়েছে যেখানে মুসলমানেরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও শান্তি বজায় রয়েছে এবং হিন্দুরা পূর্বের মতই তাঁদের প্রভাব ও সুযোগ বজায় রেখেছেন।[২৮]

সোহরাওয়ার্দী বলেন, বলা হয় বর্তমান সরকার চাকরি, শিক্ষা ও ব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সব সুযোগ-সুবিধাই মুসলমানদের দিচ্ছে। খুবই দুঃখের কথা, সরকারের এই কাজ সমালোচিত হচ্ছে। বর্তমানে যে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শন করা হচ্ছে তা প্রধানত যুদ্ধের ফলেই উদ্ভূত হয়েছে এবং তা শীঘ্রই বিলীন হবে। এর প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন নেই কারণ, এই উৎসাহ দান করে দরিদ্র ও হীন মুসলমানদের প্রতি কিছুটা ন্যায় বিচার করার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। সোহরাওয়ার্দী বলেন : "It is said that this Government is handing out patronage to Muslims in the way of posts, educational facilities and business. It is a pity that this is considered to be a cause for grievance. It is indeed a pity because the patronage

(mostly born of the war and shortly to disappear) is of pitiful dimensions, hardly worth noticing and is merely an attempt to do some justice to the Muslims after their relegation to the position of hewers of wood and drawers of water."[২৯]

প্রসঙ্গত সোহরাওয়ার্দী জিন্নার কথাও উল্লেখ করেন। জিন্না প্রায়ই বলেন, কোন সরকারই সংখ্যালঘুদের সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারে না। সোহরাওয়ার্দীর মতে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই জিন্নার এই বাণী বিশেষভাবে প্রযোজ্য।[৩০]

সোহরাওয়ার্দী বলেন, যদি আমরা বাংলাদেশকে অবিভক্ত রাখি, যদি এই প্রদেশকে মহান্ করার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকি, তাহলে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি অনুযায়ী মানভূম, সিংহভূম, পূর্ণিয়া জেলার ওপর আমাদের দাবি এবং সমগ্র আসাম না হলেও (তাদের সম্মতি সহ) সুরমা উপত্যকার ওপর আমাদের অধিকার স্থাপন করা সম্ভব হবে। অবশ্য বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধের অবসানে যখন পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা গড়ে উঠবে তখনই এই উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভব। আর তার ফলে বৃহৎ বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে।[৩১]

সোহরাওয়ার্দী বলেন, আমি যে স্বাধীন বাংলাদেশের কল্পনা করেছি তা ভারতের কোন অঞ্চলের অংশ হিসেবে থাকবে না। একবার এই ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তার ভবিষ্যৎ তার ওপরই নির্ভর করবে। আমি কখনই ভুলতে পারি না বাংলাদেশের পঞ্চাশের মন্বন্তরের (১৯৪৩ খ্রীঃ) ভয়াবহ রূপ উপলব্ধি করতে ভারত সরকারের কত বিলম্ব হয়েছিল, কিভাবে বাংলার বিশেষ প্রয়োজনে প্রতিবেশী বিহার প্রদেশ খাদ্যশস্য পাঠাতে অস্বীকার করে, কিভাবে ভারতের প্রতিটি প্রদেশ তাদের দুয়ার বন্ধ করে দেয় এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য

থেকে বাংলাকে বঞ্চিত করে, কিভাবে ভারতীয় কাউন্সিলে বাংলাকে এক অবহেলিত স্থানে রাখা হয়েছে, আর অন্যান্য প্রদেশের প্রভাব অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে।[৩২]

সুতরাং বাংলাকে যদি মহান্ করতে হয় তাহলে তাকে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে হবে এবং সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তার অফুরন্ত সম্পদ ও ভাগ্যের বিধাতা তাকে হতে হবে। অন্যান্যদের দ্বারা বাংলাকে শোষণ বন্ধ করতে হবে এবং বাংলা আর বাদ বাকী ভারতের স্বার্থে নিজের বেদনাকে বাড়াবে না। অচিরে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে বিরোধের সূত্রপাত হবে। এই অঞ্চল বিদেশীদের প্রভূত অর্থ-সম্পদ দিয়ে তৈরি হয়েছে। বাংলার মাটির সঙ্গে সংযোগবিহীন, অর্থ-উপার্জনের আশায় অন্য প্রদেশ থেকে আগত বহুসংখ্যক লোকেরা এখানে বসবাস করছে। একেই অন্যদিক থেকে শোষণ বলা চলে। এই অবস্থায় বাংলাদেশ বিভাগের দাবি ভয়ানক ক্ষতিকারক হবে। তাই সোহরাওয়ার্দী এই আন্দোলন পরিহার করতে বলেন এবং একসঙ্গে বসে সবাই মিলে বাংলাদেশে সরকার পরিচালনার জন্য উপায় নির্ধারণ করতে অনুরোধ করেন। স্বাধীন বাংলার পক্ষে সোহরাওয়ার্দী যে ভাষায় তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন তা লক্ষণীয় : "I have visualized Bengal all along, therefore, as an independent state and not part of any union of India. Once such states are formed, their future rests with them. I shall never forget how long it took for the Government of India to realize famine conditions in Bengal in the year 1943, how in Bengal's dire need it was denied food-grains by the neighbouring province of Bihar, how since then every single province of India has closed its doors and deprived Bengal of its normal necessities how in the Councils of India Bengal is relegated

to an undignified corner while other provinces wield undue influence.

"No, if Bengal is to be great, it can only be so if it stands on its own legs and all combine to make it great. It must be master of its own resources and riches and its own destiny. It must cease to be exploited by others and shall not continue to suffer any longer for the benefit of the rest of India. So in the end the tussle will rage round Calcutta and its environments, built up largely by the resources of foreigners, inhabited largely by people from other provinces who have no roots in the soil and who have come here to earn their livelihood, designated in another context as exploitation Alas, if this is the main objective, as my figures would demonstrate, then no claim for the partition of Bengal can remain static, and a cause for enmity and future strife would have been brought into being of which we can see no end. To those, therefore, of the Hindus who talk so lightly of the partition of Bengal, I make an appeal to drop the movement so fraught with unending mischief. Surely some method of Government can be evolved by all of us sitting together which will satisfy all sections of the people and revive the splendour and glory that was Bengal."[৩৩]

স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের জন্য সোহরাওয়ার্দী বারে বারে আবেদন করেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল, মে ও জুন মাসে তিনি এই ধরনের

কয়েকটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। ৭ মে একটি বিবৃতিতে তিনি বলেন, যদি বাংলাদেশ বিভক্ত হয় তাহলে ভারতের অন্য প্রদেশের লোকেরা নিজেদের স্বার্থে এই অঞ্চল শোষণ করতে পারবে।[৩৪] ১ মে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি বিবৃতিতে সোহরাওয়ার্দীর বক্তব্যের সমালোচনা করেন এবং বাংলাদেশ বিভাগের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। সোহরাওয়ার্দী তার উত্তর দেন। সোহরাওয়ার্দী বলেন, বাংলাকে কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করার আগ্রহ এই বিশ্বাস থেকেই হয়েছে যে, যদি বাংলাদেশ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়, যে কেন্দ্রে প্রধানতঃ হিন্দু আধিপত্য থাকবে, তাহলে বাংলার হিন্দুদের জীবন, স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি রক্ষা পাবে, নতুবা ঐক্যবদ্ধ বাংলায় তা বিনষ্ট হবে। তিনি প্রশ্ন করেন, একি পরাজয়ের তত্ত্ব নয় এবং অস্থিরতাপ্রসূত ভয়ানক নৈতিক দুর্বলতা নয় যে, বাংলার হিন্দুদের শিথিল কেন্দ্রের সাহায্যপ্রার্থী হতে হবে? আমি দেখতে পাচ্ছি, বাংলার কতিপয় হিন্দু নেতা ভারতের হিন্দুদের চাপের নিকট আত্মসমর্পণ করছেন এবং তাঁদের খেলাই খেলছেন। যদিও তাঁরা জানেন, বাংলা বিভাগের অর্থ হল হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সর্বনাশ করা। তা সত্ত্বেও তাঁরা ভারতের অন্য অঞ্চলের হিন্দু নেতাদের চাপে এই দাবি আঁকড়ে রয়েছেন। অথচ ঐসব নেতারা বাংলাকে তাঁদের খেলার বড়ে হিসেবেই ব্যবহার করতে চান শুধু, বাংলার জনসাধারণের কি হবে তা নিয়ে তাঁদের কোন মাথা ব্যথা নেই। ৭ মে সোহরাওয়ার্দী পুনরায় বলেন: "Bengal divided will mean a Bengal prey to the people of other parts of India, waiting to be exploited for their benefit. The desire that the Bengal State should be linked to the Centre seems to have been prompted by the belief that, if it is linked to the Centre, which will be predominantly Hindu, the life and liberty and culture of the Hindus of Bengal will be saved, otherwise they will perish in a united

Bengal. Is this not a doctrine of defeatism and a confession of a terrible moral weakness, that the Hindus of Bengal should stand in need of protection from a loose Centre ?

"Once more I find that some Hindu leaders of Bengal are succumbing to the pressure of the Hindus of India and are playing their game ; that the Hindu leaders, although they know full well that partition of Bengal means the doom of Hindus and Muslims alike, have subscribed to this partition under pressure from Hindu leaders of other parts of India who want to use Bengal as a pawn in their game and who do not care what happens to the people of Bengal."[৩৫]

(খ) শরৎচন্দ্র বসুর প্রস্তাব—শরৎচন্দ্র বসু ভারত ও বাংলাদেশ বিভাগের বিরোধী ছিলেন। তাই কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য দেখা দেয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেণ্ট্রাল এসেম্বলীতে নির্বাচিত হন এবং সেখানে কংগ্রেস দলের নেতাও মনোনীত হন। পরবর্তীকালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে মন্ত্রীত্বের পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন। নভেম্বর মাসে তিনি সরকার ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করে সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান পার্টি গঠন করেন। তিনি ছিলেন এই পার্টির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি।[৩৬] কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসার পরে তিনি খুবই সুস্পষ্টভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। যখন তিনি অনুভব করেন, ভারত বিভাগ কিছুতেই রোধ করা যাবে না, তখন তিনি বাংলাদেশ ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকে শরৎচন্দ্র বসু বাংলাদেশে

সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক গঠনের পরিকল্পনা ঘোষণা করে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে ও এই দাবির সমর্থনে জনমত গঠনে উদ্যোগী হন। পাঞ্জাব সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব গৃহীত হবার পরে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারী শরৎচন্দ্র বসু যে বিবৃতি দেন তাতেই তিনি পরিষ্কার করে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। এই প্রস্তাবে কংগ্রেস পাঞ্জাবকে মুসলিম ও অ-মুসলিম অঞ্চলে বিভক্ত করার কথা বলে। কংগ্রেস সভাপতি প্রেসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার সময়ে একথাও বলেন, এই প্রস্তাবে পাঞ্জাব সম্পর্কে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের নীতি কংগ্রেস গ্রহণ করায় শরৎচন্দ্র বসু তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি একথাও বলেন, এইভাবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তিনি পরিষ্কার করেই বলেন, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই জটিল সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সম্ভব।[৩৭]

তখন থেকেই শরৎচন্দ্র বসু বাংলাদেশে সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে হিন্দু ও মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘন ঘন বৈঠকে মিলিত হন। অবশ্য এই চিন্তা শরৎচন্দ্র বসুর মাথায় হঠাৎ আসেনি। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারী যখন তিনি কারাগারে বন্দী ছিলেন তখন তিনি সুস্পষ্টভাবে সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক গঠন করে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করেন। ঐ তারিখে শরৎচন্দ্র বসু লেখেন : ভারতবর্ষ হবে কতগুলো সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক নিয়ে গঠিত ইউনিয়ন। এখানে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সম্মিলন ঘটবে। তার মধ্য দিয়ে এমন একটা মনোভাব গড়ে উঠবে যার ফলে দেশের সীমান্ত, জাতি ও শ্রেণী সম্পর্কে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ধারণা লোপ পাবে। শরৎচন্দ্র বসু লেখেন : I picture my country as a union of socialist republics—an immense melting-pot in which the characters of all the races and nationalities comprised in it will be

mixed and out of which a new worldism will arise which will recognize no frontiers, no races and no classes."[৩৮]

শরৎচন্দ্র বসু বলেন, আমি সব সময়েই এই ধারণা পোষণ করি ভারতবর্ষ হবে স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা সম্পন্ন সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক সমূহের ইউনিয়ন। যদি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলোকে ভাষা-ভিত্তিক পুনর্গঠিত করা হয় এবং সেই সব প্রদেশসমূহকে স্বায়ত্তশাসিত সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকে রূপান্তরিত করা হয়, তবে তারা স্বেচ্ছায়, সানন্দে পরস্পরের সহযোগিতায় মিলিত হয়ে এক ভারতীয় ইউনিয়ন গঠন করবে। এই ভারতীয় ইউনিয়ন ভারতীয় চিন্তার প্রতীক হবে ও ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত ইউনিয়ন হবে। আমি এই ধরণের ইউনিয়ন গঠনের পক্ষপাতী। ব্রিটিশ চিন্তার ও ব্রিটিশ সৃষ্ট ভারতীয় ইউনিয়নের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই। তিনি বলেন: "I have always held the view that India must be a union of autonomous socialist republics and I believe that if the different provinces are redistributed on a linguistic basis and what are called provinces are converted into autonomous socialist republics, those socialist republics will gladly cooperate with one another in forming an Indian Union. It would be an Indian Union of Indian conception and Indian making. I look forward to that union and not to a union of British conception and British making."[৩৯]

শরৎচন্দ্র বসু বলেন, বাংলাদেশের কয়েকজন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার ফলেই বর্তমানের প্রস্তাবসমূহ উদ্ভূত হয়। আমি দৃঢ়ভাবে কয়েকবার এই অভিমত ব্যক্ত করেছি, পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন করা ও দেশভাগে সম্মত হওয়া ভারতের স্বাধীনতার ও সামাজিক অগ্রগতির পথে মস্ত

বড় অন্তরায় হবে। তার ফলে বিভক্ত প্রদেশসমূহ সাম্রাজ্যবাদীদের, সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ও প্রতিক্রিয়াশীলদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র হবে। তা ভাষাগত সংহতি বিনষ্ট করবে এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধ প্রকট করে তুলবে। সমগ্র দেশ যুদ্ধমান সাম্প্রদায়িক শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং পাকিস্তানের ও দেশ ভাগের চিন্তা পরিহার করে আমরা কিভাবে পরস্পর মিলিত হয়ে জনপ্রিয় সরকার গঠন করতে পারি, আর যে সরকার বিশেষ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা চিন্তা না করে সকলের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে পারে, তার প্রতি যত্নবান হওয়া একান্ত কর্তব্য।

শরৎচন্দ্র বসু বলেন, যদি ভাষাগত ভিত্তিতে সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক গঠন করা যায় এবং সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক সমূহ নিয়ে যদি একটি কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন তৈরি করা যায়, তাহলে বর্তমানে ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িক বিবাদ চলছে তার সমাধান সম্ভবপর হবে। শরৎচন্দ্র বসুর ভাষায়: "Since then I have had opportunities of discussing my ideas with several Congress and Muslim League leaders in Bengal as a result of which concrete proposals have emerged.... Notwithstanding all that has been said, and is being said, I hold firmly to the opinion which I have expressed more than once that conceding Pakistan and supporting partition would be suicidal to the cause of Indian independence and also the cause of social progress. It will make the partitioned provinces happy hunting grounds for imperialists, communalists and reactionaries. It will dissolve the existing linguistic bonds and, instead of resolving communal differences, will accentuate and aggravate them. Instead of thinking and talking of

Pakistan and partition and thereby bringing into existence armed communal camps we have to devise ways and means as to how to live and work together and how to form people's governments which will look not to communal interests but to common political, social and economic interests of the people.

"The real solution of the existing communal differences to my mind lies in the creation of socialist republics on a linguistic basis and in the establishment in this country of a Central Union of Socialist Republics."[৪০]

এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য এপ্রিল মাসে (১৯৪৭ খ্রীঃ) শরৎচন্দ্র বসু All Bengal Anti-Pakistan and Anti Partition Committee (সারা বাংলা পাকিস্তান-বিরোধী ও বঙ্গ ভঙ্গ-বিরোধী কমিটি) গঠন করেন। এই কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি নিজে। আর সেক্রেটারী ছিলেন কামিনীকুমার দত্ত, এম. এল. সি। এই কমিটি পাকিস্তান বিরোধী ও বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে।[৪১]

(গ) **আবুল হাশেমের ভূমিকা**—সোহরাওয়ার্দী ও শরৎচন্দ্র বসু যখন অবিভক্ত-স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের প্রস্তাব কার্যকরী করতে অগ্রসর হন তখন তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যাপারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী (তখন তিনি ছুটিতে ছিলেন) আবুল হাশেম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। আবুল হাশেম বাংলার মুসলিম লীগে 'প্রগতিশীল' অংশের মুখপাত্ররূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগ রাজনীতির একজন পুরোধা হলেও বাঙালী ঐতিহ্যের ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালী মুসলমানের যোগসূত্র ছিন্ন হোক তা তিনি কখনই কামনা করেন নি। স্বভাবতই

ভারত বিভাগের ও বাংলা বিভাগের প্রস্তাবসমূহ যে জটিলতার সৃষ্টি করে, বিশেষ করে বাঙালী জীবনে, তাতে তিনি খুবই বিচলিত হন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল আবুল হাশেম এক দীর্ঘ বিবৃতিতে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, এখন সময় এসেছে সত্য কথা বলার। সস্তায় জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য বিকৃত চিন্তার ও সুবিধাবাদী নেতৃত্বের নিকট আত্মসমর্পণ করা প্রজ্ঞার ব্যভিচার। কেবলমাত্র ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দেই বাংলাদেশ ভারতের চিন্তার ক্ষেত্রে নেতৃপদে আসীন ছিল এবং সাফল্যের সঙ্গে পরাক্রমশালী ব্রিটিশ শাসনকে বাধা দেয়। খুবই বেদনার কথা, আজিকার বাংলাদেশ বুদ্ধিতে দেউলিয়া হয়েছে এবং চিন্তার ও নেতৃত্বের জন্য ভিনদেশী নেতাদের দ্বারস্থ হয়েছে। আমি বিস্মিত হই এই ভেবে, যাঁদের মধ্য থেকে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসুর মত ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে, সেই বাংলার হিন্দুদের হল কি![৪২]

আবুল হাশেম বলেন, ভারতের বর্তমান বৈপ্লবিক চিন্তার উৎস হল বাংলাদেশ। প্রকৃত বিপ্লব কখনই ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে ইন্ধন যোগায় না, তা চিন্তায় ও মননে বিপ্লব ঘটায়। বাংলাকে তার হীনমন্যতাবোধ ও পরাজিতের মনোভাব পরিত্যাগ করতে হবে। বাংলাকে পুনরায় তার অতীত ঐতিহ্যে ফিরে যেতে হবে, তার প্রতিভার স্ফুরণ ঘটাতে হবে এবং নিজ ভাগ্যকে তৈরি করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ চিন্তায় ভাবাবেগের কোনই স্থান নেই। সাময়িক পাগলামিকে কোন মতেই ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারণ করতে দেওয়া যায় না।[৪৩]

আবুল হাশেম বলেন, বর্তমানে বাংলা এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যেখানে একটি পথ স্বাধীনতা ও গৌরবের দিকে ধাবিত, আর একটি পথ স্থায়ী দাসত্ব ও অপমানের নির্দেশক। সুতরাং বাংলাকে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি বর্তমানে সুযোগ হারিয়ে যায়, তাহলে তা আর কখনই আসবে না। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে শতকরা একশত ভাগ বিদেশী মূলধন—ভারতীয় ও ইঙ্গ-মার্কিন—

নিয়োজিত আছে। আমাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সমাজতান্ত্রিক মনোভাব দেখে এইসব বিদেশী শোষকেরা শঙ্কিত। স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ বাংলায় তাদের অসুবিধা হবে, তা তারা সহজেই বুঝতে পারছে। এই বিদেশী মূলধনের স্বার্থ হল বাংলাকে বিভক্ত, দুর্বল ও অক্ষম রাখা যাতে কোন অংশই ভবিষ্যতে তাদের বাধা না দিতে পারে। আবুল হাশেম বলেন : Cent per cent alien Capital, both Indian and Anglo-American, is invested in West Bengal. The growing socialistic tendencies amongst us have created fears of expropriation in the minds of our alien exploiters They have the prudence to visualise difficulties in a free and united Bengal. It is in the interest of alien capital that Bengal should be divided, crippled and incapacitated so that neither part thereof may have strength enough to resist it in future."[৪৪]

বাংলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে আবুল হাশেম সিদ্ধান্ত করেন, এই দাঙ্গা বাধাচ্ছে বিদেশী কায়েমী সার্থবাদীরা ও তাদের ভারতীয় মিত্ররা। দেখা যায়, সাধারণতঃ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ও দায়িত্বশীল দলের পক্ষে আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া খুবই কষ্টকর। কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রস্তুত অজস্র মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র ভারতে হিন্দু ও মুসলিম গুণ্ডাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তারাই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে বাংলা বিভাগের পরিবেশ তৈরি করেছে। আবুল হাশেমের ভাষায় : "From a study of the nature of the communal disturbances in Bengal, I am of opinion that these are being engineered and encouraged by foreign vested interests and their Indian allies."[৪৫]

আবুল হাশেম বলেন, বর্তমানে বাংলায় কোন প্রভাবশালী নেতৃত্ব

না থাকায় ইতর সুযোগ সন্ধানীরা দেশটাকে বিনাশ করে ফেলছে। এই অবস্থায় হিন্দু ও মুসলিম যুবকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া, বিজাতীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, বাংলার হৃত গৌরব উদ্ধার করা এবং ভারত ও পৃথিবীর মধ্যে বাংলাকে এক সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। অতীতের ঐতিহ্য ও বর্তমানের সংগ্রাম থেকে প্রেরণালাভ করে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য বাংলার যুবকদের চরিত্র গঠন করতে হবে। আবুল হাশেম আরও বলেন, হিন্দু ও মুসলমান তাঁদের নিজস্ব সত্তা বজায় রেখে, তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টায়, এখানকার জলবায়ুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একই সুন্দর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গড়ে তুলেছেন। আবুল হাশেম বলেন : "In the absence of outstanding leadership the country is being rack-rented by vulgar fortune-hunters. Youths of Bengal, both Hindus and Muslims, must unite, liberate their country from the shackles of extraneous influences and make a bid for regaining Bengal's lost prestige and an honourable place in the future comity of nations, both of India and the world. Let the youths of Bengal build their character from their past traditions and derive inspiration for their present struggle from the glories of the future.

"Hindus and Muslims of Bengal, preserving their respective entitles had, by their joint efforts, in perfect harmony with the nature and climatic influence of their soil, developed a wonderful common culture and tradition which compares favourably with the contribution of any nation of the world in the evolution of man.[৪৬]

আবুল হাশেম বলেন, ভারত বিভাগের সঙ্গে বাংলা বিভাগের

তুলনা চলে না। চিন্তার দৈন্য থেকেই একথা বলা হয় যে, পাকিস্তান দাবিকে ব্যাহত করার জন্যই বাংলা বিভাগের দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। আবুল হাশেম বলেন, এই দাবি লাহোর প্রস্তাবের প্রকৃত বিষয় ও তার তাৎপর্য সম্পর্কে মারাত্মক অজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত। মুসলিম ভারত তো কেবলমাত্র এই প্রস্তাবের প্রতিই আনুগত্য প্রদর্শন করে। এই প্রস্তাব কখনই এক অখণ্ড মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপনের কথা বলেনি অথবা বলপ্রয়োগ করে অন্য অঞ্চল নিয়ে কৃত্রিম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র গঠন করতে চায়নি, যে ধরনের ঘটনা প্যালেস্টাইনে ঘটেছে অথবা লোক বিনিময়ের মারফৎ তুর্কি ও গ্রীস দেশে হয়েছে। এই লাহোর প্রস্তাবে কেবলমাত্র যেসব প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের পূর্ণ সার্বভৌমত্ব দাবি করা হয় এবং কার্যত ভারতের সকল জাতির ও প্রদেশের পূর্ণ সার্বভৌমত্ব ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করা হয়। এই প্রস্তাবে বাংলা ও ভারতের অন্যান্য সাংস্কৃতিক ইউনিট-গুলোকে স্বেচ্ছায় ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুযোগসহ পূর্ণ সার্বভৌমত্ব দেওয়া হয়। আবুল হাশেম যেভাবে লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করেন তা এখানে উদ্ধৃত করা হল: "Partition of Bengal bears no analogy to the partition of India. The lamentable perversion in thinking which suggests that the movement for the partition of Bengal is a convenient counterblast to Pakistan arises out of a colossal ignorance of the contents and implications of the Lahore resolution, to which and which alone and not this or that interpretation thereof, Muslims of India owe allegiance. That resolution never contemplated the creation of any Akhand Muslim State or any artificial Muslim majority either by forcible importation of alien elements as is being done in Palestine or by any

mass transference of population as was done between Turkey and Greece.

"It merely demands complete sovereignty for those countries of India which are known to the world as Muslim majority countries, and by implication demands complete sovereignty and right of self-determination of all the nations and countries of India. It gives Bengal and other cultural units of India complete sovereignty while keeping open the possibility of creating an Indian international on a purely voluntary basis for the benefit of all."[৪৭]

আবুল হাশেম বলেন, পাকিস্তান প্রস্তাবে একথা কখনই বলা হয়নি যে, বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানেরাই শাসন করবে এবং অন্যান্যরা অধীনস্থ বাসিন্দা হিসেবে শাসিত হবে। বোম্বেতে গান্ধী-জিন্না আলোচনা ব্যর্থ হবার পরে কায়েদে আজম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, সার্বজনীন ভোটাধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমগ্র জনসাধারণের ইচ্ছা ও মত অনুযায়ীই মুক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রসমূহ (Free Pakistan States) শাসিত হবে।[৪৮]

আবুল হাশেম বলেন, মুক্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রেই হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ বিশেষভাবে আলাদা করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে না। মুসলিম সমাজ তাদের শরিয়ৎ অনুযায়ী ও হিন্দু সমাজ তাদের শাস্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হবে। এই অধিকারসমূহ একদিকে যেমন মুসলমানদের পাকিস্তানের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা মেটাবে, তেমনি হিন্দুদের নিজস্ব বিকাশের পক্ষে উপযোগী মাতৃভূমির চাহিদা মেটাবে। একথা ভাবাই যায় না যে, বাংলার হিন্দুরা সংখ্যায় প্রায় অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও মুক্ত বাংলায় শাসনতন্ত্রে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। বাংলায় কোন সম্প্রদায়ই অন্যের

ওপর আধিপত্য স্থাপন করার অবস্থাতে নেই। যদি বাংলার সম্পদ এখানকার অধিবাসীদের জন্য ব্যবহার করা যায়, তাহলে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই দীর্ঘকাল আনন্দে ও স্বচ্ছলতায় দিন কাটাতে পারবে। কিন্তু বিভক্ত বাংলায় সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গ বিদেশী ভারতীয় সাম্রাজ্য-বাদীদের উপনিবেশ হবে। বাংলার হিন্দুরা বিদেশী মূলধনওয়ালাদের দিনমজুরে পরিণত হবে। তিনি বলেন: "But in a divided Bengal, West Bengal is bound to be treated as a far-flung Province, possibly a colony, of an alien Indian imperialism. However high they may pitch their expectations on partition it is clear to me that the Hindus of Bengal shall be reduced to the status of daily wage-earners of an alien capitalism."[৪৯]

আবুল হাশেম বলেন, গত দশ বৎসর ধরে মুসলিম মন্ত্রীসভা বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র পরিচালনা করায় হিন্দুরা সন্দেহপ্রবণ হন। কিন্তু একথা বলা যায়, বাংলার মুসলিম লীগ অথবা সারা ভারত মুসলিম লীগ কখনই হিন্দুদের প্রকৃত প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। আইনসভার মুসলিম লীগ পার্টি সব সময়েই এই ধরনেব কোয়ালিশনের চেষ্টা করে। কিন্তু কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের হস্তক্ষেপের ফলে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সোহরাওয়ার্দী তাঁর মন্ত্রীসভা গঠনের পূর্বেও কংগ্রেসের সহযোগিতালাভের চেষ্টা করেন।[৫০]

আবুল হাশেম বলেন, আমার পরিষ্কার মনে আছে, কলকাতার ৪০ থিয়েটার রোডে নোয়াখালি যাত্রার প্রাক্কালে আলোচনার সময়ে মিঃ গান্ধী বলেন: আমার কোয়ালিশনের প্রতি কোনই আসক্তি নেই। আমি এক পার্টি শাসনে বিশ্বাসী। সুতরাং বাংলায় কোয়ালিশন করার জন্য চাপ দিতে চাই না। আবুল হাশেম একথাও বলেন, তখন বাংলাতেই কেবলমাত্র মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা ছিল। সুতরাং এখানে কোন কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা হলে তার প্রভাব সারা

ভারতে ছড়িয়ে পড়ত। তাই হিন্দু বাংলা সঙ্কটে পড়ে, যেমন অন্যত্র মুসলমানদের অবস্থা হয়। যদি বাংলার হিন্দু ও মুসলমান নিজেদের মধ্যে থাকতে পারেন এবং ভারতীয়দের ভীতিপ্রদর্শন থেকে মুক্ত থাকতে পারেন, তাহলে তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবেই তাঁদের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে পারেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলিম পার্লামেন্টারিয়ানদের নিজেদের স্বার্থ সব সময়েই তাস সাজানোর মত বাংলার মন্ত্রীসভার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তাঁরা কখনই ভালো বা মন্দ নীতি বা প্রোগ্রাম কোন বিষয়ের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। আবুল হাশেম বলেন : "Hindus and Muslims of Bengal left to themselves and freed from the menace cf Indianism can settle their affairs peacefully and happily. Unfortunately, the paramount interests of Muslim parliamentarians have always been shuffling and re-shuffling the Ministry, like a pack of cards. They could hardly concentrate on any policy and programme good, bad or indifferent."[৫১]

আবুল হাশেম বলেন, হিন্দুদের মনে মুসলিম মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে যে সন্দেহ ও বিরূপ মনোভাব দেখা দিয়েছে তা দূর করার দায়িত্ব মুসলমানদের ওপরই পড়েছে। তা কেবলমাত্র উপদেশ ও খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়ে দূর করা যাবে না, মুসলমানদের প্রকৃত কাজের দ্বারাই তা করা সম্ভব। বর্তমানের অস্থিরতা, বিকৃত চিন্তা এবং আত্মহানিকর প্রচেষ্টা সমাজ জীবনের ক্ষত থেকেই উদ্ভূত। এক ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমেই তার সমাধান সম্ভব, বাংলাদেশ বিভাগের দ্বারা নয়। আবুল হাশেমের ভাষায় : I am unfortunate inasmuch as I fail to set store by a Ministry under the Act of 1935. Since, reasonably or otherwise, there is a suspicion on the part of the Hindus against them, it is now up to Muslims to

clear the deck and convince them, not merely by sermons and Press statements but by actions that they do not mean to be unfair to them. The present unrest, perverse thinking, and suicidal moves constitute a disease of the social organism. Patriotism for the creation of a united and sovereign Bengal, having all the attributes of an independent country, is the remedy and not partition."[৫২]

পরিশেষে আবুল হাশেম বলেন: আজ চিত্তরঞ্জন দাশ আর নেই। তাঁর আত্মা আমাদের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠন করতে সাহায্য করুক। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রচারিত ফরমুলা ৫০ : ৫০ হার সম্পর্কে সর্বসম্মত হয়ে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সুযোগ ভোগ করুক। বাংলার অতীত ঐতিহ্যের ও গৌরবময় ভবিষ্যতের কথা উল্লেখ করে আবুল হাশেম পুনরায় বাংলার যুবকদের ঐক্যবদ্ধ হতে, সমস্ত রকমের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা থেকে মুক্ত হতে এবং আসন্ন বিপর্যয় থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে অনুরোধ করেন। তিনি এই কথা বলে তাঁর বিবৃতি সমাপ্ত করেন: "Mr. C. R. Das is dead. Let his spirit help us in moulding our glorious future. Let the Hindus and Muslims of Bengal agree to his formula of 50 : 50 enjoyment of political power and economic privileges. I again appeal to the youths of Bengal in the name of her past traditions and glorious future to unite, make a determined effort to dismiss all reactionary thinking and save Bengal from the impending calamity."[৫৩]

এইভাবে সোহরাওয়ার্দী, শরৎচন্দ্র বসু ও আবুল হাশেম বঙ্গ বিভাগ রদ করে একটি অবিভক্ত বঙ্গভূমি গঠনের কথা চিন্তা করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

অবিভক্ত-স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা ঘোষণা ও মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা—স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পরিকল্পনা যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। সোহরাওয়ার্দী জিন্নার সমর্থনলাভে সচেষ্ট হন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ এপ্রিল সোহরাওয়ার্দী ও মহম্মদ ইসমাইল খান নয়াদিল্লিতে জিন্নার সঙ্গে দেখা করেন। সম্ভবত তখন সোহরাওয়ার্দী বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর মতামত জিন্নাকে জানান।[৫৪] অবশ্য অবিভক্ত বাংলাদেশ গঠনের বিষয়টি মহাত্মা গান্ধীর কলকাতা আগমনের পর থেকেই ও তাঁর উপস্থিতিতে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ মে মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় আসেন এবং সোদপুরে খাদি আশ্রমে অবস্থান করেন। ঐদিন শরৎচন্দ্র বসু মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।[৫৫] ১০ মে আবুল হাশেম মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এই সাক্ষাৎকারের সময় শরৎচন্দ্র বসুও উপস্থিত ছিলেন। ১১ মে সোহরাওয়ার্দী রাজস্বমন্ত্রী ফজলুর রহমানকে নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশ বিভাগের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।[৫৬] পুনরায় ১২ মে সোহরাওয়ার্দী সোদপুরে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে এক ঘণ্টা আলোচনা করেন। এই আলোচনার সময়ে অর্থমন্ত্রী মহম্মদ আলি ও আবুল হাশেম উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে সোহরাওয়ার্দী, ফজলুর রহমান ও মুসলিম লীগের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে শরৎচন্দ্র বসুর বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র নিয়ে ঘন ঘন আলোচনা হয়। ১১ মে সোহরাওয়ার্দীর বাড়িতে সোহরাওয়ার্দী ও শরৎচন্দ্র বসুর মধ্যে যখন আলোচনা হয় তখন কংগ্রেস এসেম্বলি পার্টির নেতা কিরণশঙ্কর রায়, ফজলুর রহমান ও আবুল হাশেমও উপস্থিত ছিলেন। ১২ মে সোদপুরে সোহরাওয়ার্দী এই আলোচনার বিষয়বস্তু মহাত্মা গান্ধীকে বলেন। একই সময়ে শরৎচন্দ্র বসুর বাড়িতে রুদ্ধদ্বারকক্ষে শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশঙ্কর রায় এই বিষয় নিয়ে

আলোচনা করেন। এই নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত করেন, দিল্লিতে গিয়ে কংগ্রেস ও লীগ হাইকমাণ্ডের নিকট এই আলোচনার ফলাফল ব্যক্ত করবেন।[৫৭]

এই আলোচনায় মহাত্মা গান্ধী এক বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। যেহেতু মহাত্মা গান্ধী কখনই ভারত বিভাগের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান চাননি, সেজন্য তিনি কোন প্রদেশ বিভাগেরও পক্ষপাতী ছিলেন না। ১০ মে সোদপুর খাদি আশ্রমে প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধীকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি কি মনে করেন বাংলাদেশ বিভাগের পক্ষে ক্রমবর্ধমান হিন্দু জনমত পরিহার করা সম্ভব? মহাত্মা গান্ধী এই মনোভাবের গুরুত্ব স্বীকার করে বলেন, তাঁর পক্ষে এই বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি নির্ভয়ে এই কথা বলতে পারেন, যদি দেশ ভাগ হয়, তাহলে সংখ্যাগুরু মুসলমানরাই তার জন্য দায়ী হবেন, আরও বলতে গেলে ক্ষমতাসীন মুসলিম সরকার। যদি তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হতেন, তাহলে তিনি হিন্দুভাইদের নিকট অতীতের ঘটনাবলী ভুলতে আবেদন করতেন। তাঁদের তিনি বলতেন, তিনি তাঁদের মতই বাঙালী। ধর্মের পার্থক্য তাঁদের আলাদা করতে পারে না। তাঁরা একই ভাষায় কথা বলেন এবং উত্তরাধিকারসূত্রে একই সংস্কৃতির অধিকারী। বাংলার সবকিছুই তাঁদের সম্পদ এবং তার জন্য তাঁরা সমভাবে গর্বিত। বাংলা বাংলাই। তা পাঞ্জাব অথবা বোম্বে অথবা অন্য কিছু নয়।[৫৮]

মহাত্মা গান্ধী বলেন, যদি মুখ্যমন্ত্রী এই মনোভাব গ্রহণ করতে সম্মত থাকেন তাহলে তিনি নিজে তাঁর সঙ্গে একস্থান থেকে আর এক স্থানে যাবেন এবং হিন্দু জনসাধারণকে বোঝাবেন। তিনি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখেন, একজনও হিন্দু বাংলার ঐক্যের বিরুদ্ধতা করবেন না। বিশেষ করে যে ঐক্যের জন্য একদা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই একসঙ্গে সংগ্রাম করে শক্তিশালী ভাইসরয় লর্ড কার্জনের ব্যবস্থাকে নাকচ করে দেন। যদি তিনি নিজে সোহরাওয়ার্দী হতেন, তাহলে তিনি হিন্দুদের আমন্ত্রণ জানাতেন বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত

করার চিন্তা করার পূর্বে তাঁর দেহকে দ্বিখণ্ডিত করতে।[৫৯] যদি সোহরাওয়ার্দীর হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাংলা ও বাঙালীর প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকে, সেই ভালোবাসা কঠিন হিন্দুহৃদয়কেও গলিত করবে। কারণ ভীতি ও সন্দেহ হিন্দু-মনকে আচ্ছন্ন করে আছে।[৬০]

মহাত্মা গান্ধী বলেন, তিনি কলকাতা ও নোয়াখালির ঘটনা ভুলতে পারেন নি, বিশেষ করে তিনি যেসব ঘটনা শুনেছেন তা যদি সত্যি হয়ে থাকে। তেমনি বিহারের ক্ষেত্রেও মুসলমানদের অবস্থা একই রকম হয়। তাই তিনি দ্বিধাহীনচিত্তে বিহারের হিন্দুদের বলেন, তাঁদের উচিত মুসলমানদের মন থেকে ভীতি ও সন্দেহ দূর করা। মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে ভালোবাসার নীতিতে বিশ্বাসী। কারণ ভালোবাসা জাতি, বর্ণ ও ধর্মের মধ্যে কোনই পার্থক্য মানে না। তিনি খুশী এই দেখে যে, কায়েদে আজম জিন্নাও এই নীতিতে বিশ্বাসী।[৬১]

আর একটি প্রশ্ন মহাত্মা গান্ধীকে করা হয়: যে তিক্ততা ও বিদ্বেষ হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে কি তিনি বিশ্বাস করেন এই দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্ব সম্ভবপর? মহাত্মা গান্ধী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, শত্রুতা চিরকাল চলতে পারে না। এই দুটো সম্প্রদায় পরস্পর ভ্রাতৃত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিল এবং সাময়িক পাগলামি সত্ত্বেও আবার তাই থাকবে।[৬২] এক গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার মধ্যেও মহাত্মা গান্ধী অবিচল থেকে হিন্দু-মুসলিম মিলনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। তিনি তাঁর মূল নীতি থেকে এতটুকু সরে যান নি। সম্ভবত মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে এসে এবং জিন্না ও অন্যান্য প্রভাবশালী মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য হওয়ায় সোহরাওয়ার্দীর চিন্তাধারায় এক পরিবর্তন ঘটে। তাই মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে কয়েকজন হিন্দু ও মুসলিম নেতার উদ্যোগে এক নতুন যুক্তবাংলা গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ মে শরৎচন্দ্র বসু যে ছয় দফা প্ল্যান ঘোষণা

করেন, তা হল: (ক) বাংলাদেশ একটি সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক হবে; (খ) এই রিপাবলিকের শাসনতন্ত্র রচিত হবার পরে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ও যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশের আইনসভা নির্বাচিত হবে; (গ) এই নির্বাচিত বাংলাদেশের আইনসভা বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাদ বাকী অঞ্চলের সম্পর্ক নির্ধারণ করবে; (ঘ) বর্তমানের মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভাকে ভেঙ্গে দিতে হবে এবং অনতিবিলম্বে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক অন্তর্বর্তীকালীন ক্যাবিনেট (Interim Cabinet) গঠন করতে হবে; (ঙ) বাংলাদেশের পাবলিক সার্ভিসে বাঙালীদের নিয়োগ করতে হবে এবং তাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সমান সমান অংশ থাকবে; এবং (চ) শাসনতন্ত্র রচনার জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ থেকে ৩০ বা ৩১ জন সদস্য নিয়ে একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করতে হবে। যতশীঘ্র সম্ভব এই কমিটি বাংলাদেশের রিপাবলিকের শাসনতন্ত্র রচনা করবে।

শরৎচন্দ্র বসু লিখিত মূল ইংরেজি দলিল Six-Point Programme এখানে উদ্ধৃত করা হল:

(I) Bengal to be a socialist republic; (2) The Bengal Legislature to be elected after the Constitution of the republic is framed, should be elected on the basis of adult franchise and joint electorate; (3) The Bengal Legislature so elected should decide the relations of Bengal with the rest of India; (4) The present Muslim League Ministry should be dissolved and a representative interim cabinet formed without delay; (5) The public services in Bengal should be manned by Bengalis, and Hindus and Muslims should have an equal share in it, and (6) An ad hoc Constitution-making body consisting of 30 or 31 members should be set up by the Congress and the

Muslim League in Bengal. It should frame the Constitution of the republic of Bengal as soon as possible."[৬৩]

১২ মে শরৎচন্দ্র বসু রচিত এই ছয় দফা প্ল্যান নিয়ে আলোচনা অনেকটা অগ্রসর হয়। ১৩ মে সোহরাওয়ার্দী নয়াদিল্লিতে যান এবং প্রায় তিনদিন থেকে জিন্নাকে ও লীগ হাইকমাণ্ডকে বাংলাদেশ সম্পর্কে তার অভিমত ব্যক্ত করেন।[৬৪] ১৪ মে মহাত্মা গান্ধী কলকাতা থেকে পাটনা যাত্রা করেন। সুতরাং ৯ মে থেকে ১৩ মে (১৯৪৭ খ্রীঃ) সোদপুরে মহাত্মা গান্ধীর অবস্থানকালে ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা সুস্পষ্ট হয়।[৬৫]

মহাত্মা গান্ধী চলে যাবার পরেও নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা চলে। অবশেষে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শরৎচন্দ্র বসুর বাসভবনে নেতৃবৃন্দ মিলিত হয়ে কয়েকটি সর্ত সম্বলিত স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের দলিল রচনা করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত থেকে যাঁরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন : মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী, ফজলুর রহমান (মন্ত্রী), মহম্মদ আলি (মন্ত্রী), আবুল হাশেম, আবদুল মালেক (এম. এল. এ.), কিরণশঙ্কর রায়, সত্যরঞ্জন বক্সী ও শরৎচন্দ্র বসু। এই দলিলে স্বাক্ষর করেন শরৎচন্দ্র বসু ও আবুল হাশেম। এই সভায় এই দলিল অনুমোদনের জন্য কংগ্রেস ও লীগ সংগঠনের নিকট পেশ করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।[৬৬]

এখানে এই দলিলের সর্তসমুহ উল্লেখ করা হল : (ক) বাংলাদেশ একটি মুক্ত রাষ্ট্র (free state) হবে। এই মুক্ত রাষ্ট্র ভারতের বাকী অংশের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণ করবে। (খ) এই মুক্ত বাংলার শাসনতন্ত্রে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ও যুক্ত নির্বাচন প্রথার মাধ্যমে বাংলাদেশের আইনসভার নির্বাচনের ব্যবস্থা হবে। অবশ্য হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যা অনুপাতে আসন সংরক্ষণ করা হবে। হিন্দু ও তপশীলী সম্প্রদায়ের হিন্দুদের আসনও জনসংখ্যা অনুপাতে সংরক্ষিত থাকবে অথবা উভয়ের সম্মতি অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

নির্বাচকমণ্ডলী এমনভাবে গঠিত হবে যে, একজন নির্বাচনপ্রার্থী যদি তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের প্রদত্ত ভোটের বেশীর ভাগ পান এবং অন্য সম্প্রদায়ের প্রদত্ত ভোটের শতকরা ২৫% ভাগ পান, তাহলে তাঁকে নির্বাচিত ঘোষণা করতে হবে। যদি কোন প্রার্থী এই সর্ত পূরণ করতে না পারেন তাহলে যে প্রার্থী নিজ সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ ভোট পাবেন, তাঁকে নির্বাচিত ঘোষণা করতে হবে। (গ) ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এই মুক্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব গ্রহণের পরে এবং বাংলাদেশ বিভক্ত হবে না এই ঘোষণার পরে বর্তমান মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেওয়া হবে এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভা গঠন করতে হবে। এই মন্ত্রীসভায় নতুন সমান সংখ্যক মুসলিম ও হিন্দু (তপশীলী সম্প্রদায়ের হিন্দুসহ) সদস্য থাকবেন। আর মুখ্যমন্ত্রী হবেন একজন মুসলিম এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হবেন একজন হিন্দু। (ঘ) নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইনসভা ও মন্ত্রীসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত হিন্দু (তপশীলী সম্প্রদায়ের হিন্দুসহ) এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মিলিটারী ও পুলিশসহ সমস্ত চাকরিতে সমান অংশ থাকবে। আর এইসব চাকরিতে বাঙালীদেরই নিয়োগ করা হবে। (ঙ) ৩০ জন সদস্য নিয়ে একটি গণপরিষদ (Constituent Assembly) গঠন করা হবে। তার মধ্যে ১৬ জন মুসলিম ও ১৪ জন হিন্দু হবে। তাঁরা আইনসভার ইউরোপীয়ান সদস্যদের বাদ দিয়ে মুসলিম ও অ-মুসলিম সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন![৬৭]

২০ মে (১৯৪৭ খ্রীঃ) শরৎচন্দ্র বসু ও আবুল হাশেম স্বাক্ষরিত, সোহরাওয়ার্দী ও অন্যান্য উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সমর্থিত মুক্ত-অবিভক্ত বাংলার প্ল্যানের ইংরেজি ভাষায় রচিত পূর্ণ দলিলটি এখানে উদ্ধৃত করা হল:

(1) Bengal will be a free state. The free state of Bengal will decide its relations with the rest of India. (2) The Constitution of the free state of Bengal will provide for elections to the Bengal

Legislature on the basis of joint electorate and adult franchise, with reservation of seats proportionate to the population among Hindus and Muslims. The seats as between Hindus and Scheduled Caste Hindus will be distributed among them in proportion to their respective population or in such manner as may be agreed among them. The Constituencies will be multiple Constituencies and the votes will be distributive and not cumulative. A candidate who gets the majority of votes of his own community cast during the elections and 25 per cent of votes of other communities so cast will be declared elected. If no candidate satisfies these conditions, that candidate who gets the largest number of votes of his own community will be elected. (3) On announcement by His Majesty's Government that the proposal of the free state of Bengal has been accepted and that Bengal will not be partitioned, the present Bengal Ministry will be dissolved and a new interim Ministry brought into being, consisting of an equal number of Muslims and Hindus (including Scheduled Caste Hindus), but excluding the Chief Minister. In this Ministry the Chief Minister will be a Muslim and the Home Minister a Hindu. (4) Pending the final emergence of a Legisla ture and a Ministry under the new Constitution, the Hindus (including Scheduled Caste Hindus) and the Muslims will have an equal share in the services,

including the military and police. The services will be manned by Bengalees. (5) A Constituent Assembly composed of 30 persons, 16 Muslims and 14 Hindus, will be elected by the Muslim and non-Muslim members of the Legislature respectively, excluding the Europeans."[৬৮]

এই প্ল্যান রচিত হওয়ার সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কোন কোন মহল থেকে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করা হয়, আবার কোন কোন মহল পুরোপুরি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। খবরের কাগজেও এই প্রস্তাব নিয়ে নানা আলোচনা চলে।[৬৯] ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ মে শরৎচন্দ্র বসু কলকাতা থেকে মহাত্মা গান্ধীর পাটনার ঠিকানায় একটি চিঠিতে ২০ মের সিদ্ধান্তের কথা বিশদভাবে লিখে জানান এবং এই ব্যাপারে তাঁর সাহায্য ও পরামর্শ কামনা করেন। এই পত্রে শরৎচন্দ্র বসু এই অভিমতও ব্যক্ত করেন, এই প্ল্যান বাংলার সমস্যা যেমন সমাধান করবে, তেমনি আসামের সমস্যারও সমাধান হবে। আর সারা ভারতে এই প্ল্যান এক সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করবে। ২৩ মে (১৯৪৭ খ্রীঃ) শরৎচন্দ্র বসু লিখিত পত্রখানি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তাই তাঁর পত্রখানি এখানে দেওয়া হল ঃ[10]

May 23, 1947.

My dear Mahatmaji,

Since you left Calcutta I have had several Conferences which were attended by some Muslim League leaders and Kiran and Satya Babu and important developments have taken place. Last Tuesday evening (20th instant), there was a Conference at my house which was attended

by Suhrawardy, Fazlur Rahman (Minister), Mohamed Ali (Minister), Abul Hashim, Secretary, Bengal Prov. Muslim League (now on leave), Abdul Malek (member Bengal Legislative Assembly representing labour), Kiran and Satya Babu. We arrived at a tentative agreement, copy of which is enclosed herewith for your consideration. For purposes of identification it was signed by Abul Hashim and myself in the presence of the others. It will, of course, have to be placed before the Congress and Muslim League Organisations. From the trend of the discussions we had, it seems to me that so far as the Congress and Muslim League Organisations in Bengal are concerned, the tentative agreement will be ratified by them, possibly with some modifications here and there.

I am most anxious to have your reactions and also your help, advice and guidance in giving final shape to the tentative agreement arrived at. I need not repeat what I told you at Sodepur. I still feel that if with your help, advice and guidance the two organizations can arrive at a final agreement on the lines of the tentative agreement, we shall solve Bengal's problems and, at the same Assam's. It may also have a very healthy reaction on the rest of India. If you want me to come to Delhi to discuss matters

further with you, I need hardly say that I shall come as soon as I get your message.

Things are moving very rapidly and, speaking for myself, I feel that further discussions with you are most necessary.

I trust your Bihar tour is not putting your health to too great a strain. I am feeling somewhat better.

With pronams,

Yours affectionately,
Sarat Chandra Bose.

মহাত্মা গান্ধী পাটনা থেকে ২৪ মে (১৯৪৭ খ্রীঃ) শরৎচন্দ্র বসুর পত্রের উত্তরে তাঁকে লেখেন, কেবলমাত্র সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে না এমন কোন সর্ত এই প্ল্যানে নেই। সরকারের প্রতিটি কাজে মন্ত্রীসভার ও আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ হিন্দুসদস্যের সমর্থন থাকতে হবে। একথাও স্বীকার করতে হবে, বাংলার একই সংস্কৃতি এবং একই মাতৃভাষা বাংলা। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ যাতে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রস্তাব নিয়ে আমি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে আলোচনা করব। মহাত্মা গান্ধীর পত্রখানি এখানে মুদ্রিত করা হল ঃ[৭১]

Patna
24. 5. 47

My dear Sarat,

I have your note. There is nothing in the draft stipulating that nothing will be done by mere majority. Every act of Government must carry with it the co-operation of at least two-thirds of the Hindu members in the executive

and legislature. There should be an admission that Bengal has common culture and common mother tongue—Bengali. Make sure that the Central Muslim League approves of the proposal notwithstanding reports to the contrary. If your presence is necessary in Delhi I shall telephone or telegraph. I propose to discuss the draft with the Working Committee.

Yours

Sd/-Bapu

কিন্তু মহাত্মা গান্ধী এই বিষয় নিয়ে আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। কেন পারেননি তা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

পঞ্চম অধ্যায়

মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়া

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ এপ্রিল সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের পরিকল্পনা ঘোষিত হবার কিছুদিনের মধ্যে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতৃত্বে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। অবশ্য লীগ নেতৃত্ব প্রথমেই এই পরিকল্পনা সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেন নি। এমনকি তাঁরা সোহরাওয়ার্দীকে তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে বাধাও দেন নি। সম্ভবত তাঁদের ধারণা ছিল, যদি বাংলাদেশ অবিভক্ত থাকে তাহলে হয়তো এই অঞ্চলকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত রাখা অনেকটা সহজ হবে। এই কারণেই সেন্ট্রাল এসেম্বলিতে মুসলিম লীগ পার্টির ডেপুটি লীডার ও লীগ হাইকমাণ্ডের সদস্য খাজা নাজিমুদ্দিনের কণ্ঠেও স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের কথা শোনা যায়। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ভাগ

করলে বাঙালীর স্বার্থের পক্ষে তা ক্ষতিকারক হবে।[৭২] তাই কয়েকজন মুসলিম লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দী-বসু পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। এমনকি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ একটি সাব-কমিটি গঠন করে তার উপর এই বিষয় নিয়ে আলোচনার দায়িত্বও অর্পণ করে। বেঙ্গল এসেম্বলির স্পীকার নুরুল আমিন এই সাব-কমিটির কনভেনর ছিলেন। এই সাব-কমিটি হিন্দু নেতাদের সঙ্গে বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা চালান। এই সাব-কমিটির সদস্যরা লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুগামী ছিলেন। অনেক বিষয়েই তাঁরা সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে একমত ছিলেন না।[৭৩] তাছাড়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক হাবিবুল্লাহ বাহার, স্পীকার নুরুল আমিন, ইউসুফ আলি চৌধুরী, এম. এল. সি. ও হামিদুল হক চৌধুরী, এম. এল. সি. প্রভৃতি লীগ নেতা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের (বিশেষ করে জিন্নার) নির্দেশে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগকে পরিচালনা করেন। এই সময়ে বাংলাদেশের মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দুটো অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যথা—সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রভাবশালী অংশ আকরম খাঁর নেতৃত্বে চলেন এবং তাঁরা লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত রাখতে বদ্ধপরিকর, আর স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সমর্থক সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশেম ও ফজলুর রহমান ছিলেন সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের নেতা।[৭৪] সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ বাংলাদেশের সমস্যাকে সর্বভারতীয় সমস্যা থেকে আলাদা করে তার সমাধানের কথা চিন্তা করেন। আবুল হাশেম লাহোর প্রস্তাবের পাকিস্তান দাবিকেও যেভাবে ব্যাখ্যা করেন তার সঙ্গে জিন্নার ও তাঁর অনুগামীদের বক্তব্যের কোনই মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ভারতের বাকী অংশের সঙ্গে সংযোগবিহীন স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের প্রতিই সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশেম গুরুত্ব আরোপ করেন।

কিন্তু জিন্না ও তাঁর অনুগামীরা এই নীতির বিরোধী ছিলেন।

একই সময়ে পাঞ্জাব বিভাগের দাবিও উত্থাপিত হয়। তাছাড়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নেতা ডাঃ খান সাহেব সার্বভৌম পাঠান রাষ্ট্র গঠনের দাবিও করেন। স্বভাবতই বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভাগের ও স্বাধীন পাঠান রাষ্ট্র গঠনের দাবি মূল পাকিস্তান প্রস্তাবকে বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়। এই অবস্থায় ৩০ এপ্রিল জিন্না এইসব দাবির বিরোধিতা করে একটি দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ঘৃণা ও তিক্ততা থেকেই পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ বিভাগের দাবি উত্থাপিত হয়েছে। জিন্না পরিষ্কার করেই বলেন, ভারতকে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান নামক দুটো পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত করতে হবে এবং মুসলমানদের নিজস্ব বাসভূমি পাকিস্তানে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, বাংলাদেশ ও আসাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বাদ বাকী অঞ্চল হিন্দুস্তানের মধ্যে থাকবে। এইভাবে হিন্দু ও মুসলিম দুটো স্বতন্ত্র জাতির জন্য আলাদা রাষ্ট্র স্থাপন করতে হবে। লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দাবিই জোরালোভাবে উত্থাপন করেন জিন্না। তিনি এই দুটো রাষ্ট্রের মধ্যে লোক বিনিময়ের কথাও বলেন। ভারত বিভাগের প্রাক্কালে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ বিভাগের আন্দোলন শুরু হওয়ায় জিন্না তীব্রভাষায় তার সমালোচনা করেন। তিনি কংগ্রেসের সমালোচনা করে বলেন, কংগ্রেস হিন্দুমহাসভার সাহায্যে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ বিভাগের পক্ষে আন্দোলন শুরু করে আপোষ মীমাংসার পথ নষ্ট করছে। তিনি দাবি করেন, ২০ ফেব্রুয়ারীর ঘোষণা অনুযায়ী সমস্ত ক্ষমতা দুটো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পাকিস্তানে ও হিন্দুস্তানে অর্পণ করতে হবে। এই পথেই ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান করতে হবে।[৭৫] সুতরাং জিন্না পরিষ্কার করেই লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করে বলেন, অবিভক্ত পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ বিভক্ত ভারতে অবিভক্ত পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান গঠিত হবার পরে হিন্দু ও মুসলমান যদি নিজ নিজ মাতৃভূমিতে চলে যেতে চায় তারও ব্যবস্থা

করতে হবে। জিন্নার এই বক্তব্যের সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশেমের বক্তব্যের অমিল লক্ষণীয়। জিন্নার এই বিবৃতির পরে বাংলাদেশে তাঁর অনুগামীরা সমগ্র বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত রাখতে সচেষ্ট হয়। স্বভাবতই তাঁরা সোহরাওয়ার্দী-বসু পরিকল্পনাকে গ্রহণ করতে অসম্মত হন। ৫ মে (১৯৪৭ খ্রীঃ) মুসলিম লীগ সাব-কমিটির সদস্যরা এই পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। কয়েকজন হিন্দু নেতার নিকটে তাঁদের বক্তব্য পেশ করার উদ্দেশ্যেই তাঁরা মিলিত হন। কিন্তু এই পরিকল্পনার কয়েকটি বিষয়ের চরিত্র এত সুদূর প্রসারী ছিল যে উর্ধ্বতন নেতৃত্বের সঙ্গে পরামর্শ না করে তাঁরা কোন মতামত দেননি। এইভাবেই কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে এই সাব-কমিটির বৈঠক শেষ হয়। তারপর থেকে ১১ মে পর্যন্ত আর কোন হিন্দু নেতার সঙ্গে এই সাব-কমিটির সদস্যদের কোন আলাপ-আলোচনা হয়নি। এই সাব-কমিটির কনভেনর নুরুল আমিন একথাও বলেন, যদি কোন আলোচনা হিন্দু নেতাদের সঙ্গে হয়ে থাকে তাহলে তা ব্যক্তিগত দায়িত্বেই হয়েছে, মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে নয়।[৭৬] এইভাবে আকরম খাঁর নেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ১১ মের (১৯৪৭ খ্রীঃ) মধ্যে সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশেম-ফজলুর রহমানকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। তাঁরা সোহরাওয়ার্দীর প্রচেষ্টাকে নিতান্তই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বলে উল্লেখ করেন।

২৯ এপ্রিল (১৯৪৭ খ্রীঃ) আবুল হাশেম এক দীর্ঘ বিবৃতিতে যে মনোভাব ব্যক্ত করেন এবং সোহরাওয়ার্দী যে তত্ত্ব প্রচার করেন তা সমালোচনা করে ৪ মে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেনঃ মুসলিম বাংলা লাহোর প্রস্তাবের আদর্শ রূপায়ণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও জিন্নার নেতৃত্বের প্রতি অনুগত। ৩০ এপ্রিল জিন্নার বিবৃতিতে যেভাবে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান, বাংলা ও আসাম সহ একটি সার্বভৌম মুসলিম জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছে, তাই হল আমাদের আদর্শ। সুতরাং পাকিস্তানের অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন একটি পৃথক স্বাধীন

বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্ন অবান্তর। ভারতের মুসলমানেরা একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি এবং আমাদের উদ্দেশ্য হল একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করা। সুতরাং আমি পৃথক বঙ্গভূমি গঠনের বিরোধিতা করি। যাঁরা হিন্দু-মুসলমানদের নিয়ে মিলিতভাবে বাঙালী জাতির ও একটি পৃথক সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কথা বলেন, তাঁরা আমাদের শত্রুদের হাতের ক্রীড়নক! যাঁরা প্রকাশ্যেই মুসলিম বাংলাকে পূর্ব ও পশ্চিমের হিন্দু প্রদেশসমূহ দিয়ে পিষে মারতে চান, বাঙালী মুসলমানদের স্বার্থেই মুসলিম জাতীয় রাষ্ট্র থেকে তাঁদের পক্ষে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব নয়।[৭৭]

আকরম খাঁ বলেন, বিভক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হিন্দুস্তান রাষ্ট্রের শক্তির সামনে টিকে থাকা সম্ভব হবে না। সুতরাং প্রকৃত সমাধান হল জিন্না উল্লিখিত ছয়টি ইউনিট সহ একটি শক্তিশালী মুসলিম জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করা।

আকরম খাঁ বলেন, আমি লক্ষ্য করেছি কোন কোন মহল থেকে মুসলমানদের দ্বারা পরিত্যক্ত, অগণতান্ত্রিক ৫০ : ৫০ ফরমুলা ও যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির কথা প্রচার করা হচ্ছে। আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই মুসলিম বাংলা এইসব প্রস্তাব বর্জন করেছে। তাছাড়া সর্বভারতীয় বিষয়ে কথা বলার অধিকার কেবলমাত্র সারাভারত মুসলিম লীগের ও জিন্নার রয়েছে। আমি সাবধান করে দিতে চাই, যাঁরা এইসব প্রস্তাবের কথা বলছেন তার পরিণতি খুবই খারাপ হবে। আমি আশা করব, এই বিবৃতির পরে বাঙালী মুসলমানদের প্রকৃত মনোভাব সম্পর্কে আর কোন ভুল ধারণার অবকাশ থাকবে না।[৭৮]

পুনরায় ১৪ মে (১৯৪৭ খ্রীঃ) মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ শরৎচন্দ্র বসুর ফরমুলাকে সমালোচনা করে এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, শরৎচন্দ্র বসুর ফরমুলা বাঙালী মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে কবর দেবার উদ্দেশ্যেই রচিত। এই ফরমুলা গ্রহণ করার অর্থ হল পাকিস্তান প্রস্তাবকে ধ্বংস করা এবং সাড়ে তিন কোটি

বাঙালী মুসলমানকে ব্রিটিশের হাত থেকে বর্ণহিন্দুদের হাতে অর্পণ করা। একই সঙ্গে এই ফরমুলা তপশীলী হিন্দুদের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবে এবং তাঁদের দাসত্বকে স্থায়ী করবে।[৭৯]

আকরম খাঁ বলেন, বর্ণহিন্দুদের উদ্দেশ্য হল যে-কোন প্রকারেই হোক লীগ মন্ত্রীসভাকে ভেঙ্গে দিয়ে মন্ত্রীসভায় ঢুকে স্বরাষ্ট্র বিভাগ দখল করা যাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে শাসনতন্ত্রের পূর্ণ ক্ষমতায় তাঁরা থাকতে পারেন। তিনি বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দুর্বল করার উদ্দেশ্যেই বাংলার হিন্দুরা সমতার (parity) দাবি উত্থাপন করেছেন। তাঁরা বলছেন যে, তাঁদের জীবন, সম্পত্তি, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিপন্ন। সুতরাং সমতার নীতি প্রয়োগ করে তাঁদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আকরম খাঁ জিজ্ঞেস করেন, যেসব প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু সেখানে কি একই নীতি হিন্দুরা প্রয়োগ করতে সম্মত আছেন? লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী তো মুসলমানেরা এই দাবি করতে পারেন।[৮০]

যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে আকরম খাঁ বলেন যে, বর্তমান অবস্থায় এই প্রস্তাব অবাস্তব। তপশীলী সম্প্রদায় তো পৃথক নির্বাচন প্রথার পক্ষপাতী। মুসলমানেরাও এমন এক নির্বাচন প্রথার সঙ্গে একমত হতে পারেন না যেখানে বর্ণহিন্দুরা তাঁদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত প্রভাবের সাহায্যে নির্বাচনকে প্রভাবান্বিত করবেন। বস্তুত যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা গণতন্ত্রের মূল নীতি-বিরোধীই হবে।[৮১]

ইণ্ডিয়ান ফেডারেশনে যোগদানের বিষয় উল্লেখ করে আকরম খাঁ বলেন, মুসলমানেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে তাঁরা এমন কোন কেন্দ্রের সঙ্গে যোগসূত্র রাখবেন না যেখানে বর্ণহিন্দুদের প্রাধান্য থাকবে।[৮২]

আকরম খাঁ বলেন, যে সব পরিকল্পনা পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধী, মুসলিম লীগ তার বিরোধিতা করবে। উপরন্তু মুসলমানেরা এমন কোন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করবেন না যার

ফলে অসহায় তপশীলী সম্প্রদায়ের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়।[৮৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভার প্রভাব ক্ষুণ্ণ করবার উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তপশীলী সম্প্রদায়ের নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, দ্বারিক বাড়রি প্রভৃতিকে তাঁদের সঙ্গে রাখতে সক্ষম হন। এইভাবে তপশীলী সম্প্রদায়ের এক অংশের সঙ্গে লীগের মৈত্রী হয়। লীগ নেতৃবৃন্দ তপশীলী সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার অনেক প্রতিশ্রুতি তাঁদের দেন। এমনকি লীগের সমর্থনে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ভারত সরকারের আইনমন্ত্রী হন এবং দ্বারিক বাড়রিও বাংলার একজন মন্ত্রী হন। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বাংলার তপশীলী সম্প্রদায়ের একজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। তিনিও বাংলাদেশ বিভাগ সম্পর্কে লীগ-তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন এবং বাংলাদেশ বিভাগের দাবি করায় কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভার বিরুদ্ধে তপশীলী সম্প্রদায়কে সমবেত করতে চেষ্টা করেন। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ভূমিকা মুসলিম লীগের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল লীগের সর্বভারতীয় লাইন অনুকরণ করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। হিন্দুমহাসভা নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গভঙ্গের সমর্থন করায় তিনি মোটেই বিস্মিত হননি। কিন্তু ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রাক্তন সভ্য এন. আর. সরকার এই দাবি সমর্থন করায় তিনি বিস্মিত হন। তাছাড়া তিনি এই দেখে বেদনা অনুভব করেন যে, পূর্ববঙ্গের হিন্দু জমিদার কিরণশঙ্কর রায়, পূর্ববঙ্গের হিন্দু জমিদার রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ দাস, এম. এল. এ. (সেন্ট্রাল) ও পূর্ববঙ্গের মস্ত বড় ব্যবসায়ী এ. এম. পোদ্দার, এম. এল. এ. (সেন্ট্রাল) বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেন। তিনি মনে করেন, বঙ্গভঙ্গ করে সমস্যার সমাধান হবে না। তিনি পরিষ্কার করেই বলেন, তপশীলী সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের বিরোধী।[৮৪]

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের শুরুতেই ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ১৫ মে লীগ নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান অঞ্চলে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য মুসলমানদের প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেন। ১৬ মে সোহরাওয়ার্দী নয়াদিল্লি থেকে কলকাতা ফিরে আসেন। একই দিনে জিন্না ও মুসলিম লীগ হাইকমাণ্ডের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মওলানা আকরম খাঁ, নরুল আমিন, হাবিবুল্লাহ বাহার, ইউসুফ আলি চৌধুরী ও হামিদুল হক চৌধুরী প্লেনে দিল্লি যাত্রা করেন। সেখানে তাঁরা বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। ১৮ মে জিন্না তাঁদের বলেন, তিনি কাউকেই মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে হিন্দু নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে বা এই বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে নিযুক্ত করেন নি। অর্থাৎ সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের বিষয় নিয়ে সোহরাওয়ার্দী যে আলোচনা হিন্দুনেতাদের সঙ্গে চালাচ্ছেন তা জিন্না বা লীগ নেতৃত্ব কর্তৃক অনুমোদিত নয়। ১৮ মে দিল্লিতে মওলানা আকরম খাঁ বলেন, বাঙালী মুসলমানেরা বাংলাদেশ বিভাগের বিরোধী। এই বিভাগ কেবলমাত্র বাঙালী মুসলমানদের শবদেহের ওপর কার্যকরা করা সম্ভব হবে। এই বিভাগের নীতি বিবেচনা করা সম্ভব যদি হিন্দু-অধ্যুষিত প্রদেশের যেসব স্থানে মুসলমানেরা সংখ্যা-লঘু হিসেবে বসবাস করেন সেখানেও তা প্রয়োগ করা হয়। স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এমন কোন প্রস্তাব তাঁর পক্ষে সমর্থন করা সম্ভব নয় যার সঙ্গে সারা ভারত মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের কোন সঙ্গতি নেই।[৮৭] আকরম খাঁর ১৮ মের বিবৃতি থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল: "Muslim Bengal is positively against the division of Bengal. I assure everyone concerned with the question of separation that the Muslims of Bengal will fight against it. The partition of Bengal can be effected only over the corpses of the Bengal Muslims. But we may consider the proposal, provided this procedure is adopted as a matter of

principle in all small zones and pockets where Muslims are in the minority in Hindu-dominated provinces.

"Referring to the question of a sovereign, united Bengal, he said that he would not support any proposal that was not in consonance with the scheme outlined in the Lahore resolution of the All-India Muslim League."[৮৬]

জিন্নার সঙ্গে আলোচনার পর প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ আকরম খাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানে সক্রিয় হন। তাঁরা সোহরাওয়ার্দী-শরৎবসু-আবুল হাশেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা প্রচার করেন, জিন্না সোহরাওয়ার্দী বা অন্য কাউকেই এই ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে হিন্দুদের সঙ্গে আলোচনা করতে নির্দেশ দেন নি। সুতরাং এইসব ব্যক্তি প্রচারিত পরিকল্পনার পেছনে কেন্দ্রীয় লীগ নেতৃত্বের কোন অনুমোদন নেই। তাঁরা বেঙ্গল লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভাতে জিন্নার সঙ্গে তাঁদের আলোচনার রিপোর্ট পেশ করার সময় এইসব কথা বলেন।[৮৭]

স্বভাবতই তখন থেকে বাংলার মুসলিম লীগ মহলের প্রভাবশালী অংশ আরও তীব্রতার সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশেম প্রচারিত পরিকল্পনাকে আক্রমণ করেন। অবশ্য ১৫ মে কেন্দ্রীয় লীগ নেতৃত্ব পাকিস্তান অঞ্চলে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য মুসলমানদের প্রস্তুত থাকার জন্য যে নির্দেশ দেন তখনই এই আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় ১৬ মে (১৯৪৭ খ্রীঃ) সমালোচকদের উদ্দেশ্য করে আবুল হাশেম একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, প্রশ্ন করা হচ্ছে আমাকে কে এইসব প্রস্তাব নিয়ে কথা বলার অধিকার দিয়েছে। আমি তাঁদের বলি, কোন ভালো কাজ করার জন্য অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। আমার বক্তব্য হিন্দু-মুসলমানদের উদ্দেশ্য করেই রেখেছি, বিশেষ কারও পক্ষ থেকে নয়। আমার প্রস্তাব ছিল, হিন্দু

ও মুসলমান উভয়েই ৫০ : ৫০ হারে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করুক। এই মন্তব্যে সমালোচকেরা ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, বর্তমানে ৫০ : ৫০ হারের নীতিই চালু আছে। প্রথম মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার আমলে ফজলুল হকের নেতৃত্বে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে চুক্তির ফলেই এই নীতির প্রচলন। অবশ্য অবাধ যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির প্রচলন হলে আইসভার বা মন্ত্রীসভার আসনের ক্ষেত্রে ৫০ : ৫০ অথবা ৬০ : ৪০ হার প্রয়োগ করার কোনই প্রয়োজন হবে না। ৫০ : ৫০ হারের কথা চাকরিতে সুযোগেব কথা ভেবেই বলা হয়েছে।[৮৮]

আবুল হাশেম বলেন, কোন কোন সমালোচকেরা বলেন যদি সার্বজনীন ভোটাধিকারের ও যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে আইন-সভার নির্বাচন হয় তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ক্ষতি হবে। প্রকৃতপক্ষে কেউ যদি এই ব্যবস্থা অনুযায়ী অসুবিধা ভোগ করেন, তাঁরা হলেন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান এবং পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের হিন্দু। কোন কোন হিন্দু ও মুসলিম নেতা যদিও মনে করেন যুক্ত নির্বাচন প্রথা হল আদর্শ ব্যবস্থা, তবুও তাঁদের আশঙ্কা হয় এই ব্যবস্থায় এক অংশ অন্য অংশের দ্বারা পীড়িত হবে। যদি এই আশঙ্কা সত্য হয় তাহলে অন্য ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা উচিত যার ফলে আইনসভায় আসন আনুপাতিক হার অনুযায়ী সংরক্ষিত থাকবে, সাম্প্রদায়িক তিক্ততা দূর হবে, দেশদ্রোহীদের নির্বাচনের কোনই সুযোগ থাকবে না এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম ভিত্তি করে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করবে।[৮৯]

আবুল হাশেম বলেন, আমি উপলব্ধি করতে পারি ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশে বিদেশী পুঁজির কি অসুবিধা হবে। আর আমি বিদেশী পুঁজিপতিদের ক্ষমতা সম্পর্কেও খুবই সচেতন। যে কোন ভাবেই হোক তারা বাংলাদেশকে বিভক্ত ও দুর্বল করতে চেষ্টা করবে। এই অবস্থায় মুসলিম লীগের আলোচনা পরিচালনা কমিটিকে (Negotiation Committee) আমি অনুরোধ করব তাঁরা যেন

হিন্দুদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যান এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দেন। যদি মুসলমান, ইহুদী ও খ্রীষ্টান ও অন্যান্য অধিবাসীদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন মিশর দেশ পাকিস্তান হতে পারে, যদি ঐক্যবদ্ধ ইরাণ পাকিস্তান হতে পারে, তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের নিয়ে সার্বভৌম বাংলাদেশ কেন পাকিস্তান বিরোধী হবে। আমি জানি না, বিভক্ত ও পঙ্গু বাংলায় কি ধরণের পাকিস্তান হবে।[২০]

বলা বাহুল্য, আবুল হাশেমের এই আবেদনের প্রতি মুসলিম-লীগের প্রাদেশিক নেতৃত্ব কোনই গুরুত্ব আরোপ করেনি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভা নেতৃবৃন্দের ভূমিকা

প্রথম থেকেই কংগ্রেস ভারত বিভাগের প্রস্তাবের বিরোধী ছিল। কিন্তু ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে একদিকে একটানা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও অন্যদিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের আলাপ-আলোচনা চলে, তাতে অবস্থার এমন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেন ভারত বিভাগ মেনে নিয়েই রাজনৈতিক-সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। স্বভাবতই এই অবস্থায় তাঁরা পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ বিভাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের প্রস্তাব প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভা এই পরিকল্পনাকে এই অঞ্চলে মুসলিম প্রাধান্য বজায় রাখার এক দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা মনে করে। একই কারণে তারা শরৎচন্দ্র বসু প্রচারিত সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকের পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করে।

এই সময়ে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কংগ্রেস কমিটিগুলো হিন্দু নির্যাতনের খবর প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের নিকট প্রেরণ করে।

বাংলাদেশের অবস্থা পর্যালোচনা করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও হিন্দুমহাসভা বাংলাদেশ বিভাগের সমর্থনে যথাক্রমে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ এপ্রিল ও ৬ এপ্রিল প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং এই প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য সক্রিয় হয়। ২৬ এপ্রিল (১৯৪৭ খ্রীঃ) নয়াদিল্লিতে বেঙ্গল এসেম্বলির কংগ্রেস পার্টির নেতা কিরণশঙ্কর রায়, হিন্দুমহা-সভার নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক বৈঠকে মিলিত হন। তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন, বাংলার প্রতিনিধিরা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে বাংলাদেশ বিভাগের দাবি সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করবেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, আচার্য কৃপালনী প্রভৃতি নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা ভাইসরয়ের সঙ্গেও দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন। বাংলাদেশ বিভাগের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে একটি আবেদনপত্রও তাঁরা রচনা করেন।[৯১]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভার কার্যকরী প্রেসিডেন্ট নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমস্ত জেলা ও মহকুমা হিন্দুমহাসভাকে ৪ মে রবিবার (১৯৪৭ খ্রীঃ) বাংলাদেশ বিভাগের দাবিতে সভা-সমাবেশ করতে নির্দেশ দেন। তাদের কলকাতাসহ হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে পৃথক প্রদেশ গঠনের ও এই নতুন প্রদেশকে অখণ্ড হিন্দুস্তানের বা ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি সম্বলিত প্রস্তাব গ্রহণের নির্দেশও দেওয়া হয়। প্রস্তাবের অনুলিপি ভাইসরয়, কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভা নেতৃবৃন্দের নিকট পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। এইভাবে ৪ মে থেকে হিন্দুমহাসভার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিভাগের আন্দোলন ব্যাপকভাবে শুরু হয়।[৯২] এই আন্দোলনকে প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃত্ব সমর্থন করে এবং তাঁরাও সভা-সমাবেশ করে জনমত গঠন করেন।[৯৩]

খুব দ্রুতগতিতে বাংলাদেশ বিভাগের পক্ষে হিন্দুজনমত গঠিত হয়। ৩০ এপ্রিল (১৯৪৭ খ্রীঃ) কলকাতাতে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের ভবনে প্রভাবশালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহ একটি সভার আয়োজন করে। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের ডি.

সি. ড্রাইভার সভাপতিত্ব করেন। এই সভার পক্ষ থেকে বাংলাদেশ বিভাগের দাবিতে প্রস্তাব উত্থাপন করে এক দীর্ঘ ভাষণ দেন এন. আর. সরকার। তিনি বলেন, যদি সত্যিই সোহরাওয়ার্দী এক ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে আগ্রহশীল হন, তাহলে তাঁর প্রথম কাজ হবে মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করা এবং ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাকে যুক্ত রাখার কথা বলা। তা না হলে সোহরাওয়ার্দীর উদ্বেগ সম্পর্কে এই ধারণা হবে যে, হিন্দুপ্রধান অঞ্চল বাদ পড়লে পাকিস্তান রাষ্ট্র শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ভালোভাবে চলবে না এই উপলব্ধি তাঁর হয়েছে। মুসলিম লীগ কর্তৃক পাকিস্তান দাবি করার জন্য আমরা দেশভাগের দাবি করছি। সোহরাওয়ার্দী পরিকল্পিত বিচ্ছিন্ন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কোন ভবিষ্যৎ আছে বলে আমরা মনে করি না। জনসাধারণের অবস্থার উন্নয়নের জন্যই প্রদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি প্রয়োজন, আর তা করতে হলে বাংলাকে ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গেই যুক্ত থাকতে হবে। এন. আর. সরকার বিস্মিত হন এই ভেবে, যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সোহরাওয়ার্দী এতো সাহায্য পান আজ তিনি সেই কেন্দ্রীয় সরকারকেই আক্রমণের লক্ষ্যস্থল করেন। যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে কোন মতামত ব্যক্ত না করায় তিনি সোহরাওয়ার্দীর সমালোচনা করেন। সোহরাওয়ার্দী ২৭ এপ্রিল (১৯৪৭ খ্রীঃ) যে দীর্ঘ ভাষণ দেন তারই এক দীর্ঘ সমালোচনা এন. আর. সরকারের এই ভাষণে পাওয়া যায়।[৯৪] ৩০ এপ্রিলের এই সভাতে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে বলা হয়, যদি বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরা ভারতীয় ইউনিয়নের বাইরে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহলে বাংলার হিন্দু প্রধান অঞ্চল নিয়ে (কলকাতা সহ) গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ভিত্তি করে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করতে হবে, আর এই প্রদেশ ভারতীয় ইউনিয়নের একটি অংশ হবে। এই সভায় ভারতীয় ইউনিয়নকে একটি অর্থনৈতিক ইউনিটরূপে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[৯৫] এই উদ্দেশ্য বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য

এই সভা থেকে একটি কমিটি গঠন করে তার ওপরে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই কমিটিতে যাঁরা যুক্ত হন : ডি. এন. সেন, ডি. সি. ড্রাইভার, বি. এম. বিড়লা, বি. এল. জালান, জে. কে. মিত্র, এম. এল. শাহ, এস. সি. রায়, এন. আর. সরকার, বীর বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা এবং ডঃ এস. বি. দত্ত।[৯৬] সুতরাং ভারতীয় শিল্পপতি ও বণিকসংঘ বাংলাকে একটি পৃথক ইকনমিক ইউনিটরূপে মেনে নিতে অস্বীকার করে।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বাংলাদেশ বিভাগের দাবিতে একটি মেমোরেণ্ডাম তৈরি করে এবং ভাইসরয়, পণ্ডিত নেহরু ও সর্দার প্যাটেল প্রভৃতির নিকট প্রেরণের সিদ্ধান্ত করে। এই উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক কালিপদ মুখোপাধ্যায় ৩০ এপ্রিল প্লেনে দিল্লি যাত্রা করেন।[৯৭]

কনস্টিট্যুয়েন্ট এসেম্বলির প্রেসিডেন্ট ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ৩০ এপ্রিল (১৯৪৭ খ্রীঃ) নয়াদিল্লি থেকে একটি বিবৃতিতে বলেন, যদি ভারত বিভাগ করতে হয় তাহলে যতটা সম্ভব তা সম্পূর্ণ ও পুরোপুরি করতে হবে এবং সেই সঙ্গে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশও বিভক্ত করতে হবে। ডঃ প্রসাদ একথাও বলেন, লীগের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ীই পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ বিভাগের দাবি করা হচ্ছে। কংগ্রেস, হিন্দু ও শিখ কেউ ভারত বিভাগ চায় না। কেবলমাত্র মুসলিম লীগ ও জিন্নাই এই দাবি করেন। তাঁদের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ীই তাঁরা এমন কোন অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন না যা তার সংলগ্ন নয় এবং যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। যদি জিন্না ভারত বিভাগে বদ্ধপরিকর হন তাহলে তাঁকে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ বিভাগ মেনে নিতেই হবে। তিনি সম্পূর্ণ ভুলে যান, তিনিই ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন বিধ্বস্ত করার জন্য দায়ী। তাছাড়া জিন্নার পরামর্শমত যদি লোক-বিনিময় করতেই হয় তাহলেও সংখ্যালঘু সমস্যার জটিলতাও অনেক কম হবে যদি এই প্রদেশগুলো বিভক্ত হয়।[৯৮]

সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পক্ষে যেসব কথা বলেন তার উত্তরে দীর্ঘ বিবৃতিতে বাংলাদেশ বিভাগের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ।[৯৯] সোহরাওয়ার্দী 'প্রাদেশিকতা' প্রচার করায় সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ তার সমালোচনা করেন। তিনি সোহরাওয়ার্দীকে দ্বিজাতিতত্ত্ব বর্জন ও সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করতে আহ্বান জানান। তাঁর মতে, তাহলেই সোহরাওয়ার্দী বাংলাদেশ বিভাগ রদ করতে পারবেন। তিনি একথাও বলেন, কংগ্রেসও ঐক্যবদ্ধ ভারতে এক ঐক্যবদ্ধ ও বৃহৎ বঙ্গের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু কংগ্রেস বিভক্ত ভারতে অবিভক্ত বঙ্গদেশ রাষ্ট্র গঠন অসম্ভব মনে করে।[১০০]

মহাত্মা গান্ধীর নিকট ভারত বিভাগের নীতি গ্রহণযোগ্য না হলেও জিন্না এই দাবির প্রতি অবিচল থাকেন। ৬ মে (১৯৪৭ খ্রীঃ) তাঁদের মধ্যে যে আলোচনা হয় তাতে তা আরও স্পষ্ট হয়।[১০১] ৭ মে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লর্ড লিস্টওয়েলের (সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া) নিকট একটি তারবার্তা প্রেরণ করে বলেন, যদি ভারত বিভক্ত হয় তাহলে বাংলার হিন্দুপ্রধান অঞ্চলকেও বিচ্ছিন্ন করতে হবে। আর পশ্চিমবঙ্গে একটি পৃথক প্রদেশ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত অনতিবিলম্বে বর্তমান মন্ত্রীসভাকে ভেঙ্গে দিতে হবে। কারণ এই মন্ত্রীসভা শান্তি ও স্থিতি বজায় রাখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং হিন্দুদের সমর্থন হারিয়ে ফেলেছে। এখুনি পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে দুটো আঞ্চলিক মন্ত্রীসভা গঠন করতে হবে।[১০২]

লক্ষণীয় এই যে, এই সময়ে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে যে আন্দোলন শুরু হয় তাতে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদেরও এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। বাংলার ও বাংলার বাইরে যেসব বাঙালী হিন্দুরা ছিলেন তাঁরাও একটি পৃথক প্রদেশ গঠনের দাবিতে সক্রিয় হন। ২২ এপ্রিল (১৯৪৭ খ্রীঃ) নয়াদিল্লিতে যে জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সেখানে ঐতিহাসিক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনও বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে ভাষণ দেন।[১০৩] ৭ মে বাংলার পাঁচজন প্রখ্যাত

শিক্ষাবিদ—স্যার যদুনাথ সরকার, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ শিশির মিত্র ও ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—লিস্টওয়েলের নিকট একটি তারবার্তায় বলেন, বাংলাদেশে একটানা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলায় জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে এবং শিক্ষা, ব্যবসা ও শিল্প প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে যে 'সাম্প্রদায়িক মন্ত্রীসভা' রয়েছে তা আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। এই অবস্থায় কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করা প্রয়োজন। এই পাঁচজন শিক্ষাবিদের তারবার্তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল: "Education, trade and industry in Bengal have almost collapsed owing to recurrent riots causing insecurity of life and property. The present Communal Ministry is totally incapable of maintaining law and order. We strongly support the immediate formation of a separate West Bengal Province guaranteeing under a non-communal Ministry safety of life and unhindered progress in education industry and commerce, with the continuance and development of Calcutta a vital part of West Bengal, as a moral, intellectual social and economic centre."[১০৪] একই ধরণের টেলিগ্রাম তারা স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও স্যার জন এণ্ডারসনকে পাঠান।[১০৫]

২৬ মে (১৯৪৭ খ্রীঃ) বিহারের বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের পাটনা শাখার একটি সভা পাটনা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ সুবিমলচন্দ্র সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বাংলা বিভাগের দাবি উত্থাপিত হয়। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনের সম্পাদক ডঃ শচীন সেনও এই প্রস্তাবের সমর্থনে ভাষণ দেন।[১০৬] প্রবাসী বাঙালী কর্তৃক এই ধরণের সভা আরও অনেক জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়।

৩০ মে ডঃ অমিয় চক্রবর্তী বলেন, বাংলাদেশ বিভাগ করলেই

কেবলমাত্র সমস্যার সমাধান সম্ভব। তিনি ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের দাবিকে একটি 'ধাপ্পা' বলে উল্লেখ করেন।[১০৭] ১ জুন দক্ষিণ কলকাতার সিংহীপার্কে একটি জনসভায় এক দীর্ঘ ভাষণে স্যার যদুনাথ সরকার বাংলাদেশ বিভাগের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করেন।[১০৮] এইভাবে প্রভাবশালী বাঙালী হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে হিন্দুমহাসভা ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একই মঞ্চে মিলিত হন।

এই সময়ে কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভা যুক্তভাবে অনেক সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত করে। মুসলিম লীগের সহযোগী তপশীলী সম্প্রদায়ের নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বাংলাদেশ বিভাগের বিরোধিতা করলেও, বেঙ্গল প্রেভিন্সিয়াল ডিপ্রেসড ক্লাসেস লীগ (Bengal Provincial Depressed Classes League) পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ বিভাগের দাবি করে। এই লীগের সম্পাদক আর. দাস বলেন, মুসলিম লীগের সমর্থক যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের তপশীলী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কথা বলার কোনই অধিকার নেই। কারণ বাংলায় মুসলিম লীগ শাসনে তপশীলী সম্প্রদায়কে সবচেয়ে বেশী দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে। তাই আর. দাস বাংলাকে হিন্দু ও মুসলিম বাংলায় বিভক্ত করার দাবি করেন।[১০৯]

১৩ মে (১৯৪৭ খ্রীঃ) কলকাতা করপোরেশন বাংলাদেশ বিভাগের সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করে।[১১০] ১৪ মে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সার্বভৌম বাংলাদেশ ও সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক প্রস্তাবের নিন্দা করে বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, এই ধরণের একটি প্রস্তাব গ্রহণ করার অর্থ হল পাকিস্তান দাবির নিকট আত্মসমর্পণ করা। সুতরাং এই প্রস্তাবকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে হবে।[১১১]

১৫ মে (১৯৪৭ খ্রীঃ) নয়াদিল্লির খবরে জানা যায়, কংগ্রেস সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। অন্যদিকে লীগ হাইকমাণ্ডও এই ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ করে। লীগ হাইকমাণ্ড যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি ও শাসনতন্ত্রে ৫০ : ৫০ হারে প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয়। সুতরাং কংগ্রেসের ও লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

সোহরাওয়ার্দী-শরৎচন্দ্র বসু প্ল্যান প্রত্যাখ্যান করেন।[১১২] কিন্তু তা সত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দী ও শরৎচন্দ্র বসু তাঁদের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চালান। অবশেষে তাঁরা ২০ মে বিখ্যাত দলিল রচনা করে বাংলার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। এই দলিল রচনার পরেই কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ২৮ মে আকরম খাঁর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে সাম্প্রতিককালে বাংলার শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য যেসব প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে। এই প্রস্তাবে বলা হয়, প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অথবা লীগ কর্তৃক মনোনীত সাব-কমিটির এই সমস্ত প্রস্তাব নিয়ে কিছুই করার নেই। প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটি পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রতি তাদের সমর্থন ও জিন্নার নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে। আর একথাও প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটি মনে করে, ভারতের মুসলমানদের পক্ষ থেকে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ও আলোচনা চালানোর অধিকার কেবলমাত্র জিন্নারই রয়েছে এবং বাংলার মুসলমানেরা তার সিদ্ধান্তই মেনে নেবেন। এই সভাতেই বাংলার লীগ নেতৃত্ব সোহরাওয়ার্দী ও শরৎচন্দ্র বসুর প্রস্তাব সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[১১৩]

এই প্রস্তাব গ্রহণের পরে সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশেম আর বিশেষ কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। শরৎচন্দ্র বসুও কংগ্রেসের বিরোধিতার সামনে কোনই কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করতে পারেন নি। যদিও প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার তত্ত্ব প্রচার করেন। তিনি এই বিষয় নিয়ে ৩১ মে দিল্লিতে পুনরায় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলেন এবং বঙ্গভঙ্গ রদ করতে চেষ্টা করেন।[১১৪] কিন্তু সামগ্রিক পরিবেশ শরৎচন্দ্র বসুর অনুকূলে ছিল না। ১ জুন (১৯৪৭ খ্রীঃ) কলকাতাতে কংগ্রেস, হিন্দু-মহাসভা, নিউ বেঙ্গল এসোসিয়েশন ও অল ইণ্ডিয়া ডিপ্রেসড ক্লাসেস ইত্যাদি সংগঠন যুক্তভাবে একটি সভা করে। এই সভায় স্যার

যদুনাথ সরকার সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় কলকাতাকে রাজধানী করে বাংলায় একটি হিন্দুপ্রদেশ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১১৫]

ইতিমধ্যে হিন্দু-আইনজীবী প্রভাবিত বার লাইব্রেরীগুলো বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে মত ব্যক্ত করে।[১১৬] মার্চ-এপ্রিল (১৯৪৭ খ্রীঃ) মাসে অমৃতবাজার পত্রিকা Gallup Poll-এর মাধ্যমে এই পত্রিকার পাঠকদের মতামত গ্রহণ করে। ২৩ এপ্রিল Gallup Poll-এর যে ফলাফল প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায়, পাঠকদের মধ্যে শতকরা ৯৮·৩ ভাগ বাংলা বিভাগের পক্ষে মত দেয়।[১১৭] হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত প্রভাবশালী দৈনিক কাগজগুলো বঙ্গভঙ্গের পক্ষে জনমত গঠন করে।[১১৮] মোট কথা, বাংলার রাজনৈতিক হাওয়া তখন বঙ্গভঙ্গের অনুকূলে বইতে শুরু করে।

সপ্তম অধ্যায়

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রধান অধিনায়ক সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে হোম মেম্বার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। বাংলাদেশের কোন কোন মহলে এই আশঙ্কা ছিল হয়তো শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস-নেতৃত্ব বাংলাদেশ বিভাগে সম্মত নাও হতে পারেন। কারণ স্বাধীন বঙ্গদেশ গঠনের আন্দোলনে বাংলার কংগ্রেসের একটি অংশ যুক্ত ছিল। এই অবস্থায় ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল-জুন মাসে জওহরলাল নেহরুর ও সর্দার প্যাটেলের নিকটে অনেকেই বাংলাদেশ বিভাগের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে পত্র লেখেন, টেলিগ্রাম পাঠান ও তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন। সম্প্রতি সর্দার প্যাটেলের পত্রাবলি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বঙ্গভঙ্গের

বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যায়। বাংলার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে প্যাটেলের পত্রালাপ এবং সরকারী স্তরে প্যাটেলের কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, এই সময়ে সর্দার প্যাটেল বাংলাদেশ বিভাগ কার্যকরী করার ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বঙ্গভঙ্গের সমর্থকেরা প্রধানতঃ তাঁর ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। সর্দার প্যাটেলও তাঁদের নিরাশ করেন নি।[১৯]

অন্যদিকে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কংগ্রেস পাঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করায় স্বাধীন বঙ্গের সমর্থকেরা উদ্বিগ্ন হন। তাই ২৭ ফেব্রুয়ারী কলকাতা থেকে অখিল দত্ত সর্দার প্যাটেলের নিকটে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বলেন, বঙ্গভঙ্গের নীতি ভুল এবং পরাজয়ের মনোভাব থেকেই এই নীতির উদ্ভব। অখিল দত্তের টেলিগ্রামে বলা হয়ঃ "Partition of Bengal is fundamentally wrong on all grounds political economic cultural linguistic social. It is outcome of defeatist mentality and is misconceived remedy against communal government in Bengal"[২০] কিন্তু সর্দার প্যাটেল এই মনোভাবের সঙ্গে একমত ছিলেন না।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বেনামী ইস্তাহার সন্দেহপ্রবণতাকে প্রকট করে। কংগ্রেস মহল থেকে সন্দেহ করা হয়, মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা স্বাধীন বঙ্গকে 'আজাদ পাকিস্তান' রাষ্ট্র হিসেবে নামকরণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেনামে ইস্তাহার প্রকাশ করে বিলি করে। ৩০ এপ্রিল এই ধরণের একটি ইস্তাহার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতা নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারকে পাঠানো হয়। তাতে তাঁকে অবিলম্বে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে প্রচার বন্ধ করতে অনুরোধ করা হয়। এই ইস্তাহারে একথাও বলা হয়, মুসলমান যুবকেরা তাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে এই 'আজাদ পাকিস্তান' অর্জন করবে। স্বভাবতই এই সব ইস্তাহার বঙ্গভঙ্গের সমর্থকদের প্রচারে খুবই সহায়তা করে। ৮ মে (১৯৪৭ খ্রীঃ) নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার এই ইস্তাহারের একটি

কপি সর্দার প্যাটেলকে পাঠান।[১২১] ১৬ মে সর্দার প্যাটেল নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারকে লেখেন, এই ইস্তাহারে আমি বিস্মিত হই নি। যারা হিন্দুপ্রধান অঞ্চলকে মুসলিম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করতে চায় তারা যে-কোন পন্থা অবলম্বন করেই তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে চেষ্টা করবে। সর্দার প্যাটেলের পত্রখানি উদ্ধৃত করা হল: "The enclosures of the letter have not come to me as a surprise. Those who wish to include Hindu majority areas in Muslim provinces are bound to resort to all means, fair and foul, to secure their objective. They will create panic and intimidate people. The letters which you have enclosed are only intended to carry out this object."[১২২]

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সোহ্‌রাওয়ার্দীর কয়েকটি মন্তব্যে জাতীয়তাবাদী ও হিন্দু নেতৃবৃন্দ সোহরাওয়ার্দী প্রচারিত স্বাধীন বঙ্গের পরিকল্পনা সম্পর্কে আরও সন্দিহান হন। সোহরাওয়ার্দী যে কোন উচ্চ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাধীন বঙ্গের কথা বলেন নি, এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। ১১ মে ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এনকোয়ারি কমিটির চেয়ারম্যান কে. সি. নিয়োগী সর্দার প্যাটেলকে জানান, সোহরাওয়ার্দী একটি বিবৃতিতে এই হুমকি দেন যে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত হলে কলকাতায় আগুন জ্বলবে।[১২৩] তিনি সোহরাওয়ার্দীর বিবৃতি থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করেন: "A rich prize like this is not easily attained merely by brow-beating statements, and if Calcutta becomes a bone of contention, what will remain of it? In order that it should be a great city and the centre of commerce, trade and industry, it is necessary to have peace and security. Without peace and security the city will be next to nothing"[১২৪] সোহ্‌রাওয়ার্দীর এই মন্তব্য

উল্লেখ করে কে. সি. নিয়োগী আশা করেন, সর্দার প্যাটেল নিশ্চয়ই ভাইসরয়কে জিজ্ঞেস করবেন যে তিনি বাংলা সরকারকে কলকাতা শহরটি ধ্বংস করতে দেবেন কিনা? কে. সি, নিয়োগী দাবি করেন, এই বিবৃতির পরে বাংলার বর্তমান মন্ত্রীসভাকে বাতিল করা প্রয়োজন। আর তা বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পূর্বেই করা উচিত। কে. সি. নিয়োগী প্যাটেলকে লেখেন, এখন সকলের চোখই আপনার ওপরে রয়েছে। কারণ আপনিই কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করে বাংলা ও কলকাতাকে ধ্বংস ও রক্তপাত থেকে উদ্ধার করতে পারেন। কে. সি. নিয়োগীর ভাষায়ঃ "It is needless for me to say that all our eyes are turned towards you in the hope that you will not fail to take whatever action is possible to save Bengal and Calcutta from utter ruin and bloodshed."[১২৫]

কে. সি. নিয়োগীর পত্রের উত্তরে ১৩ মে প্যাটেল লেখেন, বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের ফলে সোহরাওয়ার্দী অনেকটা বিমর্ষ হয়ে পড়েন। কলকাতা যে পূর্ববঙ্গ থেকে পৃথক হবে তা নিশ্চিত। আমার ভয় হয়, সার্বভৌম স্বাধীন বাংলার দাবি একটি ফাঁদ, আর তাতে এমনকি কিরণশঙ্কর ও শরৎবাবুও ধরা পড়তে পারেন। বাংলার হিন্দুদের রক্ষা করবার একমাত্র পথ হল বাংলাদেশ বিভাগ করা। এইভাবেই মুসলিম লীগের বোধোদয় হতে পারে। আমি সোহরাওয়ার্দীর হুমকি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। এমনকি দেশভাগের সময়েও সোহরাওয়ার্দী এই হুমকিকে কার্যকরী করার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু আমাদের এই ধরণের দুর্যোগ প্রতিরোধ করার সমস্ত রকমের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। বর্তমানে প্রস্তাবিত ঘোষণা দু'সপ্তাহের জন্য পিছিয়ে যাওয়ায় এই ধরণের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি থাকবেই। সর্দার প্যাটেল লেখেনঃ "You must have noticed from the activities of Mr. Suhrawardy in Calcutta that he is considerably unnerved by the agitation of partition of Bengal

which is sure to separate Calcutta from Eastern Bengal which is destined to be the League portion of Pakistan if it persists in its demand. I am afraid this cry of a sovereign independent Bengal is a trap in which even Kiran Shankar [Roy] may fall with Sarat Babu. The only way to save the Hindus of Bengal is to insist on partition of Bengal and to listen to nothing else. That is the only way to bring the Muslim League in Bengal to its senses.

"I am aware of the threat which Suhrawardy has given in his statement and which he may try to execute in the event of partition, but we shall take all possible precautions to prevent such a catastrophe. At present unfortunately the proposed announcement has been postponed for a fortnight and during that period the tension and war of nerves will continue but there is no help."[১২৬]

১১ মে (১৯৪৭ খ্রীঃ) শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সর্দার প্যাটেলকে লেখেন, স্বাভাবিক কারণেই আমরা চূড়ান্ত পরিণতির জন্য উদ্বিগ্ন আছি। শরৎচন্দ্র বসু সার্বভৌম বাংলা গঠনের বিষয় নিয়ে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে আলোচনা করে অনেক ক্ষতি করছেন। হিন্দুদের পক্ষ থেকে শরৎবাবু কোনই সমর্থন পাননি এবং তাঁর একটিও জনসভায় ভাষণ দেবার সাহস হয়নি। আমি আশা করব, আপনি সার্বভৌম বাংলা গঠনের পরিকল্পনার প্রতি কোনই গুরুত্ব দেবেন না। যদি ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান অনুযায়ী একটি আলগা কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলেও বাংলায় আমাদের কোন নিরাপত্তা হবে না। পাকিস্তান হোক, কি না হোক, আমরা বাংলাকে দুটো প্রদেশে ভাগ করার দাবি করি। বর্তমানে এই পশ্চিমবঙ্গে গঠিত

নতুন প্রদেশের সীমানার মধ্যে বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী ডিভিসন এবং জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পরে সীমানা কমিশন থানা ভিত্তিক প্রদেশের চূড়ান্ত রূপ দেবে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই দাবিও করেন, ব্রিটিশ সরকার যে ঘোষণা করবে তার সঙ্গে বাংলার মন্ত্রীসভা বাতিলের বিষয়ও যুক্ত করতে হবে। তা না হলে নিদারুণ বিপর্যয় হবে। যদি মন্ত্রীসভাকে একদিনের জন্যও থাকতে দেওয়া হয় তাহলে এই প্রদেশের, বিশেষ করে কলকাতার অবস্থা ভয়াবহ হবে। যদি আঞ্চলিক মন্ত্রীসভা গঠন করতে দেরী হয়, তাহলে উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করে ৯৩ ধারা প্রয়োগ করা যেতে পারে। শ্যামাপ্রসাদ একই ধরণের পত্র জওহরলাল নেহরুকেও পাঠান।[১২৭] শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখিত পত্রখানি থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল: "We are naturally extremely anxious about the final developments. Sarat Babu is doing enormous mischief by trying to negotiate with Suhrawardy on the basis of sovereign Bengal. He has no support whatsoever from the Hindus and he dare not address one single public meeting. I hope you will not allow this idea of sovereign Bengal to be considered seriously by anybody······Even if a loose Centre as contemplated under the Cabinet Mission Scheme is established, we shall have no safety whatsoever in Bengal. We demand the creation of two provinces out of the present boundaries of Bengal—Pakistan or no Pakistan."[১২৮]

এই চিঠির উত্তরে ১৭ মে প্যাটেল শ্যামাপ্রসাদকে লেখেন, আপনার উদ্বিগ্ন হবার কোনই কারণ নেই। আমরা ভালোভাবেই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারব। বাংলার হিন্দুরা যদি দৃঢ়

থাকেন এবং আমাদের সমর্থন করেন তাহলে তাঁদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ হবে। সর্দার প্যাটেলের ভাষায় : "I do not think you need have any worry at all. You can depend on us to deal with the situation effectively and befittingly. The future of Hindus in Bengal is quite safe so long as they stand firm and continue to give us such support as only they can."[১২৯]

২৩ মে (১৯৪৭ খ্রীঃ) বিনয়কুমার রায় নামক এক ব্যক্তিকে প্যাটেল তাঁর চিঠির উত্তরে লেখেন, বাংলাকে ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যদি অ-মুসলমান জনসাধারণকে বেঁচে থাকতে হয় তাহলে বাংলাকে ভাগ করতেই হবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বাংলার অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। এই চিঠিতে প্যাটেল এই কথাও লেখেন, কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে কিরণশঙ্কর রায় কিছু করবেন বলে মনে হয় না। প্যাটেল লেখেন : "Bengal cannot be isolated from the Indian Union. Talk of the idea of a sovereign republic of independent Bengal is a trap to induce the unwary and unwise to enter into the parlour of the Muslim League. The Congress Working Committee is fully aware of the situation in Bengal, and you need not be afraid at all. Bengal has got to be partitioned, if the non-Muslim population is to survive."[১৩০]

১৬ মে (১৯৪৭ খ্রীঃ) শরৎচন্দ্র বসু একজন ম্যাজিষ্ট্রেটকে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন দপ্তরে নেবার ব্যাপারে অনুরোধ করে সর্দার প্যাটেলকে পত্র লেখেন। ২২ মে সে বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার পরে প্যাটেল শরৎবাবুকে লেখেন, আমি এই দেখে দুঃখিত যে, আপনি সারাভারতের রাজনীতি থেকে নিজেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন এবং এমনকি প্রাদেশিক রাজনীতিতেও আপনি আমাদের

সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখছেন না। বর্তমানের সঙ্কটজনক অবস্থায় আমাদের সকলের একসঙ্গে দাঁড়ানো উচিত। আমি আশা করব, আপনি সর্বভারতীয় ও প্রাদেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। প্যাটেল লেখেন: I am sorry to find that you have isolated yourself so completely from all India politics and even in provincial politics you have not kept in touch with us. In these critical times, we cannot afford to be standoffish and must pool our resources and take a united stand. Vital matters which will leave their mark on generations to come have to be settled, and in such settlement it behoves all of us to contribute our best to the combined strength of the Congress. I do hope that you will take a broader share in all-India politics and will keep us in touch with your activities both in regard to all-India and in regard to provincial politics."[১৩১]

২৭ মে শরৎচন্দ্র বসু এক দীর্ঘ পত্রে প্যাটেলকে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি লেখেন, গত ডিসেম্বর থেকেই অসুস্থতা ও অন্যান্য কারণে বিব্রত ছিলাম। এরমধ্যে যখনই কিছুটা সুস্থ ছিলাম তখনই আমি রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকি এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ দূর করতে নিজের সময় ও শক্তি নিয়োগ করি। আজকে অবস্থা এমন হয়েছে যে, সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা মুসলিম লীগেরই একচেটিয়া ব্যাপার নয়, বৃহৎ সংখ্যক হিন্দুদেরও তা আজ গ্রাস করেছে। দেশভাগ সম্পর্কে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততাকে আরও প্রসারিত করতে সাহায্য করে। তার ফলে হিন্দুমহাসভার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

শরৎচন্দ্র বসু লেখেন, •বিভিন্ন সময়ে আমি আমার বক্তিগত

অভিমত ব্যক্ত করেছি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক পাকিস্তানের ও দেশভাগের প্রস্তাব মেনে নেওয়াকে আমি দুর্ভাগ্যজনক মনে করি। আমি শারীরিক কারণে জনসভায় ভাষণ দিতে পারিনি ঠিকই। তা সত্ত্বেও আমি পশ্চিম ও পূর্ববাংলার জনমতের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আছি। একথা ঠিক নয়, বাঙালী হিন্দুরা সবাই দেশভাগ দাবি করেন। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই পূর্ববঙ্গের বেশীর ভাগ হিন্দু দেশভাগের বিরোধী। আর যদি পশ্চিমবঙ্গের কথা ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে, এখানে কংগ্রেস হিন্দুমহাসভাকে সমর্থন করায় দেশভাগের আন্দোলন জোরালো হয়েছে। তাছাড়া ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস থেকে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার ফলেই হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দেশভাগের দাবি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ আছে। যখন লোকেরা দেশভাগের পূর্ণ গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে, লোকেরা দেখবে যে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মাত্র বাংলার এক তৃতীয়াংশ পড়বে এবং বাংলার সমস্ত হিন্দু জনসাধারণের অর্ধেক এখানে থাকবে, তখন দেশভাগের পক্ষে সমর্থন হ্রাস পাবে। আমি স্বীকার করি, আমাদের একসঙ্গেই দাঁড়াতে হবে। কিন্তু তার সঙ্গে একথাও আমি বলতে চাই, ঐক্যবদ্ধ ভারতের জন্যই আমরা একসঙ্গে দাঁড়াবো। আমার আশঙ্কা হয়, বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগ সহ ভারত বিভাগের দাবিতে সম্মত হওয়ায় ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আমাদের সমালোচনা করবে। প্যাটেলকে লেখা শরৎচন্দ্র বসুর পত্রখানি নিম্নরূপ ছিল : "Isolation from all India politics has not been of my seeking. Health and other circumstances have been conspiring against me since December last. During intervals, when I had a little respite from illness, I did some political work and also devoted some of my time and energy to curbing to some extent communal frenzy. Today the position is that communal frenzy is not the monopoly of the Muslim

Leaguers ; it has also overtaken large sections of Hindus both Congressites and Mahasabhaites. The Congress stand regarding partition has been taken advantage of by the sections mentioned above to inflame communal passions further. It has also brought back the Hindu Mahasabha to life and considerably strengthened its position.

"I have given the public from time to time a very clear indication of my views I consider it most unfortunate that the Congress Working Commitee conceded Pakistan and supported partition. It is true that I have not been able to address public meetings yet for reasons of health ; but having been in close touch with public opinion both in West and East Bengal, I can say that it is not a fact that Bengali Hindus unanimously demand partition. As far as East Bengal is concernd, there is not the slightest doubt that the overwhelming majority of Hindus there are opposed to partition. As regards West Bengal, the agitation for partition has gained ground because the Congress came to the aid of the Hindu Mahasabha and also because communal passions have roused among the Hindus on account of the happenings since August last. The demand for partition is more or less confined to the middle classes. When the full implications of partition are realised and when people here find that all that they will get for Western Bengal province will be roughly

onethird of the area of Bengal and only about half of the total Hindu population in Bengal, the agitation for partition will surely lose support. I entirely agree with you that we should take a united stand ; but I shall say at the same time that the united stand should be for a united Bengal and a united India. Future generations will, I am afraid, condemn us for conceding division of India and supporting partition of Bengal and the Punjab."[১৩২]

২০ মের (১৯৪৭ খ্রীঃ) দলিল প্রকাশের পরেই ২১ মে সর্দার প্যাটেল কিরণশঙ্কর রায়কে একটি চিঠিতে লেখেন, খবরের কাগজের ও বিভিন্ন লোকমুখের সংবাদ শুনে মনে হয় কিছু ঘটতে যাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে আমরা অন্ধকারে আছি। আপনার ও শরৎবাবুর নাম এইসব অভিযোগের সঙ্গে যুক্ত আছে। আমি মনে করি, আপনার স্বার্থেই এইসব অভিযোগ বন্ধ করা প্রয়োজন। দেশভাগের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি কংগ্রেস সভ্যের কর্তব্য হল কংগ্রেসের নীতিকে সমর্থন করা। ব্যক্তিগত অভিমতকে সেই নীতির সঙ্গে খাপ-খাওয়াতে হবে। আশা করি একজন শৃঙ্খলাপরায়ণ কংগ্রেস সেবী হিসেবে আপনি এই পরামর্শ অনুধাবন করবেন। প্যাটেল লেখেন : "We are completely in the dark as to whether anything is transpiring, as is reported in the papers or alleged by various persons. Both your and Sarat Babu's names are implicated in these allegations, and I feel that it is in your interests to see that such rumours do not gain further currency. These are undoubtedly critical times, and the issue of partition is of paramount importance. It is incumbent on all Congressmen to set aside personal predilections and

to stand united on the official policy of the Congress. Individual expression of views must fit into that policy, and there should not be any discordant note. As a disciplined Congressman, I am sure you will appreciate this advice."[১৩৩]

এই পত্রের পরে কিরণশঙ্কর রায় কংগ্রেসের অফিসিয়াল লাইন অনুসরণ করেন। অবশ্য বঙ্গভঙ্গের ও স্বাধীন বঙ্গ গঠনের বিষয়ে কিরণশঙ্কর রায় দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। প্রথমে তিনি বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে উদ্যোগ গ্রহণ করলেও পরে স্বাধীন বঙ্গ গঠনের উদ্দেশ্যে শরৎচন্দ্র, সোহরাওয়ার্দী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনাতেও অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু প্যাটেলের এই পত্রের পরে কিরণশঙ্কর আর স্বাধীন বঙ্গের কথা উচ্চারণ করেন নি।

এই সময়ে বাংলার কংগ্রেস নেতাদের মনে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সম্পর্কে অভিযোগ লক্ষ্য করা যায়। ২৩ মে (১৯৪৭ খ্রীঃ) নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার একটি পত্রে প্যাটেলকে জানান, বাংলার প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতাদের এমন একটা মনোভাব রয়েছে যে, কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ বাংলার সমস্যাকে অবহেলা করেন। তাঁরা এই অভিযোগও করেন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সমস্যা আলোচনার জন্য বাংলার নেতাদের পর্যাপ্ত সময়ও দেন না। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার বাংলার নেতাদের এই মনোভাব প্যাটেলকে জানিয়ে বলেন, এই ধরণের মনোভাব থাকলে খুবই ক্ষতি হবে এবং তা দূর করা একান্ত দরকার। তিনি একথাও বলেন, বেশীরভাগ বাংলার অ-মুসলিম লীগ মহল ভারতীয় ইউনিয়নে থাকার পক্ষপাতী ও সার্বভৌম বাংলার বিরোধী।[১৩৪]

২৬ মে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের পত্রের উত্তরে প্যাটেল লেখেন, আমরা বাংলা থেকে নির্বাচিত কনষ্টিট্যুয়েন্ট এসেম্বলীর সদস্যদের ও কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছি। অবশ্য শরৎ বাবুকে বাদ দিয়ে। কারণ তিনি কেন্দ্র থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন

করেছেন। তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে একমত হতে না পারায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন।[১৩৫] প্যাটেল লেখেন, বাংলার নেতাদের এই কথা ভাবার কোনই কারণ নেই যে, আমাদের সঙ্গে সমস্যা আলোচনার সময়ে তাঁরা পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। যখন কোন গ্রুপ বা ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে আসেন আমরা তো তাঁদের পূর্ণ সুযোগ দেই। অবশ্য আপনি এই মনোভাব প্রকাশ করায় আমি খুশী হয়েছি। কারণ আমরা এই মনোভাব দূর করতে যথাসাধ্য করতে পারব।

প্যাটেল লেখেন, শরৎবাবু ও অন্যান্য ব্যক্তিদের চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলা দেখতে পাবে যে তার স্বার্থ ভারতের সঙ্গে যুক্ত থাকলেই রক্ষা করা যাবে। প্যাটেল লেখেন : "I have no doubt that Bengal will see, in spite of all efforts of Sarat Babu or other individuals, that its interests lie in not isolating itself from the rest of India. Let us hope there will be no treachery."[১৩৬]

২৮ মে (১৯৪৭ খ্রীঃ) সুরেন্দ্রনাথ সেন নামক একজন অবসরপ্রাপ্ত ডিস্ট্রিক্ট জজ কলকাতা থেকে প্যাটেলকে এক দীর্ঘ পত্রে লেখেন, সার্বভৌম বাংলার সমর্থকেরা বঙ্গভঙ্গের দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য খুবই সক্রিয় হয়েছে। কিছু কংগ্রেস নেতাও তাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এমনও গুজব শোনা যাচ্ছে, এই উদ্দেশ্যে অনেক অর্থও সংগ্রহ করা হয়েছে। কিছু এজেন্ট মারফৎ ভয়ভীতি ও নানারকম কথা ছড়ানো হচ্ছে। সুতরাং এদের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে হবে।[১৩৭]

১ জুন সুরেন্দ্রনাথ সেনকে প্যাটেল জানান, যারা বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনাকে নষ্ট করতে চায় তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে আমরাও সচেতন আছি। আমি মনে করি না তারা সফল হবে। মুসলিম লীগের লোকেরা এখন এক জাতির, এক সংস্কৃতির ও এক ভাষার কথা বলে বেড়াচ্ছে। কিন্তু গতকাল পর্যন্ত তারা ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন

সংস্কৃতির নামে শপথ নেয়। কেউ এই ফাঁদে পা বাড়াবে না। আমি মনে করি না কোন ভয়ের কারণ আছে। প্যাটেল লেখেন : We are aware of the danger arising from the activities of some people who are now trying to sabotage the scheme of partition of Bengal. But I do not think that that game will succeed. People in Bengal have seen through the whole game, and it is not likely that except for a few selfish individuals anybody will be taken in by the propaganda that is being carried on in the pompous name of a sovereign Bengal. The League people are now glibly talking of one race, one culture and one language; till yesterday they were swearing by their being a different nation, having a different language and a different culture. Nobody will fall into this trap in Bengal. Anyway, I do not think there is any cause for apprehension."[১৩৮]

৩ জুনের (১৯৪৭ খ্রীঃ) ঘোষণার পরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ৫ জুন বেঙ্গল কংগ্রেস এসেম্বলি পার্টির সহসম্পাদক বিমলচন্দ্র সিংহ প্যাটেলের নিকট এক দীর্ঘ পত্রে বাংলার অবস্থা আলোচনা করেন। তিনি লেখেন : বঙ্গভঙ্গের নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখে জাতীয়তাবাদীরা উৎফুল্ল, কিন্তু মুসলিম লীগ বিষণ্ণ। নাজিমুদ্দিন সমর্থিত সংবাদপত্র-সমূহ ৩ জুনের ঘোষণায় খুশী হলেও, সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের কাগজ 'ইত্তেহাদ' ৫ জুনের সম্পাদকীয়তে লেখে, বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করে জিন্না পূর্বপাকিস্তানকে পেছন থেকে ছুরি মারেন। বাংলার শিক্ষামন্ত্রী মোয়াজ্জেমউদ্দীন হোসেন বলেন, আমরা চেয়েছিলাম মাংস, কিন্তু পেলাম পাথর। এইসব তথ্য দিয়ে বিমলচন্দ্র সিংহ লেখেন, সুতরাং তাঁদের কথায় বিষণ্ণতার সুর বাজে, যুদ্ধের নয়।[১৩৯]

৫ জুন (১৯৪৭ খ্রীঃ) বি. এম. বিড়লা সর্দার প্যাটেলকে লেখেন : ভাইসরয়ের ঘোষণার ফলে অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটেছে তাতে আপনারই ইচ্ছার প্রতিফলন হয়েছে। তার ফলে হিন্দুদের ভালোই হবে এবং আমরাও সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত হতে পারবো। ভারতের বিভক্ত অঞ্চলে মুসলিম রাষ্ট্র হবে। আমরাও কি হিন্দুধর্মকে রাষ্ট্রীয়ধর্ম করে হিন্দুস্থানে একটা হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপন করার কথা বিবেচনা করতে পারি না? ভবিষ্যতে যে কোন আক্রমণের সম্মুখীন হবার জন্য দেশকে শক্তিশালী করতে হবে।

বিড়লা লেখেন, আপনি বঙ্গভঙ্গের প্রশ্নটি মীমাংসা করায় আমি খুবই খুশী হয়েছি। এখন মন্ত্রীসভা গঠনের প্রশ্ন উঠবে। কিরণশঙ্কর রায় পূর্ববঙ্গের লোক এবং সম্প্রতি তিনি যে মনোভাব প্রদর্শন করেন তার ফলে জনসাধারণ তাঁর ওপর খুশী নন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ এসেম্বলি পার্টির নেতা নির্বাচন করতে হবে এবং আপনাকে একজন যোগ্য লোককে এই পদের জন্য মনোনীত করতে হবে। যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে শ্যামাপ্রসাদই শক্তিশালী ব্যক্তি। শরৎচন্দ্র বসুর প্রভাব নষ্ট হয়েছে। আর সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের অনুগামীদের সংখ্যাও বেশী নয়। সুতরাং আমি আশা করব, ওয়ার্কিং কমিটি নেতা নির্বাচনের ব্যাপারে যথার্থ পরামর্শ দেবে। বি. এম. বিড়লা লিখিত পত্রখানি উদ্ধৃত করা হল : "Your kind letter of 1 June is to hand. I am so glad to see from the Viceroy's announcement that things have turned out according to your desire. It is no doubt a very good thing for the Hindus and we will now be free from the communal canker.

"The partitioned area, of course, would be a Muslim State. Is it not time that we should consider Hindustan as a Hindu State with Hinduism as the state religion? We have also to strengthen the

country so that it may be able to face any future aggression.

"I am very happy that the Bengal partition question has also been settled by you. The question of ministry would loom large in the near future. Kiran [Shankar Roy] comes from East Bengal and because of his recent attitude people are not very happy with him. But a leader of the Western Bengal Group Assembly Party has to be elected and you have to select a good man for that post. Of the many candidates none is strong enough except Syama Prasad [Mookerjee] Babu. Sarat has lost his position while Surendra Mohan Ghosh may not be able to command a majority of the following. I hope therefore the Working Commitee would give proper advice for the election of the leader of the Assembly Party."[১৪০]

১০ জুন প্যাটেল বিড়লাকে লেখেন : আমি স্বীকার করি বাংলার নেতৃত্বের প্রশ্নটি জটিল, কিন্তু এই প্রশ্ন প্রধানত বাঙালীদেরই সমাধান করতে হবে। আমি মনে করি না হিন্দুস্থানকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা সম্ভব। আমাদের ভোলা উচিত নয়, এই রাষ্ট্রে অনেক সংখ্যালঘু থাকবে এবং তাদের রক্ষার প্রধান দায়িত্ব আমাদেরই। রাষ্ট্র তো সকলেরই। প্যাটেল লেখেন : "I quite agree that Bengal leadership is very problematic, but that is a question largely for Bengalis to solve.

"I do not think it will be possible to consider Hindustan as a Hindu State with Hinduism as the state religion. We must not forget that there are

other minorities whose protection is our primary responsibility. The state must exist for all, irrespective of caste or creed.[১৪১]

১১ জুন (১৯৪৭ খ্রীঃ) সিমলা থেকে কে. সি. নিয়োগী বাংলাদেশ বিভাগের বিষয়ের ওপর বাংলার আইনসভার সদস্যদের ভোট গ্রহণের ফলাফল সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্যাটেলকে লেখেন, আমি সিমলাতে বসেই এমন সব অস্বস্তিকর খবর শুনতে পাই যে লীগপন্থীরা হিন্দুভোট কেনার জন্য অনেক টাকা খরচ করবে। খুবই দুঃখের কথা যে, এই সময়ে আমি সিমলাতে ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এনকোয়ারি কমিটির কাজে ব্যস্ত থাকায় কলকাতা থেকে দূরে আছি। শরৎ বসুর ও কিরণশঙ্কর রায়ের মনোভাব খুবই দুর্ভাগ্যজনক। যদি আইনসভার ভোটের ফলাফল ভিন্ন ধরণের হয়, তাহলে তাঁরাই প্রধানত দায়ী হবেন।[১৪২]

১৩ জুন প্যাটেল কে. সি. নিয়োগীকে লেখেন, বাংলাদেশ বিভাগের প্রশ্নে সদস্যদের ভোটদানের বিষয়ে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। আমি বিশ্বাস করি সবই ঠিক হবে। প্যাটেল লেখেন : "You need not be anxious about yourself. I am bearing the matter in my mind and will do what I can.

"As regards voting on the question of partition, we are taking necessary precautions. I feel confident that it will be all right."[১৪৩]

এইসব তথ্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, সর্দার প্যাটেল শুধু বাংলাদেশ বিভাগের পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি এই দাবিকে কার্যকরী করার ব্যাপারেও এক বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

অষ্টম অধ্যায়

কৃষক প্রজা পার্টি ও ফজলুল হকের মনোভাব

ভারতের সমস্যা সমাধানে কংগ্রেস ও লীগ যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় কৃষক প্রজা পার্টি তার সমালোচনা করে। ২৮ মে (১৯৪৭ খ্রীঃ) একশত কৃষক প্রজা নেতা ও কর্মী একটি আবেদন পত্রে প্রতিটি স্বদেশ-হিতৈষী ভারতীয়কে সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ বন্ধ করতে সাহায্য করতে বলেন। তাঁরা বলেন, আমরা স্বাধীনতার দ্বারদেশে এসে উপস্থিত। শীঘ্র ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে অর্পণ করা হবে। এক সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে জাতিকে যদি পরিচালনা করতে হয় তাহলে নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও উদারতা একান্ত প্রয়োজন। খুবই দুঃখের কথা আমরা বর্তমানে এক আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে লিপ্ত আছি। প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও স্বদেশহিতৈষী ভারতীয়ের কর্তব্য হল এই পাগলামী বন্ধ করা। যদি প্রতিটি ভারতীয়কে স্বাধীন দেশের মানুষের মত বাঁচতে হয় তাহলে অবিলম্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বন্ধ করা উচিত। প্রতিটি ভারতীয়ের প্রধান কর্তব্য হল ব্রিটিশকে ভারত পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা।[১৪৪]

কৃষক প্রজা নেতা ও কর্মীরা বলেন, কেউ কেউ ব্রিটিশ এদেশ ছেড়ে যাবার পূর্বেই ভারত বিভাগের দাবি করেন, আবার অনেকে ভারত বিভাগ যদি অবশ্যম্ভাবী হয় তাহলে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভাগের দাবি করেন। কিন্তু কৃষক প্রজা এই উভয় দাবিরই বিরোধিতা করে। কারণ এই সব বিভাগ মঙ্গলজনক হবে না। অন্যদিকে এই ব্যবস্থা ভারতের দেশরক্ষাকে দুর্বল করবে, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বৃদ্ধি করবে এবং ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব হ্রাস করবে। মুসলিম লীগ যদি ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে অস্বীকার করে তাহলে তারা এক বিকলাঙ্গ পাকিস্তান পাবে। এই বিকলাঙ্গ পাকিস্তানে মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে আমরা ভয়ে কম্পমান হই।[১৪৫]

কিন্তু কংগ্রেস ও লীগ কেউ নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে যেতে প্রস্তুত নয়। কৃষক প্রজা মনে করে, ভারতের দুরূহ ও জটিল সমস্যার সমাধানের উপায় হল ১৬ মের ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান সমস্ত দল কর্তৃক গ্রহণ করা। কংগ্রেস এই প্ল্যান গ্রহণ করে। কৃষক প্রজা কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের নিকট আবেদন করে বলে তারা যেন ব্রিটিশ সরকারকে এই প্ল্যান অবিলম্বে কার্যকরী করতে চাপ দেয়। প্রথমে মুসলিম লীগ এই প্ল্যান গ্রহণ করলেও, পরে এই প্ল্যান গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয়। দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য কৃষক প্রজা মুসলিম-লীগকে এই প্ল্যান গ্রহণ করতে অনুরোধ করে।[১৪৬]

যদি মুসলিম লীগ এই প্ল্যান গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাহলে কৃষক প্রজার দাবি হল, ঐক্যবদ্ধ ভারতে ঐক্যবদ্ধ বাংলা অথবা বিভক্ত ভারতে বিভক্ত বাংলা, এই প্রশ্নের ওপর পুনরায় নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হোক। কারণ গত নির্বাচনে কোন দলই এই প্রশ্নসমূহ উত্থাপন করেনি। বর্তমান আইনসভার বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের কোনই অধিকার নেই। নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলার জনসাধারণই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যাতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে সেজন্য বর্তমান মন্ত্রীসভাকে ভেঙ্গে দিতে হবে। প্রতিযোগী সমস্ত দলের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত সরকার এই নির্বাচন পরিচালনা করবে।[১৪৭]

কৃষক প্রজার মতে, ন্যায়নীতি ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য সমস্যা সমাধান করতে পারে। এই ধরণের রাষ্ট্রে ধর্মকে রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করতে হবে।[১৪৮] সুতরাং কৃষক প্রজা কোন রকম বিভাগের পক্ষপাতী ছিল না।

কৃষক প্রজা পার্টির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর ১১ মে একটি বিবৃতিতে ভারত ও বাংলাদেশ বিভাগের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, মুসলিম লীগের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী, হিংসা ও বিদ্বেষ প্রচার, গুণ্ডামীর আশ্রয় গ্রহণ এবং তারসঙ্গে তুলনা

বিহীন শাসনতান্ত্রিক অযোগ্যতা ও কলুষিত পদ্ধতি সংযুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশ বিভাগের দাবি উঠেছে। অধ্যাপক কবীর সোহরাওয়ার্দীকে অবিলম্বে দুটো ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন, যথা—প্রদেশের জন্য যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা এবং সমান অধিকার ও যৌথ দায়িত্বের ভিত্তিতে কংগ্রেস দলকে তাঁর ক্যাবিনেটে যোগদান করতে আমন্ত্রণ করা। তাহলেই সোহরাওয়ার্দী যে বাঙালীর জাতিগত ঐক্য ও ঐক্যবদ্ধ বাংলার কথা বলেন তার যথার্থতা প্রমাণিত হবে।[১৪৯]

তখন বাংলার মুসলিম রাজনীতিতে ফজলুল হক একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি না হলেও তাঁর প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্যণীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ফজলুল হক জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরোধিতা করতে শুরু করেন। তিনি ঐক্যবদ্ধ ভারত ও ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ বজায় রেখে শাসনতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম পাকিস্তান প্রস্তাবের অবাস্তব দিক প্রকাশ্যে উদ্‌ঘাটন করে মুসলমানদের সচেতন করার চেষ্টা করেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেন, বাঙালীর স্বার্থ সমগ্র ভারতের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের রাজনীতিতে যে সব ঘটনা ঘটে তিনি তার নিন্দা করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, একটানা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশভাগের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করছে। তাই তিনি খুবই বিচলিত হন। ঐক্যবদ্ধ ভারত বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তিনি আরও কিছুদিন ব্রিটিশ শাসন থাকার কথা বলেন। তিনি বিভক্ত ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতা করেন। তাঁর ধারণ ছিল, আরও কিছুদিন ব্রিটিশ শাসন রেখে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রশমিত করা সম্ভব হবে, হিন্দু ও মুসলমানের শুভবুদ্ধি ফিরে আসবে এবং তখন ঐক্যবদ্ধ ভারতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাবে। দেশভাগের সর্বনাশা রূপের কথা ভেবে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফজলুল হক যে বিবৃতি দেন তা মুসলিম লীগের নীতির বিরোধী ছিল। তিনি বলেন : Since those who have sown the wind are unable to control the whirlwind, there

must be an agitation calling upon H M G to rescind their deision of February 20 and allow India to proceed peacefully on the road of progress."[১৫০] যে পরিবেশে ভারত ও বাংলাদেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাতে ফজলুল হক গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন।[১৫১]

নবম অধ্যায়

কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য

কমিউনিস্ট পার্টির মতে, "ভারত বিভাগ ও বঙ্গভঙ্গ ধ্বনি স্বাধীনতার ধ্বনি নয়, ইহা হতাশা, বিক্ষোভ ও মৃত্যুর আলিঙ্গন।"[১৫২] কমিউনিস্ট পার্টি দাবি করে, মিলিতভাবে ঐক্যবদ্ধ ভারতের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সহ ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করতে হবে।[১৫৩] শান্তিপূর্ণভাবে যদি বাংলার ঐক্যকে রাখতে হয় তাহলে বাংলাদেশকে স্বেচ্ছামূলক ভারতীয় ইউনিয়ন বা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সংযুক্ত রাখতে হবে। ভারতীয় ঐক্য ও বাংলার ঐক্য বজায় রাখাই ছিল কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশ্য। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ আগষ্ট ও ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় কমিউনিস্টরা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে স্বেচ্ছামূলক ভারতীয় ইউনিয়ন গঠনের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব তা প্রত্যাখ্যান করেন।[১৫৪] কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে, ভারতবর্ষ হল সতেরোটি স্বাধীন জাতির এক পরিবার। 'ভারতবর্ষ হল একটি জাতি', কংগ্রেসের এই চিন্তাকে যেমন কমিউনিস্ট পার্টি গ্রহণ করেনি, তেমনি মুসলিম লীগের তত্ত্ব 'মুসলমানেরা একটি পৃথক জাতি', এই তত্ত্বও কমিউনিস্ট পার্টি গ্রহণ করেনি। কমিউনিস্ট পার্টির মতে, আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার সহ এই সতেরোটি সার্বভৌম জাতির স্বেচ্ছামূলক ভারতীয় ইউনিয়ন গঠন করলে ভারতের ঐক্যবদ্ধ রূপ বজায় রাখা সম্ভব হবে।

কমিউনিস্ট পার্টি অভিযোগ করে, কংগ্রেস সমগ্র ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করলেও এবং সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করলেও, আত্মনিয়ন্ত্রণের এই অধিকার ভারতের বিভিন্ন জাতিসমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে প্রস্তুত নয়। অন্যদিকে মুসলিম লীগ মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করলেও, তাদের স্বতন্ত্র বাসভূমিতে (অর্থাৎ পাকিস্তান রাষ্ট্রে) এমন সব অঞ্চল দাবি করে যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। তাছাড়া ভারতের বাকী অঞ্চলের সঙ্গে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণ করতেও লীগ অস্বীকার করে।[১৫৫] কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের স্বাধীনতার প্ল্যান সম্বন্ধে যে বক্তব্য রাখে তা এখানে উদ্ধৃত করা হল :

"(1) Immediate declaration of Indian independence by the British Government.

Transfer of power to a real All-India Constituent Assembly which will draft the terms of the Quit India Treaty and ask the British Government to accept the Treaty or to face the united struggle of all the Indian peoples.

"(2) The delegates of the All-India Constituent Assembly shall be elected by 17 Sovereign National Constituent Assemblies beasd on the natural homelands of various Indian peoples, viz Baluchistan, Pathanland, Sind, Western Punjab Central Punjab, Hindustan, Rajasthan, Gujerat, Maharashtra, Karnatak, Andhra, Kerala, Tamilnad, Orissa, Bengal, Assam and Bihar, and carved out of the existing artificially-made British provinces.

These seventeen National Constituent Assemblies shall be elected by universal adult franchise.

"(3) The right of full self-determination shall also extend to the peoples of Indian States not only as their inalienable right, but as an essential part of the plan of real Indian freedom for the final liquidation of British rule and its Princely agents.

Exercise of this right will enable the people of every state to decide their destiny and to rejoin their own brother people of British India in their own free homelands.

"The delegates of the All-India Constituent Assembly shall have no more authority than that of plenipotentiaries.

"Full and real sovereignty shall reside in the National Constituent Assemblies which will enjoy the unfettered right to negotiate, formulate and finally to decide their mutual relations within an independent India, on the basis of complete equality.

"Theirs shall be the final responsibility to raise and construct the constitutional structure of a Free India through their own free will, in the atmosphere of their own creation and as they desire to realise their own and the common interest best.

"The Communist Party guarantees to the Sikh people that in regard to the territory in which their own historic homelands lie, they would be able to exercise their right of self-determination together with the rest of the population of that territory.

"The Communist Party stands for a united and Free Bengal in a free India. Bengal as the common homeland of the Bengali Muslims and Hindus should be free to exercise its right of self-determination through a sovereign Constituent Assembly based on adult franchise and to define its relation with the rest of India.[১৭৬]

এই উদ্ধৃত অংশ থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য পরিষ্কার বোঝা যায়। এই মূল বক্তব্যকে অপরিবর্তিত রেখে পরে কমিউনিস্ট পার্টি যে সতেরোটি জাতীয় ইউনিট সুনির্দিষ্ট করে তা এখানে উল্লেখ করা হল : তামিলনাদ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, পাঠানস্থান, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হিন্দুস্থান, বিহার, আসাম, বাংলা এবং উড়িষ্যা। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যখন সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশেম ভারত হতে বিচ্ছিন্ন অবিভক্ত-স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের কথা বলেন, তা কমিউনিস্ট পার্টির নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি। কারণ তাঁরা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম মিলিত রাষ্ট্রের কথা বললেও, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই নীতি মানতে প্রস্তুত নন। প্রশ্ন হল : সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরা যে নীতি মানেন না তা তাঁরা বাংলায় হিন্দুদের ওপর কিভাবে চাপাতে পারেন? আর ভারত থেকে বিচ্ছেদ যদি বাধ্যতামূলক হয়, তাহলে বঙ্গভঙ্গ ঠেকানো কি করে সম্ভব? পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য লীগের দাবি হল এই যে, হিন্দু ও মুসলমান দুটো আলাদা জাতি। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে সোহরাওয়ার্দীর-আবুল হাশেমের প্রস্তাব অনুযায়ী উভয়েই একজাতি। মুসলিম লীগ ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ দাবি করে, অথচ ধর্মের ভিত্তিতে বঙ্গবিভাগ চায় না। কমিউনিস্ট পার্টি অভিযোগ করে, এই পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সোহরাওয়ার্দীর ও আবুল হাশেমের বক্তব্যে পাওয়া যায় না। উভয়েই ভারতীয়

ইউনিয়নের কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি। তাঁরা ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সংযোগবিহীন হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাংলাদেশ গঠনেই প্রয়াসী হন।[১৫৭]

কমিউনিস্ট পার্টি এই অভিযোগও করে, আবুল হাশেম ভারতীয় ও ইঙ্গ-মার্কিন মূলধনের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট পার্থক্যের সীমারেখাও টানেন নি। তিনি উভয় মূলধনকেই সমপর্যায়ে ফেলে উভয় মূলধনকে বাংলাকে দুর্বল ও অক্ষম রাখবার জন্য দায়ী করেন। অথচ বাংলায় নিযুক্ত সমস্ত মূলধনের শতকরা ৮৬ ভাগ হল ইঙ্গ-মার্কিন এবং ইউরোপীয় মূলধন। মাড়োয়ারী ও গুজরাটী মূলধনের পরিমাণ অনেক কম, অর্থাৎ শতকরা ১৪ ভাগ। তাছাড়া সারা ভারতে যত ইঙ্গ-মার্কিন মূলধন আছে তার শতকরা ৭৬ ভাগ রয়েছে বাংলাদেশে। সুতরাং বাঙালীর সঙ্গে অবাঙালীর সংঘাত থাকলেও এটাই মূল সংঘাত নয়। আসল সংঘাত হল ভারতবাসীর সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সংঘাত। যদি বাংলাদেশ ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে তাহলে ইঙ্গ-মার্কিন "মূলধনের শতকরা ৭৬ ভাগ ভারতীয় জনগণের অধিকাংশের আক্রমণের পাল্লার বাহিরে আসিয়া পড়িবে, তখন শুধু বাংলাদেশের উপর নজর রাখিলেই তাহার প্রভাব বজায় থাকিবে।"[১৫৮] কমিউনিস্ট পার্টি একথাও মনে করে : "বাংলাদেশ ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে মাড়োয়ারী এবং গুজরাটীর মূলধন হয়ত জব্দ করিতে পারিবেন। কিন্তু বাংলার শতকরা ৮৬ ভাগ মূলধন ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীর, আর ইহাদের হাতেই পৃথিবীর শক্তিশালী সামরিক যন্ত্র রহিয়াছে। সুতরাং তাহাদের হটাইবার কথা আগে চিন্তা করিতে হইবে। সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রধান কথা হইতেছে বাংলায় ইঙ্গ-মার্কিন মূলধন বাজেয়াপ্ত ও বাংলা হইতে বৃটিশ ফৌজ অপসারণ করা। একমাত্র এই ভিত্তিকেই স্বতন্ত্র বাংলার কোন অর্থ হয়।"[১৫৯]

আর একটি কথা বলা হয়, বাংলার হিন্দুরা সংখ্যায় এমন নয় যে, তাঁরা মুসলমান মেজরিটির চাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেন। এর জবাবে

কমিউনিস্ট পার্টি বলে, কংগ্রেসও সারা ভারতের ক্ষেত্রে একই যুক্তি প্রয়োগ করতে পারে।[১৬০] সোহরাওয়ার্দী যে বৃহত্তর বঙ্গের ঐক্যের কথা বলেন, সে বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টি একটি প্রশ্ন করেঃ বৃহত্তর বঙ্গ ভারতীয় ইউনিয়নের ভেতরে থাকবে, না বাইরে যাবে, তার মীমাংসার ভার বৃহত্তর বঙ্গের জনগণের স্বাধীন ভোটের ওপর ছেড়ে দিতে তিনি সম্মত আছেন কিনা? কিন্তু লীগ নেতারা তাতে রাজী না থাকায় কমিউনিস্ট পার্টি তার সমালোচনা করে। সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশেমের বক্তব্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে কমিউনিস্ট পার্টি তাঁদের বক্তব্যের দুর্বলতা উল্লেখ করে সিদ্ধান্ত করে, 'স্বাধীন ভারতেই স্বাধীন বাংলা সম্ভব।'[১৬১]

কিন্তু ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ মে থেকে ১৩ মের মধ্যে যখন মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশেম, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতা বাংলাদেশে এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রগঠনের জন্য আলোচনা করেন, তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক পি. সি. যোশী ও কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক ভবানী সেন একটি যুক্ত বিবৃতিতে এই বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাব ব্যক্ত করেন। সম্পূর্ণ বিবৃতিটি এখানে উদ্ধৃত করা হলঃ "ঐক্যবদ্ধ বাংলা গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনার জন্য মহাত্মা গান্ধী ও শরৎবাবুর সহিত মিঃ শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মৌঃ আবুল হাশেমের যে কথাবার্তা চলিতেছে, তাহাতে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে পরাস্ত করার নূতন পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। আমাদের মাথার উপর একটি নূতন বৃটিশ রোয়েদাদ ঝুলিতেছে। আমাদের ধারণা, লণ্ডনে ভারত বিভাগের ষড়যন্ত্র চলিতেছে। এই পরিকল্পনা যদি কার্যকরী হয় তাহা হইলে ইহা ভারতের সমস্ত সম্প্রদায় ও সমগ্র জনসাধারণের ভাগ্যে এক মহা বিপর্যয় ঘটিবে। কংগ্রেস ও লীগের চুক্তির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ বাংলা বৃটিশ পরিকল্পনাকে বানচাল করিয়া দিবে।

"ঐক্যবদ্ধ বাংলা সম্বন্ধে সংবাদপত্রে প্রকাশিত আলোচনা সাফল্য লাভ করিবে যদি উভয় পক্ষের নেতারা কমপক্ষে এই কয়টি বিষয়ে

একমত হন ঃ সার্বজনীন ভোট, যুক্ত নির্বাচন প্রথা, জমিদারি প্রথার অবসান, বিদেশী মূলধনকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা, ভারতের সঙ্গে এই বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্ক স্থির করিবার জন্য গণ-ভোট, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংযুক্ত ফ্রণ্ট বা মোরচা এবং সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠন। এই বিষয়গুলিতে কংগ্রেস-লীগ একমত হইলে এই 'সার্বভৌম' বাংলা নামতঃ ভারতবর্ষের বাকী অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ভারতেরই অংশ হইবে।

"এইভাবে কংগ্রেস-লীগ আপোস না হইলে বাংলাদেশ শুধু নামেই 'সার্বভৌম' হইবে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে ভারতের অন্যান্য অংশের সহিত এই ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশও কোন না কোন আকারে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের অধীনে থাকিয়া যাইবে; বাংলাদেশ বিভক্ত হইয়া যাইবে এবং বাঙ্গলার জাতীয় জীবন এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে যাহা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। এই উপলক্ষে যদি আপোস-আলোচনা ব্যর্থ হয় তাহা হইলে সমূহ বিপদ ঘনাইয়া উঠিবে।

"সুতরাং লীগমন্ত্রিমণ্ডলীর দায়িত্ব হইতেছে—হিন্দুদের ভয় ও সন্দেহ দূর করিবার জন্য তাঁহারা যে সকল রকমে চেষ্টা করিবেন সে সম্পর্কে হিন্দু জনসাধারণের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের দায়িত্ব হইতেছে এই যে, তাঁহারা যেন যুক্তফ্রণ্ট গঠন করিবার এই শেষ সম্ভাবনাকেও না হারান।

"আমরা কমিউনিস্টরা আশা করি যে, এই আলাপ আলোচনা সফল হউক। কারণ, বাংলায় এই সম্মিলিত মন্ত্রীসভার প্রতিষ্ঠা ভ্রাতৃসংঘর্ষের অবসান করিয়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও শান্তির পথ খুলিয়া দিবে। সঙ্গে সঙ্গে পরিপূর্ণ নাগরিক স্বাধীনতা অনতিবিলম্বে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং জনসাধারণের আন্দোলন সুস্থ ও সবল পথে পরিচালিত হইবে। ইহার ফলে বাংলার মন্ত্রিত্ব কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি ও সমস্ত গণসংগঠনের ঐক্যবদ্ধ জনসমর্থন অর্জন করিয়া কায়েমী স্বার্থের কবল হইতে বাংলার অর্থনীতিকে

বাঁচাইবার জন্য বলিষ্ঠ পন্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হইবে এবং খাদ্য, নিরাপত্তা, রুজি-রোজগার ও মানুষের উপযুক্ত মজুরীর জন্য সংগ্রাম-পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারিবে।

"বাংলার প্রশ্নে কংগ্রেস ও লীগের আপোস ভারতের রাজনীতিক জীবনে সুদূরপ্রসারী সাফল্য আনিয়া দিবে। ভারতের একটি পার্টির বিরুদ্ধে অন্য পার্টির বিরোধ সৃষ্টি করিয়া ১৯৪৮ সালের জুন মাসে যত কম ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়—সাম্রাজ্যবাদের এই চক্রান্তের মূলে বাংলার কংগ্রেস-লীগ মিলিত চুক্তি চরম আঘাত হানিবে। বাংলার সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ও লীগের এই যুক্ত পরিকল্পনা সাম্রাজ্যবাদের মোক্ষম জবাব। ইহা ১৯৪৮ সালের জুন মাসের ভিতরেই সাম্রাজ্যবাদকে পরিপূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতে বাধ্য করিবে।"[১৬২]

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কমিউনিস্ট পার্টি এই মনোভাবই ব্যক্ত করে।

দশম অধ্যায়

ভারত ও বাংলা বিভাগের পারকল্পনা গ্রহণ

অবশেষে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩ জুন ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে, ব্রিটিশদের হাত থেকে ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে অর্পণ করা হবে। এই ঘোষণায় ভারত বিভাগের কথা বলা হয়। তাছাড়া বাংলার ও পাঞ্জাবের সমস্যা উল্লেখ করে বলা হয়, এই দুটো প্রদেশের আইনসভার সদস্যরা দুটো অংশে বিভক্ত হয়ে পৃথকভাবে বসবেন। যেসব জেলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা তার সদস্যরা একটি অংশে বসবেন, আর বাকী অঞ্চলের সদস্যরা আর একটি অংশে বসবেন। এই দুটো অংশের সদস্যরা পৃথকভাবে বসে ভোট দেবেন : তাঁরা প্রদেশ ভাগের পক্ষে, না বিপক্ষে। কোন একটি অংশের বেশীর ভাগ সদস্য চাইলেই প্রদেশকে বিভক্ত করা হবে।[১৬৩]

এই ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার পর শরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেস ও লীগ

নেতাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে নিষেধ করেন।[১৬৪] কিন্তু কংগ্রেস ৩ জুনের ঘোষণা গ্রহণ করে। মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে ৩ জুনের ঘোষণার বিরোধী হলেও ৭ জুন তিনিও তা গ্রহণ করেন। ৯ জুন মুসলিম লীগও এই ঘোষণাকে গ্রহণ করে। এইভাবে ৯ জুনের মধ্যে কংগ্রেস ও লীগের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব ভারত বিভাগের এবং পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের প্রস্তাবের প্রতি তাঁদের সম্মতি জ্ঞাপন করেন।[১৬৫]

কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের বিরোধী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে এই পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চলায় কংগ্রেসের প্রভাবশালী মহল অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ৮ জুন নয়াদিল্লিতে মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনা সভায় যে ভাষণ দেন তাতেই এই তথ্য উদ্ঘাটিত হয়। অবিভক্ত সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে মহাত্মা গান্ধী বলেন, কেউ কেউ এই পরিকল্পনাকে দুরভিসন্ধিসূচক বলেন। হিন্দুরা ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁরা পশ্চিমবঙ্গকে পূর্ববঙ্গ থেকে পৃথক করতে চান। বাংলার মুসলিম লীগও ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের পরিকল্পনাকে পরিত্যাগ করেছে। তা সত্ত্বেও কিছু লোক এখনও ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের জন্য তৎপর আছেন। একথা বলা হয়, মহাত্মা গান্ধীর জন্যই তা সম্ভব হচ্ছে। মহাত্মা গান্ধী পরিষ্কার করে বলেন, সংশয়পূর্ণ কোন ব্যবস্থাকেই তাঁর পক্ষে সমর্থন করা সম্ভব নয়। তাঁকে বলা হয়েছে, ঐক্যবদ্ধ বাংলার পক্ষে ভোট সংগ্রহের জন্য জলের মত অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। তিনি বলেন, তিনি ঐক্যবোধকে মূল্যবান মনে করলেও তা সম্মান ও ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে অর্জন করার পক্ষপাতী নন। শরৎবাবুকে সমর্থন করার জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে শরৎবাবু তাঁর বন্ধু। তাঁর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপও হয়েছে। ৮ জুন মহাত্মা গান্ধী প্রদত্ত ভাষণ খবরের কাগজে যেভাবে প্রকাশিত হয় তা এখানে উদ্ধৃত করা হল : "Referring to the move for United Sovereign Bengal, Gandhiji in his post-prayer speech said, some people had told him that the move was a

sinister one. The Hindus were fed up and wanted to divide the Western from the Eastern Bengal. The Bengal Muslim League had also rejected the unity plan, but some people were still persisting with it and it was said to be due to the fact that he (Gandhiji) was behind the move.

"He wanted to make it clear that he could never support any questionable practice. He was told that money was being spent like water to buy votes in favour of united Bengal. He appreciated unity but not at the cost of honour and justice. He was taken to task for supporting Sarat Babu. He was undoubtedly his friend. He was in correspondence with him. But he would never be guilty of supporting anything that could not be publicly and honestly defended. That was his universal practice. He did not believe in questionable means even to secure a worthy end."[১৬৬]

ঐক্যবদ্ধ বাংলার সমর্থনে জলের মত অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, এই খবরের প্রতিবাদ করে ৯ জুন শরৎচন্দ্র বসু মহাত্মা গান্ধীকে এক তারবার্তা পাঠান এবং এই খবরের সত্যতা যাচাই করতে তিনি তাঁকে প্রকাশ্যে তদন্ত করতে অনুরোধ করেন।[১৬৭] তাছাড়া ৮ জুন মহাত্মা গান্ধী লিখিত যে পত্র শরৎচন্দ্র বসু পান তাতে তিনি জানতে পারেন, জওহরলাল নেহরু ও বল্লভভাই প্যাটেল অবিভক্ত-সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের বিরোধী। ১৪ জুন শরৎচন্দ্র বসু মহাত্মা গান্ধীর নিকট একটি পত্রে লেখেন, তাঁর বিশ্বাসের প্রতি তিনি এখনও অবিচল আছেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তিনি ঐক্যবদ্ধ বাংলার জন্য কাজ করে যাবেন। তখন মহাত্মা গান্ধী নয়াদিল্লির ভাঙ্গী কলোনীতে অবস্থান করেন। ১৪ জুন শরৎচন্দ্র বসু যে পত্রখানি মহাত্মা গান্ধীকে লেখেন, তা একটি মূল্যবান দলিল। তাই সম্পূর্ণ পত্রখানি এখানে উদ্ধৃত করা হল :[১৬৮]

June 14, 1947.

My dear Mahatmaji,

Your kind letter of the 8th instant was to hand yesterday afternoon. I note that both Jawaharlal and Vallabhbhai are dead against the proposal. As regards their opinion that it is merely a trick for dividing Hindus and Scheduled Caste-leaders, I cannot subscribe to it. Having had conversations with some Muslim League Leaders in and from January last and subsequently with some Congress leaders, I can say definitely and emphatically that there was nothing in the nature of trickery. I am unable to understand what Jawaharlal and Vallabhbhai mean by saying that they feel that money is being lavishly expended in order to secure Scheduled Caste votes. It is possible to deal with facts, but not with mere feeling or suspicion. I must say, however, that the feeling or suspicion that money is being expended to secure Scheduled Caste votes is entirely baseless.

My faith remains unshaken and I propose to work in my own humble way for the unity of Bengal. Even after the raging and tearing campaign that has been carried on in favour of partition, I have not the slightest doubt that if a referendum were taken, the Hindus of Bengal by a large majority would vote against partition.

The voice of Bengal has been stifled for the moment, but I have every hope that it will assert itself,

With pronams,

Yours affectionately,

Sd/- Sarat Chandra Bose.

শরৎচন্দ্র বসু জিন্নার সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। ৯ জুন শরৎচন্দ্র বসু একজন বিশেষ ব্যক্তিকে প্লেনে নয়াদিল্লিতে জিন্নার নিকট তাঁর পত্র পৌঁছে দেবার জন্য পাঠান। ৯ জুনের পত্রে শরৎচন্দ্র বসু জিন্নাকে ঐক্যবদ্ধ বাংলা বজায় রাখার জন্য লীগ সদস্যদের নিকট নির্দেশ পাঠাতে অনুরোধ করেন। এই পত্রখানিও উদ্ধৃত করা হল ঃ[১৬৯]

1, Woodburn Park, Calcutta,

9 June, 1947.

My dear Jinnah,

I have to thank you most sincerely for your courtesy and cordiality towards me and for the consideration you gave to my suggestions. Bengal is passing through the greatest crisis in her history, but she can yet be saved. She can be saved if you will kindly give the following instructions to Muslim members of the Bengal Legislative Assembly :

(1) At the meeting to be held of all members of the Legislative Assembly (other than Europeans) at which a decision will be taken on the issue as to which Constituent Assembly the province as a whole would join if it were

subsequently decided by the two parts to remain united, to vote neither for the Hindusthan Constituent Assembly nor for the Pakistan Constituent Assembly, and to make it clear by a statement in the Assembly or in the press or otherwise, that they are solidly in favour of Bengal having a Constituent Assembly of her own ;

(2) At the meetings of the members of the two parts of the Legislative Assembly sitting separately and empowered to vote whether or not the province should be partitioned, to vote solidly against partition.

The request I am making to you is in accordance with the views you expressed to me when we met. But it seems to me that if you merely express your views to your members and not give them specific instructions as to how to vote, the situation cannot be saved. I hope you will do all in your power to enable Bengal to remain united and to make her a free and independent state.

If Muslim members of the Bengal Legislative Assembly vote solidly as suggested in paragraphs (1) and (2) above, I think Lord Mountbatten will be compelled to convene another meeting of all members of the Assembly (other than Europeans) at which a decision can be taken on the issue as

to whether the province as a whole desires to have a Constituent Assembly of her own.

I shall be coming to Delhi again on the 13th or 14th and shall call on you on the 14th or 15th.

Thanking you and with kind regards,

Yours sincerely,
Sarat Chandra Bose.

কিন্তু জিন্নার সঙ্গে শরৎচন্দ্র বসুর আর কোন আলোচনা হয়নি। কারণ ইতিমধ্যে কংগ্রেস হাইকমাণ্ড শরৎ বসুর অবিভক্ত-স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে এবং মহাত্মা গান্ধী প্রকাশ্যেই বলেন, শরৎবাবুকে সমর্থন করার জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়।[১৭০]

অবশেষে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জুন শুক্রবার বাংলার আইনসভার সদস্যরা বাংলাদেশকে দুটো অংশে বিভক্ত করবার পক্ষে ভোট দেন। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের আবির্ভাব হয়।[১৭১] ২১ জুন মহাত্মা গান্ধী শরৎচন্দ্র বসুর পত্রের উত্তর দেন। পত্রখানি উদ্ধৃত করা হল ঃ[১৭২]

Hardwar
21. 6. 47

My dear Sarat,

I have a morning to myself here. I use it for writing two or three over due letters. This is one to acknowledge yours of 14th instant. The way to work for unity, I have pointed out when the geographical is broken,

Hoping you are all well,

Love,

Bapu.

এই পত্রের উত্তরে শরৎচন্দ্র বসু ২৭ জুন মহাত্মা গান্ধীকে লিখে জানান, যা ঘটেছে তা সত্ত্বেও আমাদের ঐক্যের মনোভাব বজায়

রাখার জন্য কাজ করতে হবে। তিনি লেখেন, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ঘটনাবলী তাঁকে খুবই বিচলিত করেছে। তাছাড়া কংগ্রেসের মত একটি মহান্ জাতীয় সংগঠন দ্রুত হিন্দু সংগঠনে পরিণত হওয়ায় শরৎচন্দ্র বসু বেদনা প্রকাশ করেন। ২৭ জুনের পত্রই অবিভক্ত-স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের বিষয় নিয়ে মহাত্মা গান্ধী-শরৎ বসু পত্রালাপের শেষ পত্র বলা চলে। এই পত্রখানি এখানে উদ্ধৃত করা হল :[১৭৩]

June 27, 1947.

My dear Mahatmaji,

I have to thank you for your kind letter of the 21st instant which was to hand on the 25th.

We have all to work for unity in spite of all that has happened. God alone knows whether our work will bear fruit.

I feel very upset over what is happening in the Frontier. You may remember I told you at Sodepore that I was afraid that the Frontier would pass into the hands of the Muslim League It grieves me to find that the Congress which was once a great national organisation is fast becoming an organisation of Hindus only.

I trust you are keeping well. I am so so.

With pronams,

Yours affectionately,
Sarat Chandra Bose.

এইভাবে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে সোহরাওয়ার্দীর ও আবুল হাশেমের পক্ষে যেমন বেশীদূর এগুনো সম্ভব হয়নি, তেমনি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের ফলেও শরৎচন্দ্র বসু তাঁর কল্পনাকে রূপ দিতে পারেন নি।[১৭৪]

সূত্র নির্দেশ

১. A. C. Banerjee & Dakshina Ranjan Bose (Compiled), The Cabinet Mission in India, Calcutta, 1946 ; Shyam Sundar Bose & Samarendra Nath Roy (Compiled), Distribution of Muslims in Bengal by Police Stations, Calcutta, 1947 ; C. H. Philips, The Evolution of India and Pakistan 1858 to 1947, Selected Documents, London, 1965 ; C. H. Philips & Mary Doreen Wainwright (Edited), The Partition of India, Policies and Perspectives 1935-1947, London, 1970 ; অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সঙ্কলিত), মন্ত্রী-মিশন ও পরবর্তী অধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৪৭ ; সন্তোষ ঘোষ, নোয়াখালী ও মহাত্মা গান্ধী, কলিকাতা, ১৯৪৭ ; নির্মলকুমার বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরী (এশিয়াটিক সোসাটিতে রক্ষিত) ; আকবর উদ্দীন, কায়েদে আযম, ঢাকা, ১৯৬৯, ৭০-৭৬ পরিচ্ছেদ ; অমলেন্দু দে, পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক, কলিকাতা, মে, ১৯৭২ ; অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলিকাতা, মে, ১৯৭৪ ।

২. Statement by H. S. Suhrawardy, in The Statesman, Calcutta, Wednesday, 9 April, 1947, p1 ; Statement by Sarat Chandra Bose, in The Statesman, Wednesday, 21 May, 1947, p. 7 ; এ. এস. এম. আবদুর রব, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা : ৬৩-৬৫ ; Kazi Ahmed Kamal, Politicians and Inside Stories, Dacca, 1970, pp. 67-70.

এ. এস. এম. আবদুর রবের ও কাজী আহমেদ কামালের গ্রন্থে সোহরাওয়ার্দী—শরৎ বসু প্ল্যান সম্পর্কে কোন বিস্তৃত আলোচনা নেই। তাঁরা খুবই সংক্ষেপে বিষয়টির উল্লেখ করেছেন মাত্র। ডঃ মযহারুল ইসলাম লিখিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ, ১৯৭৪) নামক বারোশ' পৃষ্ঠার তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থে এই বিষয়ের ওপর কোন আলোচনা নেই বললেই চলে। এই প্ল্যান সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর মনোভাব কি ছিল, লেখক তা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেননি। আকবর উদ্দীনও 'কায়েদে আযম' নামক গ্রন্থে এই বিষয় নিয়ে কোন আলোচনা করেননি।

৩. ভবানী সেন, বঙ্গভঙ্গ ও পাকিস্তান, কলিকাতা, মে, ১৯৪৭, পৃষ্ঠা : ৪

৪. ঐ ; Separate homeland for Bengali Hindus, Demand by N. C. Chatterjee, in Tribune, 4 March, 1947, p1 ; Amrita Bazar Patrika, Tuesday, 22 April, 1947, p.8 ; Hindusthan Standard, 20 April, 1947, pp. 8-12 ; Partition of Bengal a study of political, economic and financial implications of partition, by Statistician, Calcutta 1947, pp. 1-32 ; S. P. Chatterjee, The Partition of Bengal ; a geographical study, Calcutta, 1947. ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্গভঙ্গের দাবিকে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে New Bengal Association নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জী, শ্রীকুমার ব্যানার্জি, এস. এন. মোদক, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এ. সি. চ্যাটার্জী, New Bengal Association-এর প্রেসিডেন্ট হন (vide Amrita Bazar Patrika, 22 April, 1947, p.8).

৫. Speech by N. C. Chatterjee, in Amrita Bazar Patrika Saturday, 5 April, 1947, pp, 1, 3.

৬. Speech by Dr. S. P. Mookerjee, in Amrita Bazar Patrika, Sunday, 6 April, 1947, p. 3

৭. Resolution by Bengal Provincial Hindu Mshasabha Conference at Tarakeswar, 6 April, 1947, in Amrita Bazar Patrika, Monday, 7 April, 1947, pp. 1, 8.

৮. Resolution by Bengal Provincial Congress Committee April 4, at Calcutta, in Amrita Bazar Patrika, Saturday, 5 April, 1947, p1.

৯. Speech by Dr. S. P. Mookerjee, April 22, at New Delhi, in Amrita Bazar Patrika, Friday, 25 April 1947, p.7. এই সভায় মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জীও বক্তৃতা দেন।

১০. Resolution by British Indian Association, 29 March 1947 at Calcutta, in Amrita Bazar Patrika, Thursday, 3 April, 1947, p. 4.

১১. Statement by Suhrawardy in Statesman, Wednesday, 9 April, 1947, p. 1.

১২. Statement by Suhrawardy, in Statesman, Monday, 28 April, 1947, p. 1.

১৩. Ibid.

১৪. Ibid.

১৫. Ibid.

১৬. Ibid.

১৭. Ibid, p. 7.

১৮. Ibid.

১৯. Ibid.

২০ Ibid.

২১. Ibid.

২২. Ibid

২৩. Ibid.

২৪. Ibid.

২৫. Ibid.

২৬. Ibid.

২৭. Ibid.

২৮. Ibid.

২৯. Ibid.

৩০. Statement by Suhrawardy, in Statesman, Tuesday, 26 April 1947, p. 5.

৩১ Ibid.

৩২. Ibid.

৩৩. Ibid.

৩৪. Statement by Suhrawardy, in Statesman, Thursday 8 May, 1947, p. 1.

৩৫. Ibid, pp. 1, 8.

৩৬. The Nation, Calcutta, Tuesday, 21 February, 1950, p. 1. এই পত্রিকার সম্পাদকীয় বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু।

৩৭. Statement by S. C. Bose, 15 February, 1947, in The Nation, Sunday, 19 March, 1950, p.4. See Appendix A.

৩৮. Statement by S. C. Bose, in Statesman, Wednesday 21 May, 1947, p. 7.

৩৯. Ibid.

৪০. Ibid.

৪১. Formation of All Bengal Anti-Pakistan and Anti-Partition Committee, in Amrita Bazar Patrika, Saturday, 26 April, 1947, p. 4. এই কমিটির যাঁরা সভ্য ছিলেন : অখিলচন্দ্র দত্ত, ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম. এল. এ., সত্যরঞ্জন বক্সী, অনিল রায়, হেমচন্দ্র ঘোষ, ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, সত্য গুপ্ত, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, জ্যোতীষ জোয়ারদার, সুরেশচন্দ্র তালুকদার, নরেন্দ্র ব্যানার্জী, অশোকানন্দ বসু, রসোময় সুর, হেমেন্দ্রনাথ বসু, চারুচন্দ্র রায়, অধ্যাপক এস. কে. রায়, অধ্যাপক এ. সি দাশগুপ্ত, লালমোহন ঘোষ, রাখালচন্দ্র দত্ত, অশ্বিনীকুমার ঘোষ, যোগেন্দ্র দাস এম. এল. এ., আশুতোষ সিংহ, মনীন্দ্রকুমার রায়, জে. সি. গুপ্ত, এম. এল. এ., ইন্দুভূষণ বিদ, পূর্ণেন্দুশেখর বসু, প্রকাশচন্দ্র দাস এবং শ্রীমতী লীলা রায়। এই কমিটির অফিস ছিল : ৯৩/১, বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। (Ibid).

৪২. Statement by Abul Hashim, in Star of India, Calcutta, Wednesday, 30 April, 1947, p. 2.

৪৩. Ibid.

৪৪. Ibid.

৪৫. Ibid.

৪৬. Ibid.

৪৭. Ibid.

৪৮. Ibid.

৪৯. Ibid.

৫০. Ibid.

৫১. Ibid.

৫২. Ibid, p. 5.

৫৩. Ibid.

৫৪. Statesman, 29 April, 1947, p. 5.

৫৫. Ibid, 10 May, 1947 p. 1

৫৬. Ibid, 11 May, 1947, p. 9 ; 12 May, 1947, p. 1.

৫৭. Ibid, 13 May, 1947, p. 1.

৫৮. Speech by Mahatma Gandhi, in Statesman, Sunday, 11 May, 1947, pp. 1,9.

৫৯. Ibid.

৬০. Ibid.

৬১. Ibid.

৬২. Ibid. See Appendix B.

৬৩. Sarat Chandra Bose's Six-point Programme, in Statesman, Tuesday, 13 May, 1947, p. 1.

৬৪. Statesman, Wednesday, 14 May, 1947, p. 1.

৬৫. Ibid, Thursday, 15 May, 1947, p. 1.

৬৬. S. C. Bose's Letter to Mahatma Gandhi, in The Nation, Sunday, 30 January, 1949, p. 1.

৬৭. Plan for free, united Bengal, in Statesman, Friday, 23 May, 1947, p. 1 ; The Nation, 30 January, 1949, p. 1.

৬৮. Ibid.

৬৯, The Nation, 30 January, 1949, p. 8.

৭০. Ibid, p. 1.

৭১. Ibid, p. 8.

৭২. Statement by Khwaja Nazimuddin, in Statesman Wednesday, 23 April, 1947, p. 3.

খাজা নাজিমুদ্দিন বলেন : "It is my considered opinion that an independent sovereign Bengal is in the best interests of its people, whether Muslims or non-Muslims, and I am equally certain that partition of the province is fatal to the interests of Bengalis as such. I have always maintained that there is no limit to the progress and development of this province and its people if they are in a position to manage their own

affairs. Bengal has always received step-motherly treatment from the Centre and the rest of the provinces. Whenever I talk to my Hindu friends their one demand is : let Bengal settle its own affairs. The logical conclusion of this demand is recognition of sovereign status for Bengal. Then and then only can Bengalis settle their own affairs." (Ibid). অবশ্য নাজিমুদ্দিনের চিন্তাধারার সঙ্গে সোহরাওয়ার্দীর চিন্তাধারার পার্থক্য ছিল। নাজিমুদ্দিনের ধারণা ছিল, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ কার্যত পাকিস্তানই হবে। অবশ্য এই ধরনের উক্তি তিনি আর কখনও করেননি। কারণ জিন্না এই ধরনের পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন। আর লিয়াকত আলি ও নাজিমুদ্দিন ছিলেন জিন্নার সহযোগী। সুতরাং নাজিমুদ্দিনের এই উক্তিকে একটি বিক্ষিপ্ত উক্তি বলা যায়। সোহরাওয়ার্দীর সমর্থকেরা অনেকে বলেন, জিন্না ও লিয়াকত আলি সোহরাওয়ার্দীর স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনাকে আশীর্বাদ করেন। কিন্তু জিন্নার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ইস্পাহানি তাঁর গ্রন্থে পরিষ্কার করেই বলেন, জিন্না ও লিয়াকত আলি কখনই সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবকে সমর্থন করেননি। সোহরাওয়ার্দী জিন্নার অনুমতিও নেননি। ইস্পাহানি একথাও লেখেন, সারাভারত লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা যখন এই প্রস্তাবের সমালোচনা করেন তখন সোহরাওয়ার্দী একথা কখনই বলেননি যে, তাঁর সঙ্গে শরৎ বসুর যে আলোচনা হচ্ছে তা জিন্নার অনুমতি নিয়েই হচ্ছে। (Vide M. A. H. Ispahani, Quaid-E-Azam Jinnah As I knew him, Karachi, 1966).

৭৩. Statement by Nurul Amin, in Statesman, Monday, 12 May, 1947, p. 5 ; 13 May, 1947, p. 1 ; দৈনিক আজাদ, মে, ১৯৪৭।

১৩ মে (১৯৪৭ খ্রীঃ) বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যকরী সম্পাদক মহম্মদ হবিবুল্লাহ বাহার, এম. এল. এ. একটি বিবৃতিতে বলেন, হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্য প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি মওলানা আকরম খাঁর সভাপতিত্বে এবং সোহরাওয়ার্দীর উপস্থিতিতে সম্প্রতি একটি কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটিই বাংলার ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্র নিয়ে হিন্দু নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করবে। এই কমিটির উদ্দেশ্য হল কোন ব্যক্তিকেই, তিনি যত উচ্চপদেই থাকুন না কেন, এই জটিল

বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে না দেওয়া। বাহার বলেন, তিনি ২৫ মে লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা কলকাতাতে এবং ৩১ মে লীগ কাউন্সিলের সভা ফরিদপুরে ডেকেছেন। এই সভাগুলোতে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার বিষয় আলোচিত হবে। (vide Statement by Mohamed Habibullah Bahar, in Statesman, 14 May, 1947, p. 5). এই তথ্য থেকে বোঝা যায় প্রাদেশিক লীগ নেতৃত্ব সোহরাওয়ার্দীকে এই বিষয় নিয়ে হিন্দু নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে দিতে চাননি। প্রাদেশিক নেতৃত্ব নিজেদের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা বজায় রাখেন।

৭৪ Statesman, 14 May 1947, p. 5 ; 15 May, 1947, p. 6 ; 17 May, 1947, p 1.

৭৫. Statement by M. A. Jinnah, in Statesman, 1 May, 1947 ; দৈনিক আজাদ, ১-৩ মে, ১৯৪৭। See Appendix C.

৭৬. Statement by Nurul Amin, in Statesman, 12 May, 1947 p. 5 ; দৈনিক আজাদ, ১২-১৩ মে, ১৯৪৭।

৭৭. Statement by Moulana Mohamed Akram Khan, in Star of India, Monday. 5 May, 1947, p. 2 ;

৭৮. Ibid ; দৈনিক আজাদ, ৫-৬ মে, ১৯৪৭। See Appendix D.

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ জাতীয়তাবাদী নেতা থেকে কিভাবে মুসলীম লীগ রাজনীতিতে প্রবেশ করেন, সে বিষয়ে এক সংক্ষিপ্ত ও তথ্যবহুল আলোচনা ডাঃ আবুল কাসেম লিখিত 'বাঙ্গলার প্রতিভা' (কলিকাতা, বৈশাখ, ১৩৪৭) নামক পুস্তিকায় পাওয়া যায় (দ্রঃ পৃষ্ঠা : ৯-২৪)। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১২৮3 সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে) আকরম খাঁ পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশপরগণা জেলার হাকিমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন (ঐ, পৃষ্ঠা : ৯)

৭৯. Statement by Moulana Akram Khan, in Statesman, Thursday 15 May, 1947, p. 6.

৮০. Ibid.

৮১. Ibid.

৮২. Ibid.

৮৩. Ibid ; দৈনিক আজাদ, ১৫—১৬ মে, ১৯৪৭।
See Appendix E.

৮৪. Statement by J. N. Mandal, in Statesman, 23

April, 1947, p. 3. See Appendix F. এই সময়ে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বাংলার বিভিন্ন জেলাতে সভা করে তপশীলী সম্প্রদায়কে কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভার ও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে চেষ্টা করেন। এপ্রিল-মে মাসে তিনি বিভিন্ন জেলা সফর করেন।

৮৫. Statement by Moulana Akram Khan, in Statesman, Tuesday, 20 May, 1947, p. 8.

৮৬. Ibid.

৮৭. Ibid. হবিবুল্লাহ্ বাহার বলেন: "Mr. Jinnah told us in unequivocal terms that he did not authorize anyone to make any commitment on behalf of the Muslim League" (Ibid).

৮৮. Statement by Abul Hashim, in Statesman, Saturday, 17 May, 1947, p. 8

৮৯. Ibid.

৯০. Ibid. See Appendix G.

৯১. Statesman, 28 April, 1947, p. 7.

৯২. Statement by N. C. Chatterjee, in Statesman, 29 April, 1947, p. 5.

৯৩. Statesman, April—May, 1947.

৯৪. Statement by N. R. Sarkar, in Statesman, Thursday, 1 May, 1947, p 5.

৯৫. Ibid.

৯৬. Ibid.

৯৭. Ibid. See Appendix H.

৯৮. Statement by Dr. Rajendra Prasad, in Statesman, 1 May, 1947, p. 7. See Appendix 1.

৯৯. Dr. S. P. Mookerjee's rejoinder to Suhrawardy and statement by Surendra Mohan Ghosh, in Statesman, Friday, 2 May, 1947, p. 4. সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের বিবৃতিটি যেভাবে কাগজে প্রকাশিত হয় তা এখানে উদ্ধৃত করা হল: Mr. Surendra Mohan Ghosh, President of the Bengal Provincial Congress

Committee, commenting on the recent statement issued from Delhi by Mr. Suhrawardy (Chief Minister of Bengal) opposing the partition of Bengal, says that "over and above the ghost of communalism, he (Mr. Suhrawardy) has evoked the ghost of provincialism and has added a note of threat at the end of his statement. This is not the way to prevent partition."

"An undivided Bengal in a divided India is an impossibility. Let Mr. Suhrawardy repudiate the two-nation theory and abandon communalism, and he will be able to prevent the partition of Bengal.

"Even now we (Congress) hope that this is a temporary phase. We started our politics with an agitation to annul partition, and we hope we shall again have to annul this partition.

"We, too, dream of a united and greater Bengal in a united India. We have lived for it, worked for it, and suffered for it. We shall continue to do so till the temporary partition is annulled and we have achieved an undivided and free Bengal in an undivided free India." (Ibid). ১মে (১৯৪৭ খ্রীঃ) সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ নয়াদিল্লি থেকে এই বিবৃতি দেন।

১০০. Ibid.

১০১. Gandhi-Jinnah talks on Division of India, in Statesman, Wednesday, 7 May, 1947, p. 1.

মহাত্মা গান্ধী ও জিন্না ভারত বিভাগের প্রশ্নে একমত হতে না পারলেও, তাঁরা দুজনেই সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে একমত হন এবং যুক্তভাবে আবেদনও করেন (Ibid).

১০২. Dr S. P. Mookerjee's Cable to Lord Listowel, in Statesman, Thursday, 8 May, 1947, p. 8.

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর তারবার্তায় বলেন: "Pending the creation of a separate province, we urge the immediate

dissolution of the Bengal Ministry, which has completely failed to maintain peace and security, and has forfeited the confidence of the Hindus. We demand the immediate establishment of two zonal Ministries in Bengal for the interim period. We have already urged our viewpoint before the Viceroy and prominent members of the Interim Government." (Ibid)

১০৩. Amrita Bazar Patrika, 25 April, 1947, p. 7.

১০৪. Cable to Lord Listowel by Sir Jadunath Sarkar and others, in Statesman, 8 May, 1947, p. 8.

১০৫. Ibid ; Hindusthan Standard, 8 May, 1947, p. 3. এই টেলিগ্রামের কপি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও স্যার জন এণ্ডারসনকেও পাঠানো হয় (vide Hindusthan Standard, 8 May, 1947, p. 3.) শ্রীঅরবিন্দ বঙ্গভঙ্গের সমর্থন করেন (vide Tribune, 7 May, 1947, p. 9.) বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভক্ত করা সম্পর্কে ধারাবাহিক ভাবে 'ট্রিবিউন' কাগজে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাতে তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় (vide Tribune, May, 1947).

১০৬. Resolution by Bengal Association at Patna, in Statesman, Tuesday, 27 May, 1947, p. 8.

১০৭. Statement by Dr. Amiya Chakravorty, in Sunday Amrita Bazar Patrika, 1 June, 1947, p. 6.

১০৮. Speech by Sir Jadunath Sarkar, in Amrita Bazar Patrika, Monday, 2 June, 1947, pp. 1, 7 ; 'Basic Principles of Formation of New West Bengal Province', an article, by Sir Jadunath Sarkar, in Hindusthan Standard, 8 July, 1947, p. 4 ; Basic Principles of Formation of two Provinces, Sir Jadunath Sarkar's Memorandum to Boundary Commission, Case of Rajshahi and Maldah, in Hindusthan Standard, 19 July, 1947, p. 7.

১০৯. Resolution by Bengal Provincial Depressed Classes League, in Statesman, Friday, 9 May, 1947, p. 4.

১১০, Resolution by Calcutta Corporation, in Statesman, Wednesday, 14 May, 1947, p. 1.

স্টেটসম্যান কাগজে খবরটি এইভাবে প্রকাশিত হয়: "With the unanimous support of Congress and Hindu Mahasabha Councillors, the resolution tabled by 37 members of Calcutta Corporation in support of the move for the partition of Bengal was passed at the adjournment meeting of the Municipality yesterday. All Muslim Councillors stayed away from the meeting which was closed to the public but not to the Press. Two European members, who attended, refrained from voting." (Ibid)

বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে প্রস্তাব উত্থাপন করেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও সমর্থন করেন গণপতি স্থর। মেয়র এস. সি. রায়চৌধুরী ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রস্তাবের সমর্থনে ভাষণ দেন (Ibid).

১১১. Statement by Dr. S. P. Mookerjee, in Statesman, 15 May, 1947, p. 6.

১১২. Statesman, Friday, 16 May, 1947, pp. 1, 5.

১১৩, Resolution by Bengal Provincial Muslim League, in Statesman, Friday, 30 May, 1947, p. 8, ; দৈনিক আজাদ, ৩০—৩১ মে, ১৯৪৭। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রস্তাব এইভাবে কাগজে প্রকাশিত হয়: The Working Committee of the Bengal Provincial Muslim League on Wednesday adopted a resolution dissociating itself from the recently published proposals for the settlement of a Constitution for Bengal. Maulana Akram Khan presided, 24 out of 27 members attending. The resolution stated that neither the Working Committee nor the Sub-Committee appointed by it had anything to do with the proposals.

The Committee reiterated its adherence to the League demand for Pakistan and full confidence in the leadership of Mr. Jinnah and declared that "he alone is the authority

to negotiate and settle the future Constitution on behalf of Muslims of India as a whole, and Muslims of Bengal shall stand by his decision."

The proposals referred to emerged from discussions between H. S. Suhrawardy, Chief Minister, Bengal, and Mr. Sarat Chandra Bose and some provincial League and Congress leaders. (Statesman, 30 May, 1947).

২৭ মে ঢাকার মুসলিম নাগরিকেরা একটি সভা করে অবিভক্ত-স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনাকে সমালোচনা করেন এবং জিন্নার প্রতি তাঁদের আস্থা জ্ঞাপন করেন (Statesman, 1 June, 1947 p. 9)

১১৪. Statement by S. C. Bose, in Statesman, 2 June, 1947, p. 5. ৩১ মে শরৎচন্দ্র বসু বলেন : "I do not say that Bengal should remain outside the union. What I say is that only a free Bengal can decide her relations with the rest of India." (Ibid)

১১৫. Statesman, 3 June, 1947, p. 9.

১১৬. Amrita Bazar Patrika, April-June, 1947; গোপালচন্দ্র দে, আমার জীবন (অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা), মাদারীপুর, ১৯৭৪।

সম্প্রতি শ্রীগোপালচন্দ্র দে লিখিত স্মৃতি কথা 'আমার জীবন' (হস্তলিখিত ৪২৬ পৃষ্ঠা) আমি সংগ্রহ করেছি। এই অপ্রকাশিত স্মৃতি কথায় পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের এক বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। লেখক পেশায় আইনজীবী এবং দীর্ঘ ৭৪ বৎসর ধরে পূর্ববাংলার ফরিদপুর জেলায় আছেন। কখনও দেশ ত্যাগ করেননি। এখনও তিনি মাদারীপুর কোর্টে প্রাকটিস করেন। যেদিন মাদারীপুর বার লাইব্রেরীতে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয় সেদিন তিনি বাদে সমস্ত হিন্দু আইনজীবীরা দেশভাগের পক্ষে ভোট দেন। তিনি লেখেন, এই সময়ে অধিকাংশ বার লাইব্রেরী বাংলাদেশ ভাগের পক্ষে মত দেয় (দ্রঃ আমার জীবন, পৃষ্ঠাঃ ২৮০-২৮১)

১১৭. Amrita Bazar Patrika, Wednesday, 23 April, 1947, p. 1. অমৃতবাজারের পাঠকদের জন্য ২৩ মার্চ Gullup Poll-এর প্রশ্ন প্রকাশিত হয়। ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত তা চলে। ২৩ এপ্রিল ফলাফল প্রকাশিত হয় :

Yes—5, 25, 170

No—3, 205

98·3 p. c. voted in favour of Bengal Partition, 0. 6% voted against partition. (Ibid)

১১৮. Amrita Bazar Patrika, আনন্দবাজার পত্রিকা, Hindusthan Standard, যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকার ফাইল দ্রষ্টব্য।

১১৯. Durga Das (Edited), Sardar Patel's Correspondence 1945-50, vol. IV, Ahmedabad, 1972.

১২০. Ibid, p. 30.

১২১. Ibid, pp. 36-37.

১২২. Ibid, p. 37.

১২৩ Ibid, p. 38.

১২৪. Ibid, Quoted.

১২৫. Ibid, p. 39.

১২৬. Ibid, pp. 39-40.

১২৭. Ibid. pp. 40-41

১২৮. Ibid, p. 40.

১২৯. Ibid, p. 41

১৩০. Ibid, pp. 42-43.

১৩১. Ibid, pp. 43-45.

১৩২. Ibid, pp. 45-46.

১৩৩. Ibid, pp. 46 47.

১৩৪. Ibid, pp. 48-49.

১৩৫. Ibid, pp. 49-50.

১৩৬. Ibid, p. 50.

১৩৭. Ibid, pp. 50-51

১৩৮. Ibid, p. 52.

১৩৯. Ibid, pp. 52-54.

১৪০. Ibid, pp. 55-56.

১৪১. Ibid, pp. 56-57.

১৪২. Ibid, pp. 57-58.

১৪৩. Ibid, p 58.

১৪৪. Krishak Proja's Appeal, in Statesman, Thursday 29 May, 1947, p, 5; in Amrita Bazar Patrika, Friday, 30 May, 1947; in Hindusthan Standard, 29 May. 1947, p. 4.

১৪৫. Ibid.

১৪৬. Ibid.

১৪৭. Ibid.

১৪৮. Ibid. **See Appendix J**

এই সময়ে নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতির অর্গানাইজিং সেক্রেটারী ছিলেন জাহাঙ্গীর কবীর। এই সময়ে কৃষক প্রজা সমিতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে ও সোস্যালিষ্ট স্টেট প্রতিষ্ঠার পক্ষে মনোভাব ব্যক্ত করে। জাহাঙ্গীর কবীর বিভক্ত ভারতে ও বিভক্ত বাংলায় মুসলমানদের অবস্থা নিয়েও আলোচনা করেন (vide Muslims in Mutilated Pakistan, an article, by Jehangir Kabir, in Hindusthan Standard, 7 May. 1947, p. 4; Hindusthan Standard, 16 May, 1947, p. 3).

১৪৯. Statement by Prof. Humayun Kabir, in Statesman, 13 May, 1947, p. 4; Hindusthan Standard, 13 May, 1947, p 5. **SeeAppendix K**

১৫০. অমলেন্দু দে, পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক, কলিকাতা, মে, ১৯৭২, পৃষ্ঠা : ২১৬-২১৭

১৫১. ঐ

১৫২. ভবানী সেন, বঙ্গভঙ্গ ও পাকিস্তান, পৃষ্ঠা : ১৯

১৫৩. ডঃ জি. অধিকারী, পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য, কলিকাতা, ১৯৪৪; পি. সি. যোশী, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অভিযোগের উত্তরে কমিউনিস্টদের জবাব, কলিকাতা, ১৯৪৫; পি. সি. যোশী, কংগ্রেস-লীগ মিলনের পথে স্বাধীন হও, কলিকাতা, ১৯৪৬; ভবানী সেন, মুক্তির পথে বাংলা, কলিকাতা, ১৯৪৬; ক্যাবিনেট মিশনের নিকট পার্টির মেমোরেণ্ডাম, কমিউনিস্ট পার্টির পুস্তিকা, কলিকাতা, ১৯৪৬; জি. অধিকারী, সাম্রাজ্যবাদের অভিনব ষড়যন্ত্র, কলিকাতা, ১৯৪৬; রজনী পাম দত্ত, বিভেদ নীতির নূতন পালা, কলিকাতা, ১৯৪৬। এই সব গ্রন্থে ও পুস্তিকায় কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধকালীন নীতি ও কর্মসূচীর ও যুদ্ধোত্তর যুগের বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

১৫৪. ভবানী সেন, বঙ্গভঙ্গ ও পাকিস্তান, পৃষ্ঠা : ১০

১৫৫. P. C. Joshi, For the Final Bid For Power, Freedom Programme of Indian Communists, Bombay, December, Year (?), pp. 8-11, 105-106.

১৫৬. Ibid, pp. 105-106.

১৫৭. ভবানী সেন, বঙ্গভঙ্গ ও পাকিস্তান, পৃষ্ঠা : ৩৬-৪০

১৫৮. ঐ, পৃষ্ঠা : ৪৫-৪৭.

১৫৯. ঐ, পৃষ্ঠা : ৪৭

১৬০. ঐ, পৃষ্ঠা : ৩৮-৩৯

১৬১. ঐ, পৃষ্ঠা : ৪৯-৫১.

১৬২. ঐ, পরিশিষ্ট।

১৬৩. His Majesty's Govt. Plan, 3 June, 1947, Statesman, Wednesday, 4 June, 1947 ; C. H. Philips, op cit.

১৬৪. Statesman, Monday, 9 June, 1947, p. 5.

১৬৫. Ibid, 10 June, 1947, p. 1 ; Amrita Bazar Patrika, 8 June, 1947, p. 1, 9 and 10 June, 1947.

ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের ওপর ভারত বিভাগের ফলাফল কি হতে পারে, এই বিষয় নিয়ে জি. ডি. বিড়লা একখানি পুস্তিকা রচনা করে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তা প্রকাশ করেন। ভারতের এক বৃহৎ শিল্পপতি কিভাবে বিষয়টি দেখেন তা এই পুস্তিকা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। এই পুস্তিকাখানি ভারতীয় নেতাদের নিকট বিড়লা পাঠিয়ে দেন। ভারত বিভক্ত হলে অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হতে পারে এমন আশঙ্কার যে কারণ নেই, লেখক সে চিত্রই এখানে তুলে ধরেন। (vide G. D. Birla, Basic Facts Relating to Hindustan and Pakistan, New Delhi, 1947.)

বাংলাদেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পরে হিন্দু সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের হিন্দু প্রধান অঞ্চলগুলো পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য চেষ্টা করেন। এই বিষয়ে স্যার যদুনাথ সরকার ও ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার কয়েকটি বিবৃতি দেন। স্যার যদুনাথ রাজশাহী ও মালদহ জেলা সম্পর্কে ও ডঃ মজুমদার ফরিদপুর জেলা সম্পর্কে যেসব মতামত ব্যক্ত করেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে (vide Hindusthan Standard, 19 July,

1947, p. 7; 7 August, 1947, p. 2; Bengal Partition Committee, Jessore, Khulna, Boundary Demarcation, Bengal, Jessore, Calcutta, 1947 (?), pp. 1-17; S. N. Haldar Partition of Bengal, Bulletin No-4; other factors: natural boundary, economic relationship, religious associations, cultural affinities, social customs and manners, Jessore, 1947.) অন্যদিকে মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকেও কলকাতা সহ অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চল পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দাবি করা হয়। (দ্রঃ 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার ফাইল, জুন-আগস্ট, ১৯৪৭)।

১৬৬. Gandhiji 'Taken to Task', in The Nation, 30 Jaunary, 1949; Amrita Bazar Patrika, 9 June 1947.

১৬৭. Sarat Bose's wire to Gandhiji, in Amrita Bazar Patrika, Tuesday, 10 June, 1947, p. 1.

১৬৮. Sarat Bose's letter to Gandhiji, in The Nation, 30 Jaunary, 1949, p. 8.

১৬৯. Sarat Bose's letter to Jinnah, in The Nation, Monday, 13 September, 1948, p. 1.

১৭০. Ibid, see Editorial Note.

১৭১. Amrita Bazar Patrika, Saturday, 21 June, 1947. পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ দুটো স্বতন্ত্র অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পরে মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতা নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে। আইন-সভার মুসলিম সদস্যদের মধ্যে প্রচার করা হয় পশ্চিমবঙ্গের ও কলকাতার অধিবাসী সোহরাওয়ার্দীর হাতে পূর্ববাংলার নেতৃত্ব দেওয়া সমীচীন হবে না। ৫ আগষ্ট (১৯৪৭ খ্রীঃ) মওলানা আকরম খাঁর প্রচেষ্টায় খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ববাংলা মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতা নির্বাচিত হন। নাজিমুদ্দিন সোহরাওয়ার্দীকে পরাজিত করেন। নাজিমুদ্দিন পান ৭৫ ভোট, আর সোহরাওয়ার্দী ৩৯ ভোট। সোহরাওয়ার্দী সর্বসম্মতিক্রমে পশ্চিমবাংলা মুসলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতা মনোনীত হন। পূর্বপাকিস্তান প্রদেশ গঠনের পরে নাজিমুদ্দিন ঐ প্রদেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন। সোহরাওয়ার্দী কলকাতায় থেকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ প্রশমিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনিও পাকিস্তানে চলে যান। (vide

Hindusthan Standard, 6 August, 1947, p. 1 ; K. A. Kamal, op. cit. ; আবদুর রব, সোহরাওয়ার্দী)

১৭২. Gandhiji's letter to Sarat Bose, in The Nation, 30 January, 1949, p. 8.

১৭৩. Ibid.

১৭৪. Statesman and Amrita Bazar Patrika, April-June, 1947 ; The Nation, 30 June, 1949.

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের পরে যখন বারে বারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঢেউ লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তখন শরৎচন্দ্র বসু বঙ্গভঙ্গের সমর্থকদের তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। (vide Speech by Sarat Bose, in The Nation, Sunday, 6 February, 1949, p. 8.) তিনি এই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা থেকে বাঙালী জাতিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারী মৃত্যুর কয়েক মিনিট পূর্বে একটি আবেদন পত্র রচনা করেন এবং এই রচনাটি Appeal to India and Pakistan এই শিরোনামায় 'ন্যাশন' কাগজে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হিসেবে ২১ ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রিক অস্তিত্ব বজায় রেখে, ভারতীয় ইউনিয়নের সযত্ন লালনে দুই বাংলায় বসবাসকারী বাঙালী জীবনের এক সুস্থ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেন [vide The Nation, 21 February, 1950. শরৎচন্দ্র বসু ২০ ফেব্রুয়ারী (১৯৫০ খ্রীঃ) সোমবার রাত ১১-৪০ মিঃ সময়ে মারা যান। এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি রচনার সময় হল রাত ১১-১০ মিঃ সময়। See Appendix L]

হয়তো তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন না। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে, সেদিন জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে শরৎচন্দ্র বসুই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় বঙ্গভঙ্গের বেদনা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাঙালী জাতির ঐক্যবদ্ধ রূপটিকে বজায় রাখার জন্য অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে সংগ্রাম করেন।

পরিশিষ্ট

APPENDIX—A

Mr. Sarat Chandra Bose's Statement

Mr. Sarat Chandra Bose, on February 15, 1947, in an interview with the API on the resolution passed by the Congress Working Committee regarding division of the Punjab, had said :

"I think I ought to raise my voice of protest and sound a note of warning against the resolution passed by the Congress Working Committee with reference to the Punjab. The Resolution in question recommends a division of the Punjab into two provinces—one predominantly Muslim and the other predominantly non-Muslim. In the course of a press interview, the Congress President has announced that the principle of division underlying the resolution applies also to Bengal.

"I confess that the resolution has surprised me not a little. By accepting religion as the sole basis of the distribution of provinces, the Congress has cut itself away from its moorings and has almost undone the work it has been doing for the last sixty years. The resolution in question is a departure from the traditions and principles of the Congress. And I am forced to the conclusion that it is the result of a defeatist mentality. A sort of fear complex seems to have worked havoc in the minds of many of us. To my mind a division of Provinces on the religious basis is no solution of the communal problem. Even if the Provinces were to be so divided, Hindus and Muslims will still have to live side by side in them and the risk of communal conflicts will

remain. Supposing we divide Bengal and the Punjab on the basis of religion, what about the Muslims in Western Bengal and the Hindus in Eastern Bengal or about the Muslims in Eastern Punjab and the Hindus and Sikhs in Western Punjab? What again is going to happen to the minority religious groups in the other Provinces of India? Are we going to have Hindu, Muslim, Sikh, Budhist, Christian, Parsee and other religious states or pockets throughout the country? The resolution of the Congress Working Committee pushed to its logical conclusion would mean the creation of such religious states or pockets and the result would be that the risk of armed communal conflicts or clashes would increase hundredfold. The concept of religious or theocratic states is not a new one, but all the advanced countries of the world have dismissed it or grown out of it. To accept that concept in the year of grace 1947 and to apply it to India will mean pushing her back into the medieval ages. It is obviously a reactionary and anti-revolutionary step and shuts out progress for long years to come. It will further aggravate the communal problem, and will make its solution extremely difficult, if not altogether impossible. As the population of India all over the country is composite in character, this sort of communal segregation or religious quaratine is neither desirable nor feasible. We have to find out a solution that applies to the entire country. The solution of the communal problem lies ultimately in social justice, and, so far as our collective life is concerned, in an emphasis on the political and economic aspects and interests of life and in the divorce of religion from politics and economics. Whether we are Hindus or Muslims, Sikhs or Christians, our political and

economic problems and interests are the same for all of us. In Socialism, therefore, and in all it means lies a solution of this vexed communal problem. Any division of the country or of the provinces on religious basis will not help us in bringing about amity, not to speak of unity, which the Congress has so long stood for. An overhasty surgical cure will involve us in confusion and disorder."

[The Nation, Calcutta, Sunday,
March 19, 1950,
p. 4.]

APPENDIX—B

Views of Mahatma Gandhi on the partition of Bengal and on the role of Suhrawardy published in the paper on 11 May, 1947

"Can partition of Bengal be avoided in view of the rising Hindu opinion in its favour ? This question was answered by Mr. Gandhi at his prayer meeting in Sodepur Khadi Ashram yesterday.

"Mr. Gandhi said that he recognised the force of this opinion. He was not in a position to pronounce an opinion himself. But he could say without any fear of contradiction that, if there was partition, the Muslim majority would be responsible for it, and what was more, the Muslim Government that was in power.

"If he were the Prime Minister of Bengal, he would plead with his Hindu brethren to forget the past. He would tell them that he was as much a Bengali as they were.

Difference in religion could not part the two. They spoke the same language and had inherited the same culture. All that was Bengal was common to both, of which they should be equally proud. Bengal was Bengal. It was neither the Punjab nor Bombay nor anything else.

"If the Prime Minister could possibly take up this attitude, he (Mr. Gandhi) would undertake to go with him from place to place and reason with Hindu audiences, and he was sure that there would not be a Hindu opponent left to the unity of Bengal—the unity for which Hindus and Muslims had fought together so valiantly, and undone 'the settled fact' of so powerful a Viceroy as Lord Curzon. If he were Mr. Suhrawardy, he would invite the Hindus to partition his body before they thought of partitioning Bengal.

"If Mr. Suhrawardy had that sturdy love for Bengal and Bengalis—whether Hindus or Muslims—that love would melt the stoniest Hindu heart, as it was fear and suspicion which had seized the Hindu mind. Mr. Gandhi could not forget Noakhali or even Calcutta if all that he had heard was true. This was equally true of the Muslim mind in Bihar and he had not hesitated to tell the Hindus of Bihar that they should remove all suspicion and fear from the Muslim mind. He believed in the sovereign rule of the law of love which made no distinction between race, colour, caste or creed. He was glad that he had in Qaid-e-Azam Jinnah a powerful partner in this belief which was no secret from the world.

"To a second question: Whether in view of the bitter feelings between Hindus and Muslims that seemed to be daily growing, it was possible for the two communities to

become friends. Mr. Gandhi answered emphatically: 'enmity cannot last for ever'. The two communities, he said, were brothers and must remain so in spite of temporary insanity."

[Statesman, Calcutta, Sunday,
11 May, 1947, pp. 1, 9.]

APPENDIX—C

Bengal And Punjab Partition Move 'Sinister': Mr. Jinnah Wants Muslim National State of Six Provinces:

New Delhi, April 30

Denouncing the demand for partition of the Punjab and Bengal as "a sinister move actuated by spite and bitterness", Mr. Jinnah in a statement tonight says: "I do hope that neither the Vicerory nor HMG will fall into this trap and commit a grave error". Mr. Jinnah reiterates his demand for the creation of a Muslim National State consisting of six provinces. "The transfer of power to Pakistan and Hindustan Governments must mean a division of the defence forces. This is a clear cut road and the only practical solution of India's constitutional problem".

Mr. Jinnah also envisages that an exchange of population will have to take place and "the Constituent Assemblies of Pakistan and Hindustan can take up the matter and subsequently the respective Governments in Pakistan and Hindustan can effectively carry out the exchange of population wherever it may be necessary and

possible". The following is the text of Mr. Jinnah's statement :

"I find from press reports that the Congress has now started by emphasizing that in the event of Pakistan and Hindustan being established, the Panjab will be partitioned ; and the Hindu Mahasabha has started a vigorous propaganda that Bengal should be partitioned.

"I would like to point out that there is a great deal of confusion created on purpose. The question of division of India as proposed by the Muslim League is based on the fundamental fact that there are two nations—Hindus and Muslims—and the underlying principle is that we want a national home and a national state in our homelands which are predominantly Muslim and comprise the six units of the Punjab, the NWFP, Sind, Baluchistan, Bengal and Assam. This will give the Hindus their national home and national state of Hindustan, which means three-fourths of British India.

"The question of partitioning Bengal and the Punjab is raised not with a bonafide object but as a sinister move actuated by spite and bitterness, as they feel that India is going to be divided first, to create more difficulties in the way of the British Government and the Viceroy ; and Secondly, to unnerve the Muslims by repeatedly emphasizing that the Muslims will get a truncated or mutilated Pakistan. This clamour is not based on any sound principle except that the Hindu minorities in the Punjab and Bengal wish to cut up these provinces and cut up their own people into two in these provinces. The Hindus have their homelands, as I said, consisting of six vast provinces. Merely because a portion of the minorities in

the Pakistan provinces have taken up this attitude, the British Government should not countenance it because the result of that will be logically that all other provinces will have to be cut up in similar way, which will be dangerous. To embark on this line will lead to the breaking up of the various provinces and create a far more dangerous situation in the future than at present. If such a process were to be adopted, it will strike at the root of the administrative, economic and political life of the provinces which have for nearly a century developed upon that basis and have grown and are functioning under the present constitution as autonomous provinces.

"It is a mistake to compare the basic principle of the demand of Pakistan and the demand of cutting up the provinces throughout India into fragmentation.

"It is obvious that if the Hindu minorities in Pakistan wish to emigrate and go to their homelands of Hindustan, they will be at liberty to do so and vice versa; those Muslims who wish to emigrate from Hindustan can do so and go to Pakistan; and sooner or later an exchange of population will have to take place.

"The Congress propaganda is intended to disrupt and put obstacles, obstructions and difficulties in the way of an amicable solution. It is quite obvious that they have put up the Hindu Mahasabha in Bengal and the Sikhs in the Punjab and the Congress Press is inciting the Sikhs and misleading them. The Sikhs do not stand to gain by the partition of the Punjab but they will be split into halves. More than half of their population will have to remain in Pakistan even if a partition of the Punjab takes place according to their conception. Whereas in Pakistan, as

proposed by the Muslim League, they will play, as one solid minority, a very big part. We have always been very willing to meet them in every reasonable way. Besides, the White Paper of Feb 20* lays down that power will be transferred to authority or authorities which will be made in a manner that will be smooth and create the least amount of difficulties and trouble. If power is to be transferred to various Governments it can only be done successfully to the Pakistan Group and Hindustan Group which will establish stable, secure Governments and will be able to run these Governments peacefully and successfully.

"The transfer of power to Pakistan and Hindustan Governments must mean a division of the defence forces as a sine qua non of such a transfer and the defence forces should be completely divided—and in my opinion can be divided before June, 1948—and the states of Pakistan and Hindustan should be made absolutely free, independent and sovereign. This is a clear cut road and the only practical solution of India's constitutional problems".

[Statesman, Calcutta,
Thursday May 1, 1947
pp 1, 7.]

APPENDIX—D

Muslim Bengal Wedded to Pakistan : Moulana Akram Khan's Statement

On Sunday, May 4, Moulana Mohamed Akram Khan, President, Bengal Provincial Muslim League, issued the following statement :

"Muslim Bengal remains firmly wedded to the ideal defined unambiguously in the famous Lahore Resolution of 1940 and stands solidly behind the Qaid-e-Azam. Our ideal, as the Qaid-e-Azam has explained it in his latest statement, is the establishment of a Sovereign Muslim National State comprising the six units of the Punjab, Sind, the N. W. F. P., Baluchistan, Bengal and Assam,

"The question of a separate independent state in Bengal isolated from other Pakistan areas does not arise. The Muslims of India constitute a single united nation and we aim at setting up a single united nation and we aim at setting up a single united state which will include all the Muslim majority provinces.

"I strongly deprecate the suggestion that in order to counteract the partition move Bengal should dissociate herself from the other Pakistan areas. Such a policy will prove suicidal. One of its immediate consequences will be that Muslim Assam, which depends and relies upon us, will be completely let down and ruined politically.

"Those who talk of a Bengalee nation consisting of Muslims and Hindus and of a separate Sovereign Bengal upon that basis are clearly playing into the hands of our enemies who propose openly to "Sandwich Muslim Bengal

between Hindu provinces in the West and in the East." The Muslims of Bengal cannot in their own interests afford to isolate themselves from the Muslim national state for which the League has been working.

"It will be impossible for a number of disunited Pakistan states to face the might of united Hindustan. The only remedy, therefore, lies in our working together and welding all the six units mentioned in Mr. Jinnah's statement, namely, Bengal, Assam, the Punjab, the N. W. F. P., Sind and Baluchistan into a strong national state for the Mussalmans.

"I have noticed that the proposals which include joint electorates and the discarded and undemocratic 50 : 50 formula have been put forward from certain quarters. Let me declare as clearly and unequivocally as possible that these proposals are completely repudiated by the Muslim Bengal. Besides, on such All-India issues, the All-India Muslim League and the Qaid-e-Azam are alone competent to express an opinion. I warn the people from whom such proposals have come that the consequences of the game they are playing will be dangerous.

"I hope this statement of mine will banish from the minds of all any illusions that they may have been cherishing about the opinion in Muslim Bengal and also remove doubts as to the actual feelings of the Muslims in this province".

[Star of India, Calcutta,
Monday, May 5, 1947.
p. 2.]

APPENDIX—E

Sarat Bose's Formula Criticized by Moulana Akram Khan

"The nine-point formula of Mr. Sarat Bose about the future constitution of Bengal is designed to bury for all time the freedom struggle of Bengal Muslims", said Moulana Akram Khan, President of the Provincial Muslim League, in a statement yesterday.

"It's acceptance," he added, "will deal a death blow to the Pakistan Scheme and pass 30½ million Muslims in Bengal from the hands of the British into those of the Caste Hindus. It will simultaneously stifle the rising movement of the Scheduled Castes and perpetuate their state of serfdom.

"The Caste Hindu game behind the formula is to break somehow the Muslim League Ministry and gatecrash into the Cabinet with the Home portfolio so that they may have full control over the administration at the time of transfer of power".

On the question of parity, he said: "The Hindus of Bengal, who are perhaps the strongest minority, are manoeuvring to render the Muslim majority of this province ineffective and powerless under the false pretext that their life, property, culture and civilization are in danger. If parity is the only guarantee for their protection, are they prepared to grant parity to the Muslims of the minority provinces, which, according to the principle of reciprocity in the Lahore resolution, we are bound to demand?

"The Ministry has been asked not to introduce any controversial legislation during the interim period. It is designed to shelve the proposals for tenancy, educational and other reforms and thus to protect vested interests.

"Referring to the introduction of joint electorates, the Maulana said that the proposal was impracticable in the present state of affairs. The Scheduled Castes were already demanding separate electorates and their right in the present position of their backwardness could not be challenged. Muslims too, could not agree to a system of election in which the Caste Hindus, with their superior financial, educational and political status, would have a right to interfere. In practice, joint electorates would be the negation of democracy, rather than a help.

"Deprecating the suggestion that the question of joining the Indian Federation should be deferred till the new Constituent Assembly came into being, he said that the idea was 'pure humbug' inasmuch as the Muslims had already decided to have no truck with any centre dominated by the Caste Hindus.

"Muslim Bengal will oppose all schemes and machinations that are likely to sabotage the Pakistan Scheme, and if votes are taken on the basis of this formula not even 5% of Muslims will support it. Moreover, we cannot agree to any constitutional arrangement with the Caste Hindus in which the minorities, especially the helpless Scheduled Castes, do not get effective and unassailable power of self-determination.

"The Maulana intends to visit Delhi shortly to consult Mr. Jinnah about the future of Bengal to appraise him of the conditions now prevailing in political circles in the

province. He advised Muslims to stand solid as a rock at this hour and wait for the advice of Mr. Jinnah who is one of the biggest statesmen history has produced".

[Statesman, Calcutta,
Thursday, May 15, 1947,
p. 6.]

APPENDIX—F

Partition Will Not Solve Problem : Majority of Non-Muslims Against Proposals : Says Mr. J. N. Mandal : New Delhi, April-21

Mr. J. N. Mandal, Law Member, Government of India, in a Press statement today, declared that the majority of non-Muslims in Bengal were not behind the demand for the partition of the province and that this could be proved by a referendum.

"Mr. Mandal said that the present communal trouble was a temporary phase which could not last long and that the division of the province was no solution to the problem. It was not in the interests of Hindus to divide the province and the Scheduled Castes were definitely opposed to partition.

"Although the agitation for the partition of Bengal originated as a sort of bargaining counter to resist and discourage the demand for Pakistan of the Muslim League", says Mr. Mandal, "it now appears to have assumed serious proportions. I had been under the impression that the

nationalist Hindus of Bengal would neither welcome nor support the proposal for partitioning Bengal, which when made by Lord Curzon in 1905 was successfully resisted by them with immense courage and sacrifice. But I have been disillusioned by the resolution passed by the Working Committee of the Bengal Provincial Congress Committee supporting the proposal for partition".

Mr. Mandal says he does not mind if the Hindu Mahasabha leader Dr. Shyama Prasad Mukherjee and his colleagues and a few Western Bengal inhabitants support the move for partition, "but I am really astonished to find Mr. N. R. Sarkar, ex-member of the Viceroy's Executive Council, also supporting the move which, I am sure he knows better than anybody else, will produce no fruitful results in the solution of the problem which concerns the Hindus of Bengal today. It also pains me to find that Mr. Kiran Shankar Roy, a Hindu Zamindar of Eastern Bengal, Rai Bahadur Satyendra Nath Das, M. L. A. (Central), also a Zamindar of Eastern Bengal, and Mr. A. M. Poddar, M. L. A. (Central), a big merchant of Eastern Bengal have supported the partition proposal. I take it that they have done so after due consideration of all the aspects, but to one coming from Eastern Bengal, as I do, it appears that the sense of communalism has made them oblivious of the welfare and the very existence—both present and future—of the Hindus of Eastern Bengal".

"The creation of a West Bengal province will only reduce the area of Bengal and will make the border line narrow and nearer for both the contending parties, affording better scope and facilities for direct combat. I have no doubt in my mind that if such an eventuality happens, the

Hindus of Eastern Bengal will have no other alternative than to take shelter in Western Bengal. If, of course, the leaders and propounders of the partition movement have in view the ultimate course of transfer of population, then I have little to say against this move ; but I must feel amused that the caste Hindu leaders who once so vehemently criticized Dr. Ambedkar for his 'Thoughts on Pakistan' and Mr. Jinnah for his proposal for the transfer of population, appear now themselves to advocate those very proposals.

"I would like to appeal to those leaders to examine and reconsider the question of partition from a more practical and realistic point of view before they proceed to the extreme step. In my opinion, the remedy suggested to cure the disease is more desperate and agonizing than the disease itself.

"Further, it is to be noted that out of a total Hindu population of 26, 948, 413 in Bengal, the proposed West Bengal province will contain only about 12, 857, 431 Hindus and remaining 14, 090, 982 will remain in East Bengal, that is, the Pakistan area.

"Whatever may be the result of the partition move, I wish to make it absolutely clear that the voice so loudly raised in the Press and elsewhere is not the voice of the majority of the Hindus of Western Bengal, which is to constitute the contemplated Hindu Bengal. Let me support my contention with facts and figures.

"The proposal of the Caste Hindus is that the Burdwan Division consisting of the districts of Burdwan, Birbhum, Bankura, Midnapore, Hooghly and Howrah, and the districts of the 24-Parganas and Calcutta of the Presidency Division, where the Hindus are in a majority, should form

the proposed province of Western Bengal. They also claim the district of Jalpaiguri in the Rajshahi Division as a Hindu majority district, but so far as Jalpaiguri is concerned, the population of the Scheduled Castes being 32,540 and that of the Caste Hindus being 15, 501, the Scheduled Castes are in a majority there and, as such, their voice should prevail.

"The total population of all the above-mentioned eight districts is 15, 932, 646, of which the Muslim population is 3,075,216 ; hence, tho total non-Muslim population comes to 12, 857, 431. The caste Hindu population of these districts according to the Census of 1941, amounts to 5, 350, 877. This figure includes the population of a number of communities which are as backward, illiterate and poor as the Scheduled Castes, and these communities are, I am sure, not happy under caste Hindu domination.

"The total non-Muslim population of these eight districts being 12, 857, 431, the position is that the Caste Hindus are only 37·5% and the rest 62·5% the total non-Muslim population. Even if cent percent of the caste Hindus of West Bengal support partition, it cannot obviously be taken as the verdict of a majority. In order to assess the view of the Hindus, it is necessary that the views of the 62·5% non-Muslim population should be correctly ascertained.

"Apart from all these facts and figures, it must be borne in mind that the last general election to the provincial legislature was held on the basis of existing provinces with their present boundaries. All the political developments that have taken place as a result of the Cabinet Mission's proposal, and the statement of HMG of Februaey 20, 1947, have happened subsequently, and it is only just and fair

that the British Government should proceed on the basis of existing facts.

"In conclusion, I want to make it quite clear that the Scheduled Castes are opposed to the proposal for the partition of Bengal".

[Statesman, Calcutta,
Wednesday 23 April, 1947,
p. 3.]

APPENDIX—G

Abul Hashim's Reply to Critics

Mr. Abul Hashim, Secretary, Bengal Muslim League, has issued the following statement to the Press: "My statement on the partition of Bengal was merely a suggestion for a possible basis of discussion between the Hindus and Muslims of Bengal. My critics have questioned my authority to do so. No authority is necessary for doing a good thing. In my statement I addressed both Hindus and Muslims and did not speak on behalf of either.

"Much confusion is being created over my suggestion of a 50 : 50 enjoyment of the political power and economic privileges of the country. My critics conveniently forget that the 50-50 ratio is the existing rule which was brought about by an agreement between the Hindus and Muslims during the first Muslim League Ministry under the leadership of Mr. Fazlul Huq. In a system of an unadulterated joint electorate, which I have suggested no question of 50-50 or 60-40 arises in the matter of seats in

the Legislature or Ministry. My 50-50 suggestion refers merely to the political privileges enjoyed by having a share in the services, and nothing more.

"Some of my Muslim critics suggest that Muslims, who are in a majority in Bengal, will find no place in a system of joint electorate with adult suffrage. If any one would suffer at all under the said system, it will be the Muslims of West and the Hindus of East and North Bengal.

"It appears that some Muslim and Hindu leaders, while admitting that a joint electorate is the ideal, apprehended that, by following the said system, one section would be swamped by the other. If these fears are deemed genuine and universal, some other system may be evolved which may secure proportionate reservation of seats in the legislature, radically cure communal bitterness, provide protection against the election of Quislings and help the development of parties on healthy political, social and economic lines.

"I fully appreciate the inconvenience to foreign capital in a united sovereign Bengal. I am equally conscious of the resources of foreign capitalists who would spare no pains or expense to find supporters for their heinous plan of dividing and weakening Bengal.

"I shall appeal most earnestly to the gentlemen of the Negotiating Committee of the Muslim League to go ahead with their job of negotiation with the Hindus and to give a concrete suggestion regarding Bengal's future instead of beating about the bush and vilifying us.

"If a united sovereign Egypt, where there is a mixed population of Muslims, Jews, Christians and others, can be a Pakistan, if a united sovereign Iran can be a Pakistan,

I fail to appreciate why a united and sovereign Bengal. where the Muslims are in a majority, will be anti-Pakistan. I wonder what sort of Pakistan a crippled and partitioned Bengal can be."

[Statesman, Calcutta,
Saturday, May 17, 1947,
p. 8]

APPENDIX—H

Hindu Demand For Partition : Sarker Criticizes Suhrawardy's Plan

A resolution supporting the move for the partition of Bengal and suggesting that the Indian Union should be treated as one economic unit was adopted at a representative meeting of various industrial and commercial organizations in Calcutta, held at the premises of the Bengal National Chamber of Commerce, yesterday (30 April). Mr. D. C. Driver, of the Indian Chamber of Commerce, presided,

In moving the resolution, Mr. N. R. Sarker said : "If Mr. Suhrawardy is serious in his plea for a united Bengal, the first thing he should do is to come out of the League and to advocate that Bengal should join the Union Centre. Otherwise, Mr. Suhrawardy's anxiety to have the Hindu majority areas of Bengal with him can have but one meaning—namely, realization that without substantial areas in which Muslims are in a minority included in his

Pakistan State, it cannot be administratively and economically workable.

"We demand partition in a spirit altogether different from that in which the League wants Pakistan. It is not the result of our choice, but of the impossible situation in which we find ourselves due to the demand of the Muslim League for creating a Sovereign Pakistan State in Bengal outside the Indian Union. For we do not believe in the prospects of an isolated Sovereign Bengal State as envisaged by Mr Suhrawardy. The economic development of the province, so essential for the well-being of the people, makes it imperative for Bengal to remain attached to an Indian Union, however loose a union it may be—even as envisaged in the Cabinet Mission Scheme.

"It is no doubt pleasing to find Mr. Suhrawardy championing the cause of a United Bengal and speaking in highly flattering terms of the Hindu Community in Bengal. But the basis of Mr. Suhrawardy's advocacy of a United Bengal is essentially different from that of the Muslim League. Mr. Suhrawardy is very categorical in his assertion that the partition agitation is a move by the privileged class, that the issue does not have the common man behind it and that it does not have the support even of the majority of the Hindus of West Bengal. The politics Mr. Suhrawardy has so far pursued has been aimed only at dividing Hindus, but now, surprisingly enough, he seeks to support his plea for a United Bengal by the argument that Hindus of East and West Bengal have such cultural ties and affinities as should not be severed. Such sentiments and solicitude for Hindu culture and unity hardly sound real after all that has happened during recent years in Bengal.

Referendum Question

"Why should a referendum of the whole of Bengal be necessary to decide whether a part of Bengal could or would remain with the Union Centre or not? Would Mr. Suhrawardy or his party agree to a referendum of the whole of India on the question of whether Bengal is to remain in or outside the Indian Union?

"Mr. Suhrawardy has kept silent on the most vital and significant question in a United Bengal. He is not prepared to tell us whether there would be joint electorates in force. He should be told clearly that the picture he visualises of an independent, undivided, sovereign Bengal in a divided India, is nothing more than an illusion and a figment of his imagination.

"Both from the point of view of present international relations and considerations of economic development, it would be preposterous to suggest that an isolated sovereign State in one corner of India would be able to make headway in any department of life. Contrary to Mr. Suhrawardy's belief, Bengal would lack adequate resources for maintaining its huge population at a high standard of living.

"One is surprised to find how he can so soon and so easily forget the friendly and generous help so often received by Bengal from the much-maligned Central Government and other provinces. If the ship of State in Bengal is shaking so perilously in spite of such help generously extended, imagine the condition in which Bengal would be placed as an isolated Sovereign State, befriended and sympathized with by none.

"Mr. Suhrawardy apparently would continue to have his own type of Government in Bengal—the type which

places the interests of a communal party above everything else. Although he has thrown out the suggestion that a constitution acceptable to Hindus and Muslims alike might be devised, it is difficult to take him at his word, since on the vital issue as to whether there would be joint electorates or not he has not been able to hold out any assurance".

"The meeting demanded that in the event of the Muslim majority in Bengal deciding to form a Pakistan State outside the Indian Union, the Burdwan and Presidency Divisions, Calcutta and portions of Rajshahi Division and such other contiguous areas where there is a non-Muslim majority should be allowed to constitute themselves into a separate Province to be run on a truly democratic basis and forming a part of the Indian Union".

A Committee consiting of the following members was formed to take the necessary action for securing the objective: Mr. D. N. Sen, Mr. D. C. Driver, Mr. B. M. Birla, Mr. B. L. Jalan, Mr. J. K. Mitra, Mr. M. L. Shah, Mr. S. C. Roy, Mr. N, R. Sarker, Bir Badridas Goenka and Dr. S. B. Dutt.

[Statesman, Calcutta,
Thursday, May 1, 1947,
p. 5.]

APPENDIX—I

Division Should Be Thorough—Dr. Rajendra Prasad

New Delhi, April 30—Dr. Rajendra Prasad, President of the Constituent Assembly, tonight declared that if there was to be a division of India then it should be as complete and thorough as possible, including the division of the Punjab and Bengal, so that there might not be left any room for conflict···"If that requires division of the defence forces, that should also be brought about, and the sooner the better".

Dr. Rajendra Prasad asserted that the demand for the division of the Punjab and Bengal was in terms of the League's Lahore resolution.

Dr. Prasad said : "Neither the Congress nor the Hindus or the Sikhs ever wanted a division of India. It is the Muslim League and Mr. Jinnah who have been insisting on it. In terms of their own resolution they cannot demand any areas to be included in the Muslim zone which are not contiguous and in which Muslims are not numerically in a majority. If the areas of the Punjab and Bengal where Muslims are not in a majority demand a fulfilment of the League's resolution, how does it lie in the mouth of Mr. Jinnah to accuse them and abuse them ? He cannot have it both ways. Either he wants division or he does not. If division is insisted on by him as evidently it is, then it can only be on a basis which suits both and not him alone.

"He speaks of the administrative, economic and political life of the provinces being disrupted by their division. He forgets that he is responsible for disrupting these and many

more valuable ties which have been forged in the course of centuries by seeking to divide India. If an exchange of population has to take place, its magnitude will be reduced immensely if the provinces are divided and the distance to be travelled by the exchanged population of these provinces will also be considerably cut down.

"The problem of minorities is not solved by the creation of Pakistan as now demanded by Mr. Jinnah, as the non-Muslim minority in the North—Western Zone comprising the Punjab, Sind, the N. W. F. P. and Baluchistan will be 38.4%, and in the eastern zone, comprising Bengal and Assam, it will be 48.3%. If the non-Muslim majority areas are cut out and separated from the Muslim majority areas the non-Muslim minority in the north—western and eastern zones will be 24·6% and 30 5% respectively, and the Muslim minority in the rest of India will be 13.2% and the magnitude of the minority problem will be proportionately reduced".

[Statesman, Calcutta,
Thursday, May 1, 1947,
p. 7.]

APPENDIX—J

Krishak Proja's Appeal : Communal Warfare Condemned : Cabinet Mission Plan Commended

One hundred prominent Krishak Proja leaders and workers in an appeal ask every patriotic Indian to help stop communal warfare. The appeal says: "We have reached the gate of freedon of our great and noble country. Power will soon be transferred to Indian hands. Tact, statesmanship, vision and magnanimity are essential for the leaders to steer the nation clear through the critical and difficult transitional period.

"It is really very unfortunate that we are engaged in a destructive fratricidal warfare at a time when all our resources should be pooled for the great tasks that lie ahead. Communal murders and disturbances can never solve any problem, rather these may possibly mar the prospects of the country's impending freedom for generations. Every decent and patriotic Indian, whatever community or party he may belong to, must use his individual as well as collective influence to stop these mad acts. British imperialistic exploitation must immediately cease, if Indians, irrespective of religion or creed are to survive like men of other free nations. It should be the foremost duty of every Indian to compel the British to quit India in the shortest possible time.

Truncated Pakistan

"Some insist on division of India before the British quit and others demand partition of Bengal and the Punjab, if

the former becomes inevitable. We are opposed to both, as no good or useful purpose will be served by these divisions. On the other hand it will definitely weaken India's defence, increase communal strife and decrease India's political and economic influence before other nations of the world. The Muslim League will get a moth-eaten and truncated Pakistan, if it refuses to join the Indian Union. We shudder at the disastrous fate of Muslims in the mutilated Pakistan.

"The Congress and the Muslim League are not prepared to give up their respective stands. In the face of the opposing claims of major political parties, the Cabinet Mission's Plan of May 16 is a solution of the difficult and complex problems of India. The Congress has accepted the plan in its entirety. We request the Congress High Command to insist on the British Government implementing this without further delay. The Muslim League at first accepted but subsequently rejected this plan. We appeal to the Muslim League to reaccept it for the sake of the country's peace and prosperity.

"In case of the League's refusal to accept this, we demand fresh elections on the issue of a united Bengal in a United India or a divided Bengal in a divided India. These issues were not raised during the last election by any party. The present Legislature has no right to decide the future of Bengal on these alternatives. It is the people of Bengal who will pass the ultimate verdict through a fresh election before any vital decision is taken regarding Bengal. To ensure free and fair elections the present Ministry must be dissolved. A caretaker Government with representatives of all the contesting parties should conduct the elections.

"In our opinion only a Socialist State based on justice and democratic principles can solve the communal and other vital problems of this country. In such a State religion must be separated from politics".

Signatories of this Krishak Proja's appeal are : Dr. R. Ahmed, Mukilesur Rahaman, Jehangir Kabir, Abdul Malek, Abdur Rashid Khan, Abdul Latif Biswas, ex. M. L. A., Asinuddin Ahmed, ex. M. L. A., Muqbal Hossain, ex. M. L. A., Syed Ahmed, ex. M. L. A., Mafizuddin Ahmed, Atawar Rahman, Shah Sufi, Jonab Ali, Mazharul Haq Chopdar, Abdul Karim, Jamiruddin Pandit, Shamshur Ali Molla, Syed Ahmed, A. K. M. Abdul Hakim, Ashrafali Raninagari, Kaviraj Abdul Aziz, Jillur Rahman, Ashafali Beg, Halder Ali, Abdul Wahud Bokainagari, ex. M. L. A., Nuranabi and 75 others.

[The Statesman, Calcutta,
Thursday May 29, 1947,
p. 5 ; Amrita Bazar Patrika,
Friday, May 30, 1947]

APPENDIX—K

Prof Humayun Kabir's statement

Simla, May 11—Prof. Humayun Kabir, former general secretary of the Krishak Praja Party (Bengal), has suggested stepts to avert the partitioning of Bengal which, he feels, has otherwise become inevitable due to the short—

sighted policy of the Muslim League and "the uncontrolled campaign of hatred and violence and methods of gangsterism pursued by the Muslim League combined with inefficiency and corruption to create conditions of unparalleled maladministration in Bengal."

Pointing out that the division of Bengal was just as meaningless and harmful as the division of India, Prof. Kabir in an interview today asked the Bengal Premier, Mr. Suhrawardy, to retrieve his position even now and justify his recent professions of "racial unity of all Bengalis" and "his united Bengal" by passing a bill or at least a resolution accepting joint electorates for the province and inviting the Congress party in the Bengal legislature to join his cabinet on the basis of equality and joint responsibility".

He added that "if these two steps were taken forthwith the unity of Bengal may be saved".

"Referring to Mr. Suhrawardy's claim that he stood for the independence of Bengal Prof. Kabir said that he must act without waiting for a solution of the Congress—League tangle in other provinces and if he performed these two simple acts that would prove his sincerity".

"The last general elections in Bengal were a farce on account of violence, terrorism and corruption practised by the League". Prof. Kabir said : "Today when the policy of the League has recoiled on itself and compelled a choice between the alternatives of a United Bengal in a United India or half of Bengal outside the Indian Union, the electorate should be called upon to express its opinion. If the League persisted in its demand for the division of India with its natural sequence in a division of Bengal, there must be an immediate dissolution of Bengal Ministry and

the Bengal Legislature and fresh elections to decide the future of the province".

[Statesman, Calcutta,
Tuesday, May 13, 1947,
p. 4.]

APPENDIX—L

Appeal to India And Pakistan

"Writing on Saturday before last, the 11th instant, under the shadow of a great personal bereavement, I appealed to my brother Bengalis in East and West Bengal for peace, for peace with honour—honour to prudence, honour to sobriety, honour to sanity. I appealed to them in the name of all that was sacred, in the name of Bengal's past, in the name of the comradeship that was and will remain, in the name of humanity, to abjure the cult of violence, restore sobriety and sanity and to re-establish communal peace and harmony. I asked them not to look either Delhi way or Karachi way, for light would not come from there. I asked them to be guided by the light that was within them.

"During the last eleven days I have been thinking deeply as to what is the real solution for the present state of things. I have considered in turns the suggestions offered from different quarters, namely, mass evacuation of Hindus from East Bengal or exchange of population between the two Bengals. As a result of deep thinking and mature consideration, I have been forced to the conclusion that

neither of them is the solution. I need only remind the people of India and Pakistan that compulsory mass evacuation in and from the Punjab has left behind numerous problems each of which has defied solution up till now.

"The solution that I offer for the acceptance of the people of India and Pakistan is that East Bengal as a distinct and separate state should join the Indian Union and that the people of India and Pakistan should bring pressure to bear upon their respective governments to bring it about as soon as possible. I have been saying repeatedly during the last three years, that to my mind, a division of provinces on the religious basis was and is no solution of the communal problem, that even if the provinces were so divided, Hindus and Muslims would still have to live side by side and that communal segregation or religious quarantine was neither desirable nor feasible. That being my political opinion, I have never made any distinction at any time of my life between Hindu or Muslim in undivided Bengal or in divided Bengal. The population in both the Bengals remains as composite in character as before. I do not wish to disturb the partition of Bengal which has already taken place. I am well aware that there was in the recent past a sense of frustration among the people of East Bengal, which was one of the reasons which gave rise to the demand for partition. The solution which I am offering will mean the least possible interference in the present state of things. Let East Bengal live and flourish as a distinct and separate State, but in the interests of the future well-being of the communities living in the two Bengals which, as I have said before, are integral to each other, which are each

other's bone of bone and flesh of flesb, let East Bengal live and flourish under the fostering care of the Indian Union.

"In the name and on behalf of my colleagues in 'The Nation' as well as on my own behalf I offer this solution for the consideration of and acceptance by the people of India and Pakistan. 'The Nation' believes that this solution will conduce to the peace and prosperity not only of the two Bengals, but also to the peace and prosperity of India and Pakistan and it will dedicate itself to the task of speeding up the solution by all peaceful and legitimate means".

11—10 p. m.
Feb. 20, 1950.

Sd/-Sarat Chandra Bose
Chairman, Editorial
Board, The Nation.

[The Nation, Calcutta,
Tuesday, February 21, 1950,
p 1.]

নির্দেশিকা

হ

———